Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়, কারন ও প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা আক্তার

রোলঃ 23100121211

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়, কারন ও প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা আক্তার

রোলঃ 23100121211

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়, কারন ও প্রতিকার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতেমা আক্তার, আইডিঃ 23100121211 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়, কারন ও প্রতিকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Fatema

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

ফাতেমা আক্তার

আইডিঃ 23100121211

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

ইলম কি? 7

ইলম অর্জনের গুরুত্ব 8

ইসলাম শিক্ষা কি?..9

ইসলামি শিক্ষা ও ইলম 9

নারীর ইসলামি শিক্ষা কেনো প্রয়োজন 10

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত vs অশিক্ষিত নারী 10

১) ব্যক্তি জীবনে অবক্ষয় 12

২) দাম্পত্য জীবনে অবক্ষয় 21

৩) পারিবারিক সম্মানবোধ ও সদাচরণের অভাবে অশান্তি 26

৪) ইসলামি জ্ঞানের অভাবে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে দুর্বলতা 29

৫) স্বামীর বিশ্বাস ও সম্মান রক্ষায় ব্যর্থতা 34

৬) সন্তান প্রতিপালন ও হক সম্পর্কে অজ্ঞতার অবক্ষয় 36

৭) সন্তান জন্মদান পরবর্তী বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতাঃ 38

৮) পরিবারে রুকইয়া চিকিৎসা বিষয়ক অজ্ঞতা 39

৯) দাওয়াহ ইসলামি শিক্ষা কার্যক্রম উন্নয়নে ব্যর্থতা 41

১০) ফরজ বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতাঃ 43

রমজান মাস ও রোজা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার ফলাফল 49

১১) প্রয়োজনীয় মাসআলা বিষয়ে অজ্ঞতার কারনে অবক্ষয়ঃ 56

১২) বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা না থাকার কারনে অবক্ষয়ঃ 63

১৩) হালাল-হারাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও তার ভয়াবহ পরিণতি 66

১৪) ইসলামিক শিক্ষার অভাবে সোশাল মিডিয়ার যুগে সন্তান পালনের সমস্যা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ 68
১৫) নারীর ইসলামি শিক্ষার অভাবে সময়ের প্রোডাক্টিভিটির অবক্ষয় 69
নারীর ইসলামি শিক্ষার অভাবের কারন.. 71
প্রতিকার 85

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানব জীবনের প্রতিটি দিককে সঠিকভাবে পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করে। একটি আদর্শ সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো পরিবার, আর সেই পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হলো নারী। একজন শিক্ষিত ও সচেতন নারী একটি সুস্থ, নৈতিক ও দ্বীনভিত্তিক পরিবার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত নারী তার নিজের জীবন পরিচালনার পাশাপাশি সন্তানদের সঠিক তারবিয়াত প্রদান এবং পারিবারিক পরিবেশকে দ্বীনমুখী করে তুলতে সক্ষম হয়।

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জনকে গুরুত্ব দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

“পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা আল-আলাক ৯৬:১)

এ আয়াত জ্ঞানার্জনের প্রতি ইসলামের প্রথম আহ্বান নির্দেশ করে।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

“প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।” (ইবনে মাজাহ)

এ হাদিস নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য, যা ইসলামে শিক্ষার গুরুত্বকে স্পষ্ট করে।

কিন্তু বর্তমান সমাজে ইসলামী নারী শিক্ষার প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে পরিবারে বিভিন্ন ধরনের নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে। নারীরা যখন কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়, তখন তারা নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায় এবং সন্তানের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়। এ সম্পর্কে

আল্লাহ তাআলা বলেন: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا**

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।” (সূরা আত-তাহরীম ৬৬:৬)

এ আয়াত পরিবারকে সঠিকভাবে পরিচালনার দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

রাসূল ﷺ বলেছেন: **كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا**

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত

হবে... নারী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল।" (সহিহ বুখারি ও মুসলিম) এ হাদিসে নারীর পারিবারিক দায়িত্বের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এছাড়া ইসলামী শিক্ষার অভাবে পরিবারে পর্দাহীনতা, কুসংস্কার, অনৈসলামিক সংস্কৃতির প্রসার এবং পারস্পরিক অধিকার অবহেলার মতো সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে ওঠে। অথচ

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ

"হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন নিজেদের উপর তাদের চাদর টেনে নেয়।" (সূরা আল-আহযাব ৩৩:৫৯)

এ আয়াত নারীর শালীনতা ও ইসলামী জীবনযাপনের নির্দেশনা প্রদান করে।

অতএব, ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা এবং এর কার্যকর প্রতিকার নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো উক্ত সমস্যার গভীরতা অনুধাবন করা এবং ইসলামের আলোকে একটি সঠিক ও টেকসই সমাধানের পথ নির্দেশ করা।

ইলম কি?

কুরআনের প্রথম বার্তা اِقْرَاْ- পড়,ইলম অর্জন

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١

পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্ট করেছেন । সুরা আল-আলাক(৯৬:১)

রাসুল সা. বলেছেন - ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

ইলম শব্দের অর্থ জ্ঞান বা বিদ্যা। ইসলামের দৃষ্টিতে ইলম বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝায় যা মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং আল্লাহকে চেনা, তার বিধান

জানা ও তা অনুযায়ী চলতে সাহায্য করে। ইলম ছাড়া ইসলাম যথাযথভাবে পালন সম্ভব নয়।

ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন কোন ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়।

ইলম অর্জনের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন যখন প্রথম মানব আদম আঃ কে সৃষ্টি করলেন, তখন সকল মাখলুক থেকে আলাদা করে ফেরেস্তাদের তাকে সেজদা দিতে আদেশ করলেন। ফেরেশ্তার চেয়েও মানুষের বেশি মর্যাদার কারণ ছিল ‘জ্ঞান’।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

মুমিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয়ঃ মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহর জন্যে তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন। যখন বলা হয়ঃ উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর।
—আল মুজাদালাহ্ - ১১০

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কেবল দুই ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র। এক সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে সৎ পথে ব্যয় করার শক্তিও দিয়েছেন। দুই, সেই লোক, যাকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, যার বদৌলতে সে বিচার-ফায়সালা করে থাকে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়।

দেখা যাচ্ছে , আল্লাহ যাকে ধন সম্পদ দান করেছেন তা সৎ পথে ব্যয় করতেও জ্ঞানের প্রয়োজন। অতএব ইলম এবং ইলম অর্জনকারী ব্যক্তির মর্যাদা ধনি ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি।

ইলম অর্জনের গুরুত্ব বোঝাতে কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ:“বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না—তারা কি সমান?” সূরা আয-যুমার(৩৯:৯)
ইলমের মর্যাদার গুরুত্ব বোঝাতে আল্লাহ পাক বলেছেন

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

অর্থ:“আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের মর্যাদা উঁচু করবেন।” সূরা আল-মুজাদিলা(৫৮:১১)

ইসলাম শিক্ষা কি?

ইসলামি শিক্ষা হলো এমন একটি জীবনব্যবস্থা ভিত্তিক শিক্ষা, যা মানুষকে আল্লাহভীতি, নৈতিকতা, আদর্শ চরিত্র এবং সঠিক জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা দেয়। এই শিক্ষা মূলত কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের চিন্তা, আচরণ ও সমাজব্যবস্থাকে গড়ে তোলে।

ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রতি আনুগত্ব, মানবতার প্রতি কর্তব্য, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য এবং পরকালের জবাবদিহিতার ব্যাপারে সচেতন হয়। এটি শুধু ধর্মীয় জ্ঞান নয়, বরং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা

ইসলামি শিক্ষা ও ইলম

ইসলামিক শিক্ষা ও ইলম একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ইলম অর্থ জ্ঞান, আর ইসলামিক শিক্ষা হলো সেই জ্ঞান যা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

ইসলামে ইলম অর্জন শুধু একটি সাধারণ কাজ নয়, বরং এটি ইবাদত হিসেবে গণ্য। ইসলামিক শিক্ষা মানুষের আকীদা (বিশ্বাস), ইবাদত, নৈতিকতা ও সামাজিক আচরণকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারে, তাঁর বিধান বুঝতে পারে এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে এবং পারবার ও সামাজ গঠনে সহায়ক ভুমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

নারীর ইসলামি শিক্ষা কেনো প্রয়োজন

পরিবার সমাজের মূল ভিত্তি। কয়েকজন ব্যক্তি মিলে হয় পরিবার, কতগুলো পরিবার মিলে হয় সমাজ। পারিবারিক জীবন বাদ দিয়ে মানব সভ্যতার কথা ভাবা যায় না। সমাজের সুস্থতা, শান্তি শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা ইত্যাদি পারিবারিক সুস্থতা ও দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে। পারিবারিক জীবন যদি অসুস্থ ও নড়বড়ে হয় তাতে বিপর্যয় দেখা দেয় তাহলে তার খারাপ প্রভাব সমাজের উপর পরে। আর নারী এই পরিবারে মূল চালিকা শক্তি হবার কারনে তার প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষা থাকা আবশ্যক।

আজকের সন্তান আগামিদিনের ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যতের লালন পালন দায়িত্ব একজন মা পালন করে। সন্তান মা এর কাছে মুখের ভাষা থেকে শুরু করে আদব, আখলাক, চারিত্রিক বৈশিষ্ট সকল শিক্ষা গ্রহন করে। সন্তান তার মা কে অনুসরণ করে সবচেয়ে বেশি। যে মা নিজে কিছু শেখে নি সে তার সন্তানকে কিভাবে শিক্ষা দিবে? যে মা নিজে কোন কাজের আমল করে না সন্তানকে সে কাজে কিভাবে উৎসাহ দিবে? শিক্ষা অর্জন করার জন্য শুধু প্রতিষ্ঠানে পাঠালেই হয় না, বাড়িতে সন্তানকে সহযোগিতা করাতে মায়ের ভূমিকা অনেক বেশি।

ইসলামি পরিবার গঠন করতে চাইলে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মা প্রয়োজন। এই গবেষণার মধ্যে ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক যে অবক্ষয় হয়ে থাকে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে এবং এর কারন ও প্রতিকার সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত vs অশিক্ষিত নারী

জ্ঞানী ও অজ্ঞ কখনো সমান হয় না। কুরআনের আল্লাহ পাক বলেছেন

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?” (আয-যুমারঃ৯)

আল্লাহ নিজেই কুরআনের উল্লেখ করে দিয়েছেন যে জানে এবং যে জানে না তারা কখনই সমান নয়। অর্থাৎ যার দ্বীনি ইলম আছে এবং যার নেই তারা কখনই সমান নয়। কারন একজন দ্বীন শিক্ষা অর্জনকারী ব্যক্তি তার কাজে, তার কথায়, তার চিন্তা-

চেতনায়, তার জীবনযাপন ব্যবস্থা ইত্যাদি সব কিছু দ্বীনকে কে কেন্দ্র করে গড়ার চেষ্টা করে। সে তার ইলমকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগায়।

ইলম অর্জনকারী আল্লাহকে সঠিকভাবে চেনে, তাঁর ভয় রাখে (তাকওয়া অর্জন করে)

ইলমহীন ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, গুনাহে সহজে জড়িয়ে পড়ে

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই ভয় করে।" *(সূরা ফাতির: ২৮)*

আর যে কিছুই জানে না সে তার জীবনের লক্ষই খুজে পায় না। তার জীবনের সব কিছু দ্বীনের কাজের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে উঠে। তার জীবনযাবন শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য হয়। ইলম না থাকার কারনে তার জীবন ও পরিবারে ইলমের প্রয়োগ করতে পারে না।

নারীর ইসলামী শিক্ষার অভাব শুধু তার ব্যক্তি জীবনকেই নয় পারিবারিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পারিবারিক নানা অবক্ষয়ের কারন হয়ে দাঁড়ায়। নারীর ইসলামিক শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়গুলো তুলে ধরা হলো।

১) ব্যক্তি জীবনে অবক্ষয়

ইসলামিক শিক্ষা মানুষের চরিত্র, আচার-আচরণ ও নৈতিকতাকে সুন্দর করে গড়ে তোলে। যখন একজন নারী দ্বীনের সঠিক জ্ঞান থেকে দূরে থাকে, তখন ধীরে ধীরে তার চরিত্রে নানা ধরনের অবক্ষয় দেখা দেয়। কারণ কুরআন ও সুন্নাহ মানুষকে সত্যবাদিতা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য, নম্রতা ও উত্তম আচরণের শিক্ষা দেয়। এসব শিক্ষা না থাকলে সমাজ ও পরিবারে অশান্তি বৃদ্ধি পায়।

১.১) বেপর্দা ও লজ্জাহীন আচরন বৃদ্ধি পাওয়া

ইসলামিক জ্ঞান না থাকলে লজ্জাশীলতা কমে যায় এবং মানুষ পর্দার গুরুত্বকে তুচ্ছ মনে করে। ধীরে ধীরে পোশাক, কথাবার্তা ও চলাফেরায় অশালীনতা বৃদ্ধি পায়, যা পরিবার ও সমাজে ফিতনার কারণ হয়।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

“লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ।”

— সহিহ মুসলিম

নারীর জন্য পর্দা করা ফরজ। আর মুসলিম নারীদের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত ফরজ বিধান হচ্ছে পর্দার বিধান । নারী নিজেকে পর্দার মধ্যে কেনো সেই সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান তার নেই। মুসলিম পরবারে জন্ম নিয়েও পর্দার প্রতি অনিহা । এর কারন ইসলামী শিক্ষা এবং সচেতনতার অভাব। পর্দা এবং মুমিন নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ করা সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন স্পষ্টভাবে আয়াত উল্লেখ করেছেন।

আর মুমিন নারীদেরকে বলো তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জা স্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারনত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না...। (আন-নুরঃ৩১) ।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“নারী হলো পর্দার বস্তু। যখন সে বের হয়, শয়তান তাকে অনুসরণ করে।”

সুনান আত-তিরমিজি হাদিস: ১১৭৩

নিজ পরিবারে পর্দা না করার ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে নানা ধরনের ক্ষতি ও কুফল দেখা দিতে পারে। ইসলাম পর্দাকে শুধু পোশাকের বিষয় হিসেবে নয়, বরং চরিত্র, লজ্জাশীলতা ও পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষার মাধ্যম হিসেবে দেখেছে।

কিছু কুফল নিচে তুলে ধরা হলো—

১.২) লজ্জাশীলতা ও ঈমানি গুণ কমে যাওয়া

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

"লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।" — সহিহ মুসলিম

আল্লাহ তাআলা লজ্জাশীলতাকে ঈমানের অংশ করেছেন। পর্দাহীনতা ধীরে ধীরে অন্তরের হায়া কমিয়ে দেয়।

১.৩) গুনাহ ও ফিতনার দরজা খুলে যাওয়া

পর্দা না থাকলে চোখের গুনাহ, হারাম আকর্ষণ, অবৈধ সম্পর্ক ও নানা ফিতনার সম্ভাবনা বাড়ে।

আল্লাহ বলেনঃ

﴾قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴿

"মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।"

পরিবারের মধ্যে মাহরাম নন-মাহরাম মেনে না চলার কারনে বিভিন্ন গুনাহ ও ফিতনার কারন হয়ে দাড়ায়। নারীর জন্য ১৪ জন পুরুষ মাহরাম যারা- বাবা, চাচা, মামা শ্বশুর, সহোদর ভাই, নিজ দাদা, নিজ নানা, নিজ নাতি, দুধ ভাই, ছেলে, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে মেয়ের জামাই, দুধ ছেলে।

মাহরাম পুরুষ ছাড়া নারী অন্য কারো সামনে বেপর্দা থাকবে না। কিন্তু বর্তমানে পরিবারের মধ্যেই পর্দার কোন রক্ষা নেই। যার দরুন নিজ পরিবারে এখন মেয়েরা হেনস্তা হয় শারীরিক ও মানষিকভাবে, যা বর্তমান যুগের সোশাল মিডিয়ার বদৌলতে আমরা বিভিন্ন খবরে দেখে থাকি। কেউ কেউ নিজ পরিবারের এমন পুরুষ দ্বারা শ্লীলতাহানীর শীকার হচ্ছে। দেবর ভাবির সম্পর্কে যেখানে কঠিনভাবে সতর্ক করা হয়েছে সেখানে পর্দা রক্ষা না করার কারনে বিভিন্ন অনৈতিক কার্যকলাপে জরিয়ে পরে।

আল্লাহ বলেনঃ

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে

— ২৪:৩০

আর নারীদের জন্য বলেছেন—

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তবে যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় তা ছাড়া।” — **২৪:৩১**

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ

“হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন নিজেদের উপর জিলবাব টেনে দেয়।” — **৩৩:৫৯**

১.৪)অশ্লীলতা ছড়ানো

যখন পরিবারে পর্দার গুরুত্ব কমে যায়, তখন সমাজেও ধীরে ধীরে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা বৃদ্ধি পায়।

মেয়েরা যখন বেপর্দাভাবে রাস্তায় বের হয় তখন পুরুষের জন্য ফিতনার রুপ নেয়। কারন সে জানে না কার অন্তরে কি লুকিয়ে থাকে। তাকে বেপর্দায় দেখে কত পুরুষের অন্তরে শয়তান কুমন্ত্রনা দেয়, এবং এ কুমন্ত্রনা থেকে কত অপরাধের পর্যায় চলে যায়। এমন অবস্থায় নিজে এবং অন্যকেও গুনাহের ভাগিদার করছে। এমনকি অন্য নারীদেরকে বেপর্দা হতে উৎসাহ দিচ্ছে। কারন মানুষের নফস খারাপ দিকেই ধাবিত হয় বেশি যা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেন।

পর্দা না করাটা তাদের কাছে কোন ব্যপারই না কিন্তু এটা খুবই ভয়ংকর আজাবের কারন।

আল্লাহ পর্দাহীন নারীদের জন্য বলেছেন,

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“তোমরা প্রাচীন জাহেলি যুগের নারীদের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না।”
— আল-কুরআন **৩৩:৩৩**

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

“যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে, সে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।”
— আল-কুরআন **৩৩:৩৬**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

আমার পর আমি পুরুষের জন্য নারীর ফেতনা চেয়ে অধিক ক্ষতিকারক কোনো ফিতনা রেখে যাই নি। নারীর ফেতনাই হলো বড় ফেতনা। এ জন্যই রাসিল সাল্লাল্লাহু আলাইহ

ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে নারীদের বিষয়ে অধিক সতর্ক করেছেন। যাতে এ ফিতনা থেকে বেচে থাকা যায় এবং পর্দার বিধান রেখেছেন। মাহরাম অর্থাৎ যাদের সাথে চিরতরে বিবাহ হারাম, তারা ব্যতীত বেগানা অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ জায়েজ এমন লোকদের সাথে পর্দা করতে হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"জাহান্নামবাসীদের দুই শ্রেণি আছে, যাদের আমি এখনো দেখিনি—

এক শ্রেণির লোকদের সাথে থাকবে গরুর লেজের মতো চাবুক, যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে।

আর এমন নারীরা, যারা কাপড় পরিহিতা হয়েও উলঙ্গ, নিজেরা অন্যের প্রতি আকৃষ্ট এবং অন্যকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্টকারী। তাদের মাথা হবে হেলে থাকা উটের কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ এত এত দূর থেকেও পাওয়া যায়।"— হাদিস নং ২১২৮ (এই হাদিসে "কাসিয়াতুন আরিয়াত" (কাপড় পরেও উলঙ্গ) বলতে আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন— এমন পোশাক যা শরীর ঢেকে রাখলেও আঁটসাঁট, স্বচ্ছ বা দৃষ্টি আকর্ষণকারী হয়।)

পর্দা না করার শাস্তির বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক তা পছন্দ করে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" — আল কুরআন ২৪:১৯

১.৫) পরিবারে ছোট সদস্যদের উপর নেতিবাচক প্রভাব

পর্দা না করা পরিবারে ছোট সদস্যদের উপরও নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। কারন যেসকল বাচ্চারা বেপর্দা পরিবেশে বড় হয় তাদের অন্তরে পর্দা নিয়ে সব সময় নেতিবাচক ভাবনা কাজ করবে। তারা বড়দের কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহন করে। এই বাচ্চাকেই বড় হলে ঢেকে চলো, পর্দা করে চলো এটা শেখানো বা বোঝানো সম্ভব হবে না কারন সে ছোট থেকেই অভ্যস্ত। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বাবা মা চিন্তা করে মেয়ে ছোট বড় হলে নিজেই করবে এই ভাবনাতে তারা ছোট থেকে মেয়ের জন্য পর্দার পরিবেশ করে না তারা বড় হলে হঠাৎ করেই মাথা ঢেকে পর্দা করে চলতে পারে না। অনেকের জন্য তা কষ্টকর বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারন যে মেয়ে জীবনের ১৮-২০ বছর মাথায় কাপড় দিয়ে চলে নি, সে হুট করেই পর্দার সাথে নিজেকে মানিয়ে পারে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত দান করলে ভিন্ন কথা।

১.৬) মিথ্যা বলা ও প্রতারনা করা

ইসলামিক শিক্ষা মানুষকে সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতার শিক্ষা দেয়। দ্বীনি জ্ঞান না থাকলে মানুষ দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য সহজেই মিথ্যা, ধোঁকা ও প্রতারণার পথে চলে যায়। ব্যবসা, পারিবারিক সম্পর্ক কিংবা সাধারণ কথাবার্তায়ও অসততা দেখা দেয়। এতে মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয় এবং সমাজে ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাকো।”

— আল-কুরআন **১১৯**

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

“মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।”

— সহিহ বুখারি

ইসলামিক শিক্ষার অভাবে মিথ্যা বলা ও প্রতারনার মত অনেক অপ্রাধ করে বসে। ইসলাম ও দ্বীনি জ্ঞান না থাকার কারনে মিথ্যা বলা ও প্রতারনার ভয়াবহতা ও শাস্তি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারনে এই অপরাধ তার কাছে অপরাধ মনে হয়না।

১.৭) চারিত্রীক অবনতি

বর্তমানের ফ্রি মিক্সিং এর যুগে পর্দার খেলাফ করে চলাফেরা করে নিজের চারিত্রিক অবস্থার ঠিক রাখা অনেক কঠিন ব্যপার।

ছেলে মেয়ের অবাধ মেলামেশা সেখানে এক অবৈধ সম্পর্কে যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম এবং যেনার মত ভয়ানক পাপে জরিয়ে পরে । যেখানে আল্লাহ পাক যেনা সম্পর্কে বলেছেন-

কুরআনের বেশ কয়েকটি জায়গায় যিনা সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রথমটি হল কুরআনের সাধারণ নিয়ম যেখানে মুসলিমদের যিনায় লিপ্ত না হতে আদেশ দেয়া হয়েছে:

“তোমরা যিনার ধারে কাছেও যেয়ো না: কারণ এটি একটি লজ্জাজনক ও নিকৃষ্ট কর্ম, যা অন্যান্য নিকৃষ্ট কর্মের পথ খুলে দেয়। ”

—আল কুরআন **১৭ঃ৩২**

১.৮) গীবত, অপবাদ ও পরনিন্দায় জড়িয়ে পড়া

দ্বীনি শিক্ষা না থাকলে মানুষ অন্যের দোষ খোঁজা, পরনিন্দা করা ও অপবাদ দেওয়াকে সাধারণ বিষয় মনে করে। অথচ গীবত মানুষের নেক আমল ধ্বংস করে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে?"

— আল-কুরআন ১২

এই আয়াতে গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার সাথে তুলনা করে এর ভয়াবহতা বোঝানো হয়েছে।

১.৯) রাগ, অহংকার ও হিংসা বৃদ্ধি পাওয়া

দ্বীনি শিক্ষা মানুষকে সবর, নম্রতা ও আত্মসংযম শেখায়। যখন এই শিক্ষা থাকে না, তখন সামান্য বিষয়েও রাগ, হিংসা ও অহংকার প্রকাশ পায়। এতে সম্পর্ক নষ্ট হয় এবং হৃদয় কঠিন হয়ে যায়।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

"শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয়, যে কুস্তিতে জিতে যায়; বরং শক্তিশালী সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।"

— সহিহ বুখারি

১.১০) স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দুর্ব্যবহার ও অশান্তি সৃষ্টি হওয়া

ইসলামিক শিক্ষা না থাকলে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের হক সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। ফলে সম্মান, ধৈর্য ও ভালোবাসার পরিবর্তে ঝগড়া, কটু কথা ও অবহেলা বৃদ্ধি পায়। এতে দাম্পত্য জীবন অশান্ত হয়ে পড়ে এবং সন্তানরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।"

—সূরা আন-নিসা ১৯

১.১১) অশ্লীলতা ও হারাম কাজে আগ্রহ তৈরি হওয়া

ইসলামিক শিক্ষার অভাবে মানুষ ধীরে ধীরে হারাম বিনোদন, অশ্লীলতা ও গুনাহের কাজে আকৃষ্ট হয়। শয়তান এসব কাজকে সুন্দর করে উপস্থাপন করে এবং হৃদয়ে গুনাহের ভয় কমে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"তোমরা অশ্লীলতার নিকটেও যেয়ো না।"

— সূরা আল-আন'আম ৩২

ইসলামিক শিক্ষার অভাবে অনেক মানুষ বিনোদনের সঠিক সীমারেখা বুঝতে পারে না। ফলে নাটক, গান, সিনেমা, শর্ট ভিডিও, অশ্লীল কনটেন্ট ইত্যাদিকে সাধারণ বিনোদন মনে করে ধীরে ধীরে হারাম ও গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে। এর প্রভাব ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ—সব ক্ষেত্রেই পড়ে।

অধিকাংশ হারাম নাটক-সিনেমায় বেপর্দা, প্রেম, অবৈধ সম্পর্ক ও অশ্লীলতা দেখানো হয়। এগুলো মানুষের অন্তরে লজ্জাহীনতা সৃষ্টি করে এবং গুনাহকে স্বাভাবিক মনে করায়।

নামাজ, কুরআন ও ইবাদতে অমনোযোগিতা আসে। অতিরিক্ত গান, সিনেমা ও বিনোদনে আসক্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়। ইবাদতের প্রতি আগ্রহ কমে যায় এবং সময় নষ্ট হয়।

আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের চিন্তার পরিবর্তে দুনিয়াবি আনন্দ হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফলে নসিহত বা কুরআনের কথা সহজে অন্তরে প্রভাব ফেলে না। এদের হৃদয় কঠিন হয়ে যায়।

অনৈতিক সম্পর্ক ও ফিতনার পথ খুলে যায়। নাটক-সিনেমার প্রেম ও অবাধ মেলামেশার সংস্কৃতি বাস্তব জীবনেও প্রভাব ফেলে। এতে পরকীয়া, হারাম সম্পর্ক ও পারিবারিক অশান্তি বাড়ে।

সন্তানদের চরিত্র ধ্বংস হয়, শিশুরা যা দেখে তাই শেখে। ছোট বয়স থেকেই গান, নাচ, অশ্লীল কনটেন্টে অভ্যস্ত হলে তাদের চরিত্র, লজ্জাবোধ ও ইসলামি আদর্শ দুর্বল হয়ে যায়।

সময় ও জীবনের অপচয় হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল, সিনেমা বা গানে কাটিয়ে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাত—উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে গাফেল হয়ে পড়ে।

গুনাহকে হালকা মনে হতে শুরু করে, বারবার হারাম দৃশ্য ও গান শুনতে শুনতে অন্তরে গুনাহের ভয় কমে যায়। একসময় হারাম কাজকে স্বাভাবিক বা আধুনিকতা মনে হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যারা অজ্ঞতাবশত মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার কথাবার্তা ক্রয় করে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।”

— সূরা লুকমান, আয়াত ৬

আরও বলেনঃ

“আর মুমিনরা অশ্লীল ও অনর্থক কাজ থেকে দূরে থাকে।”

— সূরা আল-মু’মিনুন, আয়াত ৩

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

“আমার উম্মতের কিছু লোক ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।”

— সহিহ বুখারি

১.১২) পরকীয়া

ইসলামিক শিক্ষার অভাবে অনেক মানুষ পরকীয়ার ভয়াবহতা ও এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকে না। হারাম সম্পর্ক, অবাধ মেলামেশা, অশ্লীল নাটক-সিনেমা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষ পরকীয়ার মতো বড় গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। এটি শুধু ব্যক্তির ঈমান ও চরিত্র নষ্ট করে না; বরং পরিবার, সন্তান ও সমাজকেও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

স্বামীর কোনো কথা, আচরণ বা ব্যবহারে স্ত্রী কষ্ট পেলে, কিংবা স্ত্রীর মানসিক চাহিদা ও অনুভূতির প্রতি স্বামী উদাসীন হলে দাম্পত্য সম্পর্কে ধীরে ধীরে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। আবার অনেক সময় স্বামীও স্ত্রীর আচরণ, অবহেলা বা অসম্মানের কারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। উভয়ের মাঝে বোঝাপড়া, ধৈর্য, ক্ষমা ও ইসলামী আদর্শের অভাব থাকলে ছোট ছোট সমস্যা বড় অশান্তিতে রূপ নেয়।

সাংসারিক চাপ, আর্থিক সমস্যা, মানসিক অশান্তি, একে অপরকে সময় না দেওয়া, ভালোবাসা ও মূল্যায়নের অভাব—এসব কারণে অনেকেই সাময়িক মানসিক প্রশান্তি খুঁজতে গিয়ে পরপুরুষ বা পরনারীর সাথে অতিরিক্ত যোগাযোগে জড়িয়ে পড়ে। শুরুতে হয়তো তা “শুধু কথা বলা”, “মানসিক সাপোর্ট” বা “বন্ধুত্ব” হিসেবে শুরু হয়; কিন্তু শয়তান ধীরে ধীরে সেই সম্পর্ককে হারাম ও পরকীয়ার দিকে নিয়ে যায়।

ইসলামিক শিক্ষার অভাবে মানুষ বুঝতে পারে না যে, দাম্পত্য সমস্যার সমাধান হারাম সম্পর্কে নয়; বরং ধৈর্য, পরস্পরের হক আদায়, সুন্দর আচরণ, খোলামেলা আলোচনা এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলার মধ্যেই প্রকৃত শান্তি রয়েছে। কারণ হারাম সম্পর্ক কখনো স্থায়ী প্রশান্তি দেয় না; বরং তা দাম্পত্য ভাঙন, অপরাধবোধ, পরিবার ধ্বংস, সন্তানের ক্ষতি এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও; আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।”

— সূরা আর-রূম, আয়াত ২১

২) দাম্পত্য জীবনে অবক্ষয়

ইসলামী শিক্ষা শুধু ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ন করার শিক্ষাও দেয়।

নারীর জন্য তার পিতার পরে স্বামী তার অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহন করে। একজন নারী যখন ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, আদব, আখলাক, স্বামী-স্ত্রীর হক, সবর, পর্দা, দায়ীত্ব ও পারিবারিক আদব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তখন দাম্পত্য জীবনে বিভিন্ন কলহ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। দাম্পত্য জীবন থেকেই সকল সৃষ্টির সূচনা। তাই দাম্পত্য জীবনে থেকে প্রতিটা বিষয় সঠিকভাবে পালন হওয়া জরুরি।

বর্তমান সমাজে অনেক পারিবারিক অশান্তি দাম্পত্য কলহ ও বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ হলো স্বামী-স্ত্রীর হক সম্পর্কে অজ্ঞতা বিশেষ করে একজন স্ত্রী যদি স্বামীর অধিকার মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামিক জ্ঞান না রাখে তাহলে ছোট ছোট বিষয় থেকেও বড় সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

নিচে স্বামীর হক সম্পর্কে অজ্ঞতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো-

২.১) স্বামীর প্রতি অসম্মান

ইসলামিক শিক্ষার অভাবে অনেক স্ত্রী স্বামীর হক, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখেন না। ফলে কথা-বার্তা, আচরণ ও ব্যবহারেও অসম্মান প্রকাশ পায়। রাগের সময় কটু কথা বলা, স্বামীর সিদ্ধান্তকে তুচ্ছ করা, সবার সামনে অপমান করা, অবাধ্য আচরণ করা বা তার কষ্ট ও দায়িত্বকে মূল্যায়ন না করা—এসব ধীরে ধীরে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেবল ভালোবাসার নয়; এটি সম্মান, দায়িত্ব, ধৈর্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক। যখন সম্মান কমে যায়, তখন পরিবারে শান্তি ও বরকতও কমে যেতে থাকে। অনেক সময় ছোট ছোট অসম্মান একসময় বড় ঝগড়া, দূরত্ব ও সম্পর্কের ভাঙনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

স্বামীর প্রতি অসম্মানের কিছু প্রকাশ

- স্বামীর সাথে উচ্চস্বরে বা রূঢ় ভাষায় কথা বলা
- তার সিদ্ধান্ত বা মতামতকে তুচ্ছ করা
- অন্যের সামনে স্বামীকে অপমান করা
- তার উপার্জন বা সামর্থ্য নিয়ে কটূক্তি করা

- রাগের সময় গালি, তিরস্কার বা বিদ্রূপ করা
- স্বামীর হক ও অনুভূতিকে গুরুত্ব না দেওয়া
- অহংকার বা জেদের কারণে সম্পর্ক নষ্ট করা

এর কুফল

- দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা কমে যায়
- ঘরে অশান্তি ও ঝগড়া বৃদ্ধি পায়
- সন্তানদের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে
- পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যায়
- শয়তান সম্পর্কের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করার সুযোগ পায়

কুরআনের নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।"

— সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৯

এই আয়াত স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যই সুন্দর আচরণ, সম্মান ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়।

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।"

— জামে তিরমিজি

অর্থাৎ ইসলাম শুধু স্ত্রীর দায়িত্বই নয়, স্বামীর প্রতিও সুন্দর আচরণের নির্দেশ দিয়েছে। বর্তমানে নারীদের মধ্যে ইসলামিক শিক্ষার অভাবে স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে জানে না পারে না।

২.২) স্বামীর বৈধ কথায় বা আদেশে অবাধ্যতা

ইসলামে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ক্ষমতা বা জোড়ের সম্পর্ক নয় বরং এটি দায়িত্ব ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক। আল্লাহ তাআলা পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব স্বামীর উপর দিয়েছেন তাই শরীয়ত সম্মত বৈধ বিষয়ে স্বামীর সকল কথা বা আদেশ মেনে চলা স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত।

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এজন্য যে আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।

সুরা আন-নিসা: ৩৪
স্বামী পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি অর্থাৎ সংসারের শৃঙ্খলা নিরাপত্তা ও পরিচালনার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত। এজন্য ইসলাম পরিবারের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে স্বামীর বৈধ কথাকে গুরুত্ব দিয়েছে।
স্বামীর যেকোন বৈধ কথা স্ত্রী মানতে বাধ্য যেহেতু স্বামী তার অভিভাবক।
বৈধ কথা বুঝায় স্বামীর এমন আদেশ বা কথা যা-

- কুরআন- সুন্নাহ বিরধী নয়
- গুনাহের কাজ নয়
- জুলুম বা অন্যায় নয়
- পরিবার ও দাম্পত্য কল্যাণের হয়।

কিন্তু যদি কোনো স্বামী এমন কিছু আদেশ দেন যা আল্লাহর অবাধ্যতা, হারাম বা জুলুমের মধ্যে পড়ে, তাহলে তা মানা জায়েজ নয়।

২.৩) পারস্পরিক দন্দ ও অসন্তোষ

নারী তার অজ্ঞতার কারনে ছোট ছোট বিষয়কে অনেক সময় বড় করে স্বামীর সাথে অযথা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়। স্বামীর কথা বা কাজকে গুরুত্ব দিয়ে করতে পারে না বা চায় না। এতে একে অপরের প্রতি অসন্তুষ্টি জন্ম দেয়। ইসলামে নারীকে পুরুষের অধিনস্ত করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে নারীদের মধ্যে এই অধিনস্ততা যেনো বিরক্তির বিষয়। স্বামীর সাথে কোন বিষয়ে বোঝাপড়া না হলে বিরাট আকার ধারন করে।
ইসলামিক শিক্ষার অভাবে অনেক নারী দাম্পত্য জীবনে স্বামীর হক, নিজের দায়িত্ব, ধৈর্য, উত্তম আচরণ ও পারিবারিক আদব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন না। ফলে ছোট ছোট বিষয় নিয়েই ভুল বোঝাবুঝি, মনোমালিন্য, ঝগড়া ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। আবার স্বামীও যদি দ্বীনি জ্ঞান ও সুন্দর আচরণে দুর্বল হয়, তাহলে এই দ্বন্দ্ব আরও বেড়ে যায়।
দাম্পত্য জীবন কেবল একসাথে বসবাসের নাম নয়; বরং এটি ভালোবাসা, রহমত, ত্যাগ, ধৈর্য ও পারস্পরিক সম্মানের বন্ধন। ইসলামিক শিক্ষার অভাবে যখন স্বামী-স্ত্রী একে অপরের হক ও দায়িত্ব ভুলে যায়, তখন সংসারে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টি হয়।

২.৪) স্বামীর সম্মান রক্ষায় ব্যর্থ

একজন অজ্ঞ নারী তার স্বামীর গোপন বিষয়, বা তার দোষ ক্রটিগুলো গোপন রাখতে সক্ষম হয় না। নিজেদের মধ্যকার গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেয়। যেকোন বিষয়ে অসন্তোস হলে তা অন্যের কাছে প্রচার করে এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজ পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের মাঝেও নিজের স্বামীকে ছোট করে করে ফেলে। স্বামীর দোষ প্রকাশ করাকে সে কোন অন্যায় মনে করে না।

রাগের সময় অনেকেই স্বামীর ভুল বা দুর্বলতা আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুদের সামনে বলে দেন। এতে সম্মান নষ্ট হয় এবং সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায়।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পোশাক

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক।"

— সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৭

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের দোষ গোপন করবে, নিরাপত্তা দেবে এবং সম্মান রক্ষা করবে। যেমন পোশাক মানুষের শরীর ঢেকে রাখে, তেমনি দাম্পত্য জীবনে একে অপরের দুর্বলতা আড়াল করা উচিত।

২.৫) স্বামীর হক নষ্ট করা

অনেক নারীকেই দেখা যায় স্বামী শয্যায় আহবান করলে তাতে অনিহা প্রকাশ করে কোন কারন ছাড়াই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে শয্যায় আহ্বান করে আর স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করে, ফলে স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তখন সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা ঐ স্ত্রীর উপর লানত করতে থাকে।"— সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩২৩৭, সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৪৩৬

এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, বৈধ কারণ ছাড়া স্বামীর দাম্পত্য আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। কারণ এতে স্বামীর হক নষ্ট হয় এবং দাম্পত্য সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে। স্ত্রীর এমন আচরনে স্বামী তার চাহদা পূরন না করতে পারলে পরকীয়ার মত পাপে লিপ্ত হয়।

কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

“তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো...”— সূরা আল-বাকারাঃ২২৩

এ আয়াত কোনোভাবেই নারীকে অপমান করার জন্য নয়; বরং বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ককে পবিত্র ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য আল্লাহর নির্দেশ।

৩) পারিবারিক সম্মানবোধ ও সদাচরণের অভাবে অশান্তি

ইসলামিক শিক্ষার অভাবে অনেক সময় পরিবারে পারস্পরিক সম্মান, ভদ্রতা ও সদাচরণের অভাব দেখা দেয়। স্বামী-স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ি, ভাই-বোন বা আত্মীয়স্বজন—একজন আরেকজনের সাথে উত্তম আচরণ না করলে পরিবারে শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। ছোট ছোট কথা, রাগ, তুচ্ছতাচ্ছিল্য, কটু ভাষা ও অসম্মানজনক আচরণ ধীরে ধীরে বড় অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পরিবার একটি ভালোবাসা, সম্মান ও সহমর্মিতার স্থান। কিন্তু যখন কেউ নিজের কথাবার্তা ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, অন্যের অনুভূতির মূল্য দেয় না বা বড়দের সম্মান ও ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, তখন পরিবারে বিরোধ, মনোমালিন্য ও দূরত্ব তৈরি হয়।

৩.১) নিজ পিতা মাতার প্রতি অসম্মান এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট

নিজ বাবা-মা সদাচরন সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন

وَقَضٰی رَبُّکَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ وَبِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا یَبۡلُغَنَّ عِنۡدَکَ الۡکِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوۡ کِلٰهُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُلۡ لَّهُمَا قَوۡلًا کَرِیۡمًا

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা।

—বনী-ইসরাঈল - ২৩

ؕوَاخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحۡمَةِ وَقُلۡ رَّبِّ ارۡحَمۡهُمَا کَمَا رَبَّیٰنِیۡ صَغِیۡرًا

তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলঃ হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।

—বনী-ইসরাঈল - ২৪

কিন্তু বর্তমানে খেয়াল করলে দেখা যায় প্রায় বেশিরভাব পরিবারে ইসলামি পরিবেশ দ্বীনি জ্ঞানের অভাবে বাবা মায়ের সাথে সন্তানেরা ভালো আচরন করে না , তাদের আদেশ উপদেশ মেনে চলে না। অবাধ্যতার মধ্যেই জীবন যাপন করতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

৩.২) শশুরবাড়ির পরিবারে বড়দের সম্মান করতে না পারা

বিয়ের পর স্বামীর পরিবারও নিজের পরিবারের মত। নিজ বাবা মায়ের মত শশুরবাড়ির লোকদের নিয়ে কোন স্পষ্ট দলিল নেই কিন্তু বিয়ে মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্ক যুক্ত হবার কারনে তারাও নিজ পরিবার এবং বয়সে বড় হবার কারনে তাদের সাথে সম্মান, সদাচরন, উত্তম ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার শিক্ষা ইসলাম দিয়ে থাকে। স্বামীর পরিবারের দেখাশোনা বা খেদমত করতে তাকে বাধ্য করা হয় নি কিন্তু নিজ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে থাকে তাহলে তার পক্ষ থেকে এই খেদমত স্বামীর পরিবারের উপর এহসান এবং এ থেকে তার সাওয়াবও হাসিল হয়। সংসারে ছোটখাটো ভুল বা মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ধৈর্য না থাকলে ছোট বিষয় বড় ঝগড়ায় রূপ নেয়। সবরের অভাবে সম্পর্কের মধ্যে রাগ, কষ্ট ও দূরত্ব তৈরি হয়।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।”— সূরা আল-বাকারা, ২:১৫৩

অনেক পরিবারে শ্বশুর-শাশুড়িকে সম্মান না করার কারণে দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয়। অথচ ইসলামে বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা উত্তম চরিত্রের অংশ।

৩.৩) ঝগড়া-বিবাদ ও উচ্চস্বরে কথা বলা

অতিরিক্ত তর্ক, রাগারাগি ও উচ্চস্বরে কথা বলা পরিবারে অশান্তির বড় কারণ। এটি সন্তানদের মনেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

“প্রকৃত শক্তিশালী সে নয় যে কুস্তিতে জয়ী হয়; বরং সে-ই শক্তিশালী, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।”

— সহিহ বুখারি

কটু কথা, অপমান বা তাচ্ছিল্যের ভাষা সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়। ইসলাম সুন্দর ও কোমল ভাষায় কথা বলার শিক্ষা দেয়।

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

“মানুষের সাথে উত্তম কথা বলো।”

— সূরা আল-বাকারা, ২:৮৩

রাগের কারনে চুপ থাকতে না পেরে ঝগড়া করা সম্মানজনক কথা বলা মোতেও ইসলাম সমর্থন করে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ صَمَتَ نَجَا

"যে ব্যক্তি চুপ থাকে, সে নাজাত পায়।"

— জামে তিরমিজি, হাদিস: ২৫০১

এই হাদিসের অর্থ হলো—অপ্রয়োজনীয় কথা, ঝগড়া, গীবত, কটু ভাষা ও মানুষের কষ্টের কারণ হয় এমন কথা থেকে বিরত থাকা মানুষকে অনেক গুনাহ ও বিপদ থেকে রক্ষা করে। ইসলাম মানুষকে সুন্দর কথা বলতে অথবা নীরব থাকতে শিক্ষা দেয়। নিজের ভুল না থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সমাধানের জন্য চুপ থাকাই উত্তম। কিন্তু অনেকে যেনো প্রতিবাদের পথকেই বেছে নিয়েছে।

আরেক হাদিসে বলেছেন—

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"

— সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম

৩.৪) আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ না করা

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অহংকার, হিংসা বা রাগের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি আসে। কারো আচরনে বা খারাপ স্বভাব যা অন্যকে কষ্ট দেয় এই ক্ষোভের ভিত্তিতেও অনেকে আত্মীয়র সাথে সদাচরন করে না। তাদেরসাথে ভালোভাবে কথা বলে না।

হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছে-

"তুমি কোন ভাল আমলকেই তুচ্ছ জ্ঞান করবে না, যদিও সেই আমলটি হয় তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা ।"

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

"যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

— সহিহ মুসলিম

৪) ইসলামি জ্ঞানের অভাবে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে দুর্বলতা

একজন মুসলিম নারী ইসলামি শিক্ষা না থাকলে পারিবারিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। যা তার পরিবারের উপর প্রভাব ফেলে।

পরিবারের সকল গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারী সমান ভুমিকা পালন করে। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত কিংবা ঘর কিংবা স্বামীর কোন জরুরি বিষয়। সকল কিছুতেই নারীর অবদান অনস্বীকার্য। তাই যদি নারীর সেই জ্ঞান না থাকে সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয় এবং প্রভাব পরিবারে দীর্ঘ সময় বহন করতে পারে।

ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছে। পরিবারে পরামর্শ, দায়িত্বশীলতা ও পারস্পরিক সহযোগিতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেকেই তার দায়ীত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে... নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের দায়িত্বশীলা এবং তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।” — সহিহ বুখারি, হাদিস: ৮৯৩

— সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৮২৯

পুরুষ বাড়ির কর্তা বাইরের সকল বিষয় তিনি দেখাশোনা করবে এবং নারী তার সংসার,ঘর,সন্তানের সকল দায়িত্ব পালন করবে এবং এ সকল দায়িত্ব পালন করতে হলে তাকে অবশ্যই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

সংসার এবং পরিবারে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে নারী তার স্বামীর সাথে আলোচনা পরামর্শ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

তারা যদি পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে (শিশুকে দুধ ছাড়াতে) চায়, তবে তাদের কোনো গুনাহ নেই।” — সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৩৩

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সাহাবিরা কুরবানির কাজে দেরি করলে রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা–এর পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি পরামর্শ দেন যে, রাসূল ﷺ নিজেই আগে কুরবানি ও মাথা মুন্ডন শুরু করুন। তখন সাহাবিরাও তা অনুসরণ করেন। — সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৭৩১

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেও একজন জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান নারীর পরামর্শ গ্রহণ করা সুন্নাহ। ইসলামী শিক্ষা এবং জ্ঞান না থাকার কারনে একজন নারীকে সাধারণত যেসব পারিবারিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়ঃ

৪.১) সন্তান লালন-পালন ও শিক্ষার অবক্ষয়ঃ সন্তান পালন করতে একজন মা কে অনেকরকমের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একজন মুসলিম নারী যদি ইসলামী শিক্ষা বা ইলম না থাকে বেশিরভাব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই তার ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়। সন্তান লালন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো নিচে তুলে ধরা হলো

- **সন্তানের দ্বীনি শিক্ষাঃ** একজন নারীর ইসলামী শিক্ষার অভাবে তার সন্তানের দ্বীনশিক্ষা , আমাদের দ্বীন কি ,দ্বীনের বিষয় কি, কেনো তা অনুসরন করবো ইত্যাদি দ্বীন ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়। মা নিজে কুরআন শিক্ষা না থাকলে তার সন্তানকে কুরআনের সাথে পরিচিত করতে পারে না।। পরবর্তীতে তা পারিবারিক বিরাট অবক্ষয়ের কারন হয়ে দাঁড়ায়।

- **আদব-আখলাক গঠনঃ** সন্তানের আদব ও আখলাক গঠনে একজন ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত নারী এবং একজন ইসলামিক শিক্ষায় অজ্ঞ নারীর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামি আদব কি আখলাক কি এসবের জ্ঞান না থাকলে নিজ সন্তাকে কোনদিনো শেখাতে পারবে না। শুধু বাইরে থেকে শিক্ষক নিয়োগ দিলেই সন্তান ইসলামি শিক্ষা লাভ করে বেশি দূর এগোতে পারে না। পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ না থাকলে এবং প্র্যাক্টিসিং না হলে , পরিবারের সদস্যরা নিজেরাই না মেনে চললে সন্তানকে কক্ষনোই শেখাতে সক্ষম হবে না।

- **স্কুল/মাদরাসা নির্বাচনঃ** সন্তানের স্কুল অথবা মাদরাসা যেখানে পড়াশুনা করুক সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা নাহলে সন্তানের ভবিষ্যতে তা খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সেখানের শিক্ষকদের কালচার, ব্যবহার, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে এর নিয়মনীতি, উস্তাদদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, তাদের আখলাক,পরিবেশ ইত্যাদি সকল কিছু বিবেচনা করে নির্বাচন করা আবশ্যক। কিন্তু একজন অজ্ঞ নারী এসকল দিক চিন্তা করতে পারে না বা এই সম্পর্কে জ্ঞান তার মধ্যে কাজ করে না।

- **সন্তানের বন্ধু ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতাঃ** একজন ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত মা শুধু সন্তানের খাবার, পোশাক বা পড়াশোনার দিকেই খেয়াল রাখেন না; বরং সন্তানের বন্ধু-বান্ধব, চলাফেরা ও পরিবেশ সম্পর্কেও সচেতন থাকেন। কারণ, একটি শিশু তার আশেপাশের মানুষ ও পরিবেশ দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হয়। ভালো বন্ধু ও সুন্দর পরিবেশ সন্তানকে দ্বীনের পথে রাখে, আর খারাপ সঙ্গ ও অনৈতিক পরিবেশ তাকে বিপথে নিতে পারে।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

"মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর চলে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ্য করে সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে।"— সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৮৩৩

ইসলামিক শিক্ষিত মা সন্তানের বন্ধু নির্বাচন সম্পর্কে সতর্ক থাকেন। তিনি খেয়াল রাখেন সন্তান কার সাথে মিশছে, কী শিখছে, কোথায় সময় কাটাচ্ছে এবং কোন পরিবেশে বেড়ে উঠছে। কারণ, ছোটবেলা থেকেই যদি সন্তান নেককার ও ভদ্র মানুষের সঙ্গ পায়, তাহলে তার চরিত্র, আচার-আচরণ ও ঈমান সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।"

—সূরা আত-তাওবা: ১১৯

আরেক হাদিসে রাসূল ﷺ ভালো ও খারাপ সঙ্গীর উদাহরণ দিয়ে বলেছেনঃ

"ভালো সঙ্গী ও খারাপ সঙ্গীর উদাহরণ হলো আতর বিক্রেতা ও কামারের হাপরের মতো..."

— সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৫৩৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬২৮

অর্থাৎ, ভালো সঙ্গ মানুষকে উপকৃত করে আর খারাপ সঙ্গ ক্ষতির কারণ হয়।

সন্তানের চারপাশের পরিবেশকে যতটা সম্ভব দ্বীনভিত্তিক, নিরাপদ ও উত্তম রাখা; যেন সন্তান দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারে।

- **সন্তানের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও রুটিন নির্ধারণঃ** একজন ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত মা সন্তানের খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকেন। তিনি জানেন, সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন একজন সন্তানের ইবাদত, শিক্ষা ও সুন্দর চরিত্র গঠনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি সন্তানের জন্য হালাল, পুষ্টিকর ও পরিমিত খাবারের ব্যবস্থা করেন এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তোলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র আছে তা থেকে আহার করো।”
—সূরা আল-বাকারা: ১৬৮

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, খাদ্য শুধু পেট ভরানোর বিষয় নয়; বরং তা হালাল ও পবিত্র হওয়াও জরুরি। তাই একজন সচেতন মা সন্তানকে হারাম, ক্ষতিকর ও অপবিত্র খাবার থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ
“তোমাদের শরীরেরও তোমাদের উপর হক রয়েছে।”
— সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫১৯৯

- **জরুরি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ** ইসলামে নারীকে শুধু “গৃহিণী” হিসেবে নয়, বরং একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক ও পরিবার গঠনের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে দেখা হয়েছে। সংকটকালে ধৈর্য ও বিচক্ষণতা দেখানো, সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা,পরিবারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

রাসূল ﷺ বলেছেন—
“নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের দায়িত্বশীলা, এবং তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।” — সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সাহাবিরা কুরবানির কাজে দেরি করলে রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা–এর পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি পরামর্শ দেন যে, রাসূল ﷺ নিজেই আগে কুরবানি ও মাথা মুন্ডন শুরু করুন। তখন সাহাবিরাও তা অনুসরণ করেন। — সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৭৩১

৪.২) অর্থনৈতিক ও ব্যয় ব্যবস্থাপনাঃ সংসারের বিভিন্ন আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত সিদ্ধান্ত নারীকে নিতে হয়। পরিবার পরিচালনায় অর্থনৈতিক সচেতনতা ও সঠিক ব্যয় ব্যবস্থাপনা একজন নারীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর একটি। একজন বিচক্ষণ নারী সংসারের আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রেখে পরিবারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনতে পারেন।

এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো—
সংসারের প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ পরিকল্পনা করা
অপচয় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় থেকে বিরত থাকা
হালাল ও উপকারী খাতে ব্যয় করতে উৎসাহ দেওয়া
সঞ্চয় ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনের বিষয়ে সচেতন থাকা

স্বামীর উপার্জনের মূল্য বোঝা ও আমানতদারিতা রক্ষা করা
সন্তানদের মিতব্যয়িতা ও অপচয় থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেওয়া
আল্লাহ তাআলা বলেন—
“আর খাও ও পান করো, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।”
— সূরা আল-আ‘রাফ, ৭:৩১
আরও বলেন—
“আর অপচয় করো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।”
— সূরা আল-ইসরা, ১৭:২৬-২৭
একজন সচেতন ও দ্বীনদার নারী শুধু সংসার পরিচালনাই করেন না; বরং সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবারকে অশান্তি, ঋণ ও অপচয় থেকেও রক্ষা করেন।
পরিবারে নারী শুধু অনুসারী নন; বরং ঘর-সংসার রক্ষা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একজন সচেতন ও দ্বীনদার নারী শুধু সংসার পরিচালনাই করেন না; বরং সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবারকে অশান্তি, ঋণ ও অপচয় থেকেও রক্ষা করেন।

৫) স্বামীর বিশ্বাস ও সম্মান রক্ষায় ব্যর্থতা

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

"সেই নারীই উত্তম, যার দিকে স্বামী তাকালে আনন্দিত হয়, আদেশ দিলে আনুগত্য করে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ ও নিজের মর্যাদা রক্ষা করে।" — সুনানে নাসাঈ, হাদিস: ৩২৩১।

পরিবারে শুধু নারীর কাজ দেখাশোনা করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ ও নিজের মর্যাদা রক্ষা করা।

নিজের মর্যাদা বলতে কি বুঝায় —

দ্বীন ও আখলাক রক্ষা

- "নিজের মর্যাদা" শুধু বাহ্যিক সম্মান নয়; বরং ঈমান, আমল ও উত্তম চরিত্রও এর অন্তর্ভুক্ত।
- নামাজ, পর্দা, শালীনতা বজায় রাখা
- রাগ, ঝগড়া ও কটু ভাষা থেকে দূরে থাকা
- সন্তানদের সামনে উত্তম আদর্শ হওয়া

স্বামীর বিশ্বাস ও সম্মান রক্ষা

- স্বামীর ব্যক্তিগত বিষয় অন্যের কাছে প্রকাশ না করা
- স্বামীর অনুপস্থিতিতে এমন কিছু না করা যা বিশ্বাস ভঙ্গ করে
- স্বামীর মান-সম্মান ক্ষুন্ন না করা

লজ্জাশীলতা ও পর্দা রক্ষা

- ইসলামী পর্দা মেনে চলা।
- এমন আচরণ না করা যা পরিবারের সম্মান নষ্ট করে
- সামাজিক যোগাযোগ ও চলাফেরায় সতর্ক থাকা

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ।" — সহিহ বুখারি, হাদিস: ৯

চরিত্র ও সতীত্ব রক্ষা

- স্বামীর অবর্তমানে ঘরের পর্দা ও মর্যাদা রক্ষা করা।
- স্বামীর অবর্তমানে বাড়িতে বা ঘরে পরপুরুষের অবাধ প্রবেশের সুযোগ না দেওয়া।

- বাড়িতে কোন প্রয়োজনে পরপুরুষের আগমন হলেও শালীনতা ও সতর্কতা বজায় রাখা। অপ্রয়োজনীয় কথা বার্তা থেকে বিরত থাকা, হাসি ঠাট্রা না করা।
- পরপুরুষের সাথে হারাম সম্পর্ক থেকে দূরে থাকা
- অশ্লীলতা ও ফিতনা থেকে নিজেকে রক্ষা করা
- দৃষ্টি, কথা ও আচরণে শালীনতা বজায় রাখা

এ বিষয়ে রাসূল ﷺ বলেছেন—

“কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান না করে, যখন তার সাথে মাহরাম কেউ না থাকে।” — সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩০০৬ — সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৩৪১

৬) সন্তান প্রতিপালন ও হক সম্পর্কে অজ্ঞতার অবক্ষয়

শিশু সন্তানের পরিচর্যা ও প্রতিপালন, তাদের সঠিক তালিম-তরবিয়ার নিশ্চিত করা পিতামাতার দায়িত্ব। বিশেষত আয়-উপার্জন ও সাংসারিক তাকিদে পিতার অধিকাংশ সময় বাইরে অবস্থানের কারনে মায়ের ভুমিকা এ ক্ষেত্রে বেশি। এ দায়িত্ব শরিয়ত কর্তৃক তার প্রতি অর্পিত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

তোমরা প্রত্যেকে দায়ীত্বশীল। প্রত্যেকে নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের ওপর দায়ীত্বশীল। স্ত্রী স্বামীর ঘর ও সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল। তোমরা সকলে দায়িত্বশীল। সকলে নিজ অধিনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। –সহীহ বুখারি- ৫২০০

সন্তান জন্মদানের পূর্বপ্রস্তুতি সম্পর্কে অজ্ঞতা

একজন ইসলামিক শিক্ষিত নারী সন্তান জন্মদানের পূর্ব থেকেই নিজেকে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিকভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন। কারণ ইসলাম সন্তানকে শুধু দুনিয়াবি নয়, দ্বীনি আমানত হিসেবেও দেখেছে। তাই একজন মুমিনা নারী গর্ভধারণের আগ থেকেই ভবিষ্যৎ সন্তানের উত্তম তারবিয়াত ও হালাল পরিবেশ নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন।

এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় হলো—

- নেক সন্তান লাভের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা
- হালাল রিজিক ও পবিত্র খাদ্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া
- নিজের আমল-আখলাক ও পর্দার প্রতি যত্নশীল হওয়া
- কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ও ইবাদতের পরিবেশ বজায় রাখা
- দাম্পত্য সম্পর্কে শান্তি, ভালোবাসা ও ইসলামী আদর্শ ধরে রাখা
- গর্ভকালীন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিচর্যায় সচেতন থাকা
- সন্তানকে দ্বীনের পথে গড়ে তোলার মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদের মুত্তাকীদের ইমাম বানান।”

— সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৭৪

সন্তানের দুধ পান করারনো এবং ছাড়ানোর বিষয় নিয়েও আল্লাহ কুরআনে বলেন—
“মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে...”
— সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৩৩
এ আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায়, ইসলাম সন্তান জন্মের আগ থেকেই মা ও সন্তানের অধিকার, যত্ন ও সুন্দর ভবিষ্যতের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে।
একজন ইসলামিক শিক্ষিত নারী জানেন, সন্তান শুধু পরিবার নয়; পুরো সমাজের ভবিষ্যৎ। তাই তিনি সন্তান আগমনের পূর্ব থেকেই নিজেকে দ্বীন, চরিত্র, স্বাস্থ্য ও দায়িত্ববোধে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন।

৭) সন্তান জন্মদান পরবর্তী বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতাঃ

সন্তান জন্মের পর একজন নারীর দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। তিনি সন্তানকে শুধু লালন-পালনই করেন না; বরং দ্বীন, আখলাক ও উত্তম চরিত্রে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কারণ সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানত।

এ সময় একজন সচেতন মায়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো হলো—

- নবজাতকের সুন্নাহসম্মত যত্ন নেওয়া
- শিশুর কানে আযান ও ইকামতের ব্যবস্থা করা
- সুন্দর ও অর্থবহ ইসলামি নাম রাখা
- হালাল ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া
- সন্তানের পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার যত্ন নেওয়া
- ছোটবেলা থেকেই নামাজ, কুরআন ও ইসলামী আদব শিক্ষা দেওয়া
- সন্তানকে মিথ্যা, অশ্লীলতা ও খারাপ পরিবেশ থেকে রক্ষা করা
- সন্তানের মানসিক ও আবেগীয় চাহিদার প্রতি যত্নশীল হওয়া
- ভালো বন্ধু ও উত্তম পরিবেশ নিশ্চিত করা
- সন্তানের সামনে উত্তম চরিত্রের আদর্শ হওয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো..."

— সূরা আত-তাহরিম, ৬৬:৬

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"কোনো পিতা তার সন্তানকে উত্তম আদবের চেয়ে উত্তম কোনো উপহার দিতে পারে না।"

— জামে তিরমিযি, হাদিস: ১৯৫২

একজন ইসলামিক শিক্ষিত মা জানেন, সন্তানের প্রথম মাদরাসা হলো মায়ের কোলে। তাই তিনি ভালোবাসা, দ্বীন ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে সন্তানকে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু একজন অজ্ঞ মা এই দায়ীত্ব পালনে ব্যর্থ হয়ে যান।

৮) পরিবারে রুকইয়া চিকিৎসা বিষয়ক অজ্ঞতা

একজন ইসলামিক শিক্ষিত নারী পরিবারকে শুধু শারীরিক নয়, আত্মিক নিরাপত্তার দিক থেকেও সচেতন রাখেন । তিনি কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক রুকইয়ার মাধ্যমে পরিবারকে বদনজর, হিংসা, ভয় ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে হেফাজতের দোয়া করেন। বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান না থাকার কারনে একজন নারী বুঝতে পারেন না তা পরিবারের সদস্য বা সন্তানের রুকইয়া সেবা কখন প্রয়োজন। জ্বর, ঠান্ডা হলেই যেমন মোটামুটি সবাই জানে কি মেডিসিন খেতে হয় কিন্তু রুকইয়া বিষয়ে ইলম না থাকার কারনে অজ্ঞ নারীরা অজান্তেই কুফরি ও শিরকী কাজে লিপ্ত হয়। যা তাদের ঈমানের ক্ষতি করে।

পরিবারে রুকইয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় হলো—

- নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের পরিবেশ তৈরি করা
- সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন যিকির ও দোয়া পড়া
- সন্তানদের আয়াতুল কুরসি, তিন কুল ও প্রয়োজনীয় দোয়া শিক্ষা দেওয়া
- অসুস্থতা বা কষ্টের সময় কুরআনের আয়াত পড়ে ঝাড়ফুঁক করা
- ঘরে সূরা আল-বাকারাহ তিলাওয়াত করা
- বদনজর ও হিংসা থেকে বাঁচতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া
- তাবিজ, শিরকি ঝাড়ফুঁক ও কুসংস্কার থেকে পরিবারকে দূরে রাখা
- আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও দ্বীনি আমলের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া

রাসূল ﷺ হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে এ দোয়া পড়ে ঝাড়তেন—

"أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ"

অর্থঃ

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী ও কুদৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় দিচ্ছি।"

— সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৩৭১

রাসূল ﷺ আরও বলেছেন—

"তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত করো না। যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ তিলাওয়াত করা হয়, শয়তান সেই ঘর থেকে পালিয়ে যায়।"

— সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৭৮০

একজন ইসলামিক শিক্ষিত নারী জানেন, প্রকৃত শিফা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। তাই তিনি রুকইয়াকে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করেন এবং শিরক ও বিদআত থেকে পরিবারকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন কিন্তু একজন নারী যিনি ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন তিনি এসকল বিষয় অনুসরন করতে পারে না।

৯) দাওয়াহ ইসলামি শিক্ষা কার্যক্রম উন্নয়নে ব্যর্থতা

ইসলামিক শিক্ষার অভাবে একজন নারী পরিবার ও সমাজে দাওয়াহ ও দ্বীনি শিক্ষা কার্যক্রমকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হতে পারেন। কারণ দ্বীনি জ্ঞান, হিকমত ও সচেতনতা ছাড়া মানুষকে ইসলামের দিকে সুন্দরভাবে আহ্বান করা কঠিন হয়ে পড়ে। পরিবারের মানুষকে কিভাবে ইসলামের পথে দাওয়াত দিতে হয় এ সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

ইসলামের দাওয়াহ এর ব্যপারে কুরআনে ও হাদিসে এসেছে

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে..."

— সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৪

"তুমি তোমার রবের পথে আহ্বান করো হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে..."

— সূরা আন-নাহল, **১৬:১২৫**

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।"

— সহিহ বুখারি, হাদিস: **৩৪৬১**

আরেক হাদিসে এসেছে—

"যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে, সে তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে..."

— সহিহ মুসলিম, হাদিস: **২৬৭৪**

দাওয়াহ সম্পর্কে ইলম না থাকার ফলে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে—

- পরিবারে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে না পারা
- সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা ও আখলাক চর্চায় উৎসাহ দিতে দুর্বল হওয়া
- দাওয়াতি কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি না করা
- সমাজে বিদআত, কুসংস্কার ও ভুল আকিদা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে না পারা

- নারীদের দ্বীনি শিক্ষার আসর, কুরআন শিক্ষা বা তালিমি কার্যক্রমে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হওয়া
- হিকমত, ধৈর্য ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে না পারা
- নিজে ইসলামী জ্ঞান না থাকার কারণে ভুল তথ্য প্রচার করা
- নতুন প্রজন্মকে ইসলামি আদর্শে গড়ে তোলার উদ্যোগ দুর্বল হয়ে পড়া

একজন ইসলামিক শিক্ষিত নারী তার ইলম, আমল ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে দাওয়াহর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারেন। কিন্তু দ্বীনি শিক্ষার অভাবে সেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সমাজে ইসলামী শিক্ষার প্রসার বাধাগ্রস্ত হয়।

১০) ফরজ বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতাঃ

একজন নারীকে মুসলিম হিসেবে অবশ্যই জানা জরুরি ফরজ বিধান কি, ফরজ বিধান সম্পর্কে পালনীয় বিষয় কি কি। ফরজ বিধান সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা না থাকলে নিজের জীবনেও আবশ্যকীয় এই বিধান পালনে অক্ষম এবং গুনাহের ভাগিদার হয় আবার নিজ সন্তান ও পরিবারকে ফরজ বিধানের সাথে পরিচিত করতে অক্ষম। ফলাফল সন্তানও অজ্ঞতার সাথেই সবাই জীবনযাপন করে।

ইসলামে ফরজ বিধান বলতে এমন আদেশ বা কাজকে বোঝায়, যা আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর অবশ্যই পালনীয় করেছেন।

এগুলো পালন করা বাধ্যতামূলক। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ ত্যাগ করলে গুনাহগার হয়, আর অস্বীকার করলে ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার কোন অনর্থক সৃষ্টি করেননি তিনি বলেন

"আমি আকাশ, পৃথিবী ও এর দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।" সুরা জারিয়াত– ৫৬

"আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।" সুরা ক্বিয়ামাহ– ৩৬

মানুষ কিভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পাললন করবে তার আগে জানা জরুরী মানুষ কিভাবে জানবে যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কি কি আদেশ-নিষেধ দান করেছেন।

ইলম ২ প্রকার:

ফরজে আইন, ফরজে কিফায়া

ফরজে আইন: যে পরিমান ইলম শেখার পর একজন মুসলিম সত্যিকারের মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে সে পরিমান ইলমকে ফরজে আইন ইলম বলে।

ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ এর সুন্দর একটি সংঙ্গা দিয়েছেন। তিনি বলেন, শরিয়তের ফরজে আইন ইলম হলো, যে ইলম অর্জন ব্যতীত মুকাল্লাফ ব্যক্তি তার ওপর শরীয়তের পক্ষ থেকে আরোপিত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে পারে না। — আল মাজমু বিল নববি, ১/২৪ পৃষ্ঠা

১০.১) আকীদা ও ঈমান সম্পর্কিত ফরজ

আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল, আখিরাত ও তাকদিরের উপর ঈমান আনা একজন মুসলিমের উপর ফরজ এবং এ সকল বিষয়ের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান রাখা।

ইমান ও আকীদা সম্পর্কিত অবক্ষয়:

ইসলামের শাব্দিক অর্থ হলো আত্মসমর্পণ। তাওহিদের স্বীকৃতি প্রদান, শরিয়াহর বিধান পালন এবং শিরক ও কুফর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করাকে ইমান বলে। যে ব্যক্তি তাওহিদের স্বীকৃতি প্রদান করে আল্লাহর যাবতীয় বিধানের সামনে নি:শর্ত আত্মসমর্পণ করে,তাকে মুসলিম বলে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ইসলাম পাচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র সাক্ষ্য প্রদান করা, স্বলাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, হজ আদায় করা ও রমজানের রোজা পালন করা।

ইসলামের যে পাচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে সর্বপ্রথম ভিত্তিই হলৈমান। ইসলামের বাকি যাবতীয় বিষয় ঈমানের উপর নির্ভরশীল। ঈমান ছাড়া ইসলামের অন্যান্য ভিত্তির কোন মূল্য নেই।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَمَنۡ اَرَادَ الۡاٰخِرَۃَ وَسَعٰی لَہَا سَعۡیَہَا وَہُوَ مُؤۡمِنٌ فَاُولٰٓئِکَ کَانَ سَعۡیُہُمۡ مَّشۡکُوۡرًا

আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। —বনী-ইসরাঈল - **১৯**

وَمَنۡ یَّعۡمَلۡ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنۡ ذَکَرٍ اَوۡ اُنۡثٰی وَہُوَ مُؤۡمِنٌ فَاُولٰٓئِکَ یَدۡخُلُوۡنَ الۡجَنَّۃَ وَلَا یُظۡلَمُوۡنَ نَقِیۡرًا

যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণ ও নষ্ট হবে না।

—আন নিসা - **১২৪**

যেকোন আমলের পূর্বশর্ত হলো ঈমান। ঈমান ছাড়া আমলের কোন দাম আল্লাহর কাছে নেই।

ঈমানের পরিচয় হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দীনকে সামগ্রিকভাবে অন্তরব বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার দেওয়া এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা। আর এর বিপরিত যত ধর্ম,মতবাদ ও আদর্শ আছে সেগুলোকে বর্জন করা।

বিশুদ্ধ ঈমানের সাথে শিরক ও কুফর থেকে বেঁচে থাকা একজন মুসলিমের জন্য ফরজ। অতিতে অজ্ঞতা যেনো ছাড়তেই চায় না অনেক মুরুব্বিগন। যেমন একটি উদাহরন দেওয়া যাক মাজারের। এখনো অনেক নারীরা আছে যারা মাজারে মান্নত করে, তারা মাজারে গিয়ে তাদের চাহিদার কথা বলে, অনেকে ভন্ড পীর আউলিইয়ার পাল্লায় পরে অনেক রকমের শিরকি কাজে লিপ্ত হয়ে যায় । এসব একজন মুসলিমের ঈমানকে ধংস করে দেয়। তাই ঈমান বিধ্বংসী শিরক ও কুফর সম্পর্কে জানাও ফরজ। আর একজন নারী এসব সম্পর্কে সচেতন না থাকলে সে তার সন্তানকে শিরক ও কুফরের পাপ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

বান্দাকে সতর্ক করে আল্লাহ তাআলা বলেন—“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর...”
— ৬৬:৬

১০.২) ফরজ ইবাদত সম্পর্কিত অজ্ঞতা

- **পবিত্রতা অর্জন করা**

তাহারাত শাব্দিক অর্থ হল পবিত্রতা বা পরিচ্ছন্নতা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের পবিত্রতা এর অন্তর্ভুক্ত।

নামাজ সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত হলো তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন করা। নামাজের চাবি হলো পবিত্রতা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘পবিত্রতা ছাড়া নামাজ কবুল হয় না। '
সহীহ মুসলিম– ২২৪

মহান আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের প্রশংসা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।

—আল বাকারা - ২২২

পবিত্রতা অর্জন করার ক্ষেত্রে অবহেলা করলে যেমন নামাজ কবুল হয় না। তেমনি আজাবেরও কারণ হয়। নারী পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই পবিত্রতার বিষয় স্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে পবিত্রতা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারনে নিজে পবিত্র

থাকে না এবং তার সন্তানদের পবিত্রতা সম্পর্কে কোন ধারনা বা শিক্ষা দিতে পারে না। আর এই সিলসিলা চলতে থাকে একের পর এক প্রজন্মের সাথে যতদিন না কেউ নিজ থেকে সঠিক জ্ঞান হাসিল করতে পারে।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার দুটি কবরের পাশ দয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি বললেন, এ দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে এদের বড় কোন গুনাহের কারনে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না; বরং এদের একজন পেশাবের নাপাকি থেকে বেচে থাকতো না।
(আবু দাঊদ, হাদিস নং ২০)

- **পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা**

নামাজ ইসলামের একটি খুঁটি নামাজ আসমানের সাথে জমিনের যোগসূত্র। নামাজের মর্মার্থ হল বান্দা প্রতিদিন কয়েকবার বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে আল্লাহর ক্ষমতা ও রাজত্বের সামনে মাথা নত করবে প্রতি রাকাত নামাজে সে আল্লাহর সাথে কথা বলবে। হাদিসের ভাষ্যমতে সূরা ফাতিহা হচ্ছে বান্দা ও আল্লাহর মাঝে কথোপকথনের মাধ্যম।

নামাজ ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলোর একটি। একজন মুসলিমের ঈমান, চরিত্র ও আখিরাতের সফলতার সাথে নামাজ গভীরভাবে সম্পর্কিত। নামাজ সম্পর্কে অবহেলা করা বা নামাজের সঠিক জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ—সব ক্ষেত্রেই ভয়াবহ প্রভাব ফেলে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তাদের পরে এলো অপদার্থ উত্তরসূরি, তারা নামাজ নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। অতএব তারা অচিরেই গোমরাহির শাস্তির সম্মুখীন হবে।"
— **১৯:৫৯**

এই আয়াতে নামাজ ছেড়ে দেওয়া বা অবহেলার ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। নামাজ মানুষের হৃদয়কে আল্লাহর সাথে যুক্ত রাখে। যখন কেউ নামাজে অবহেলা করে, তখন ধীরে ধীরে তার ঈমান দুর্বল হয়ে যায়, গুনাহের প্রতি ঝোঁক বাড়ে এবং আল্লাহভীতি কমে যায়।

আল্লাহ বলেন—

"নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"
— **২৯:৪৫**

অর্থাৎ নামাজ ঠিকভাবে আদায় না করলে মানুষ সহজে গুনাহ, অন্যায় ও খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব নেওয়া হবে তা হলো নামাজ।"

নামাজ ঠিক থাকলে অন্য আমলও সহজ হবে, আর নামাজ নষ্ট হলে অন্য আমলও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন নামাজ হলো এশা ও ফজরের নামাজ।" —

নামাজে অলসতা ও অবহেলা মুনাফিকির লক্ষণ হতে পারে।

কোন বান্দা যদি সঠিক ও সুন্দরভাবে দৈনিক ফরজ নামাজ সমূহ আদায় করে তাহলে তার সগিরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّیۡلِ ؕ اِنَّ الۡحَسَنٰتِ یُذۡهِبۡنَ السَّیِّاٰتِ ؕ ذٰلِکَ ذِکۡرٰی لِلذّٰکِرِیۡنَ

আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।

—হুদ - ১১৪

নামাজ ছেড়ে দেওয়া, অবহেলা করা বা ধ্বংস করার ব্যাপারে কুরআনে কঠিন সতর্কবাণী এসেছে। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আয়াত দেওয়া হলো—

"অতঃপর তাদের পরে এলো এমন অপদার্থ উত্তরসূরি, যারা নামাজ নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই গোমরাহির শাস্তির সম্মুখীন হবে।" — ১৯:৫৯

এখানে "গাইয়্য" শব্দটি জাহান্নামের কঠিন শাস্তি বা ভয়াবহ পরিণামের অর্থে এসেছে।

"তোমাদেরকে কিসে সাকার (জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে?" তারা বলবে, "আমরা নামাজ আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।" — ৭৪:৪২–৪৩

এ আয়াতে নামাজ ত্যাগকে জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ বলা হয়েছে।

"অতএব দুর্ভোগ সেই সব নামাজিদের জন্য, যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে গাফিল।"
— ১০৭:৪–৫

অর্থাৎ যারা নামাজে অবহেলা করে, সময়মতো পড়ে না বা গুরুত্ব দেয় না—তাদের জন্য সতর্কবার্তা।

"আর তোমরা সালাত কায়েম করো... এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"
— ৩০:৩১

নামাজ ইসলামের অন্যতম বড় নিদর্শন; তা ছেড়ে দেওয়া ঈমানের জন্য ভয়াবহ বিপদ।

"তুমি তোমার পরিবারকে নামাজের আদেশ দাও এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকো।"

— ২০:১৩২

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, নিজের সাথে পরিবারকেও নামাজে অভ্যস্ত করা দায়িত্বের অংশ।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"বান্দার মাঝে এবং শিরক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হলো নামাজ ত্যাগ করা।"

আরও বলেছেন—

"আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে চুক্তি হলো নামাজ। যে তা ত্যাগ করল, সে কুফরি করল।"

নামাজের জ্ঞান না থাকার পরিণাম

ক. ভুলভাবে ইবাদত আদায় হওয়া

নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাহ, তিলাওয়াত, রুকু-সিজদা ইত্যাদির সঠিক জ্ঞান না থাকলে নামাজ সহিহ নাও হতে পারে।

খ. গুনাহে পতিত হওয়া

অনেক মানুষ অজ্ঞতার কারণে নামাজ নষ্টকারী কাজ করে ফেলে—যেমন:

- সময়মতো নামাজ না পড়া
- পর্দা ও পবিত্রতার নিয়ম না মানা
- ভুল আকিদা বা বিদআতে জড়িয়ে পড়া

গ. সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দিতে না পারা

যে বাবা-মা নিজেরাই নামাজ সম্পর্কে জানেন না, তারা সন্তানদের মধ্যেও নামাজের গুরুত্ব গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন। ফলে পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ দুর্বল হয়ে যায়।

ঘ. আখিরাতের ক্ষতি

নামাজ জানার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দ্বীনের জ্ঞান অর্জনে অবহেলা করলে মানুষ আখিরাতে জবাবদিহির সম্মুখীন হবে।

- **রমজানের রোজা রাখা**

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে রোজা ৩য় স্তম্ভ। রমজান মাস শুধু না খেয়ে থাকার নাম নয়; এটি তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য ও আল্লাহভীতির প্রশিক্ষণ। একজন নারী যদি রোজার মাসআলা, আদব, ফরজ-ওয়াজিব ও আত্মিক গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না রাখেন, তাহলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে নানা ধরনের অবক্ষয় সৃষ্টি হতে পারে।

রমজান মাস ও রোজা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার ফলাফল

ক. রোজার ফরজ বিধান অবহেলা করা

অনেক নারী হায়েজ, নিফাস, কাযা রোজা, সেহরি ও ইফতারের নিয়ম সম্পর্কে না জানার কারণে রোজা নষ্ট করেন বা অযথা রোজা ছেড়ে দেন। আল্লাহর ফরজ বিধান অবহেলিত হয়।

আল্লাহ বলেনঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। — সূরা আল-বাকারা ২:১৮৩

রোজার মাসে যদি কারো ইফতারের কিছু সময় পূর্ব মুহুর্তে **হায়েজ** শুরু হয় তাহলে তার ওই দিনের রোজা কাযা করা ওয়াজিব অর্থাৎ এই রোজা তার নষ্ট হয়ে গেছে।কিন্তু অতীতে অনেক অজ্ঞ নারীদের মুখের কথা ইফতারের কিছু সময় আগে হায়েজ হলে সে রোজা কবুল হয়ে যায় (আস্তাগফিরুল্লাহ)। এমন কথার উপর ভিত্তি করে জ্ঞান না থাকায় একজন যেমন অন্যজনকে মাসআলা বলে দিলেন তিনি আবার অন্যকে

জানালেন। এভাবে কত নারী এই ভুল মাসআলা দিলেন। এই ভুল মাসআলা নিয়েই বছরের পর বছর রোজা পালন করে যাচ্ছে হয়তো তারা তাদের কন্যা সন্তানদেরকেও তাই শিক্ষা দিচ্ছে। এতে করে রোজার মত একটি ফরজ ইবাদতে কি পরিমান ক্ষতি হচ্ছে তা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং ইবাদত কবুল হচ্ছে না গুনাহের ভাগিদার হচ্ছে। কারন সেই রোজা আর সে কাযা আদায় করছে না তার কাযা রয়ে যাবে যতদিন না সে উক্ত রোজা কাযা করে ফেলে।

নিফাস হচ্ছে সন্তান জন্মদানের পরে নারীর যেই রক্তস্রাব হয়। নেফাসের সময়সীমা সর্বোচ্চ ৪০ দিন। ৪০ দিনের কম সময়ে বন্ধ হয়ে গেলে ফরজ গোসল করে নিতে হবে এবং নামাজ ও অন্যান্য ফরজ ইবাদত তার উপর পালনীয় বাধ্যতামূলক হয়। কিন্তু অনেকেই ৪০ দিনকে নেফাসের দিন ধরে রেখে অতিবাহিত করে দেয় যদিও তার কিছুদিনে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়ও। সে তার ইসলামী শিক্ষার অজ্ঞতার কারনে নেফাসের সময় শেষ হবার পরেও পবিত্রতা অর্জন করে না। এবং ফরজ বিধানও তরক করে। তার উপর রোজা পালন ওয়াজিব হয়ে গেলে সে তা পালন এবং নামাজ আদায় থেকেও বিরত থাকে।

খ. ইবাদতের প্রতি উদাসীনতা সৃষ্টি

রোজার উদ্দেশ্য আত্মসংযম ও ইবাদতে মনোযোগ বৃদ্ধি করা। কিন্তু জ্ঞান না থাকলে রমজান কেবল খাবার রান্না ও দুনিয়াবি ব্যস্ততায় সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। রমজান মাস সংযমের মাস এ মাসে সংযম না করে বরং রান্না আর খাবারের পসরা সাজানোর যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। রোজা রেখে কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, শেষ রাতে তাহাজ্জুদ ও যিকির থেকে দূরত্ব তৈরি হয়।

রমজান মাস কুরআন নাজিলের মাস। এ মাসে সাহাবিরা প্রচুর পরিমানে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। নবিজী অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজান মাসে সবচেয়ে বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

“রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দানশীল। আর রমজানে যখন জিবরীল (আ.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি আরও বেশি দানশীল হয়ে যেতেন। জিবরীল (আ.) রমজানের প্রতি রাতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা একসাথে কুরআন অধ্যয়ন/পুনরাবৃত্তি করতেন...” — সহীহ বুখারী

গ. গীবত, ঝগড়া ও গুনাহ থেকে বিরত না থাকা

অনেকেই মনে করেন শুধু না খেলে রোজা হয়ে যায়। অথচ গীবত, মিথ্যা, অশ্লীল কথা, ঝগড়া ইত্যাদি রোজার সওয়াব নষ্ট করে দেয়।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মন্দ কাজ ত্যাগ করল না, তার পানাহার ত্যাগ করার আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।"

— সহিহ বুখারি

আবু হুরাইরা রা: হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,অনেক রোজাদার এমন আছে যার রোজার বিনিময়ে অনাহারে থাকা বুতীত আর কিছুই লাভ হয় না। আবার অনেক রাত্রি জাগরণকারী এমন আছে যার রাত্রী জাগরন কষ্ট ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

ঘ. সন্তানদের রমজানের শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়া

একজন মা পরিবারের প্রথম মাদরাসা। তিনি যদি রোজার গুরুত্ব, সেহরি, দোয়া, কুরআন শিক্ষা ও রমজানের আমল সম্পর্কে না জানেন, তাহলে সন্তানরাও রমজানের সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। সন্তান বাবা মায়ের জন্য দুনিয়াতে সাদকায়ে জারিয়া। সন্তানকে সঠিক তরবিয়াত না দেওয়া ফলে মৃত্যুর পরে তার সন্তানদের দ্বারা নেকি হাসিল থেকেও বঞ্চিত থাকে।

ঙ. পর্দা ও শালীনতায় অবহেলা

রমজানে অনেক সময় নারী সাজসজ্জা, অপ্রয়োজনীয় বাইরে ঘোরাঘুরি বা সামাজিক প্রদর্শনীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অথচ রমজান আত্মশুদ্ধির মাস। ইসলামী জ্ঞানের অভাবে রমজানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

চ. অপচয় ও বিলাসিতায় জড়িয়ে পড়া

ইফতার ও সাহরিতে অতিরিক্ত খরচ, অপচয় ও প্রতিযোগিতা রমজানের সংযমের শিক্ষাকে নষ্ট করে দেয়। ইসলামী জ্ঞানের অভাবে অনেকে রমজানকে ভোগের মাসে পরিণত করেন।

আল্লাহ বলেনঃ

"নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।"

— সূরা আল-ইসরা ১৭:২৭

ছ. পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ দুর্বল হয়ে যাওয়া

নারী যদি রমজানের ফজিলত ও আমল সম্পর্কে সচেতন না হন, তাহলে ঘরে ইবাদতের পরিবেশ গড়ে ওঠে না। ফলে পরিবারের সদস্যরা টিভি, মোবাইল ও বিনোদনে বেশি সময় কাটায়। রমজান মাসের বরকত তারা হাসিল করতে ব্যর্থ হয়।

জ. কাযা ও ফিদইয়ার মাসআলা না জানা

অনেক নারী গর্ভাবস্থা, অসুস্থতা বা মাসিকজনিত কারণে রোজা না রাখার বিধান ও পরে কাযা আদায়ের নিয়ম জানেন না। এতে ফরজ ইবাদত বাকি থেকে যেতে পারে। একজন ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন নারী শুধু নিজেকে নয়, পুরো পরিবারকে রমজানের বরকতপূর্ণ পরিবেশে পরিচালিত করতে পারেন। তাই রোজার মাসআলা, কুরআন-হাদিসের শিক্ষা ও রমজানের উদ্দেশ্য জানা প্রতিটি মুসলিম নারীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **সামর্থ্য থাকলে যাকাত দেওয়া**

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّکٰوةَ وَارۡکَعُوۡا مَعَ الرّٰکِعِيۡنَ

আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়।

—আল বাকারা - ৪৩

ইসলামে যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত। একজন মুসলিম নারীর জন্যও যাকাতের বিধান জানা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু ইসলামি জ্ঞানের অভাবে অনেক নারী যাকাতের মাসআলা জানেন না বা গুরুত্ব দেন না। এর ফলে ব্যক্তি একটি ওয়াজিব ইবাদত থেকে গাফেলতির কারনে বিরত থাকে।

অনেক নারী স্বর্ণ, রূপা, টাকা বা ব্যবসায়িক সম্পদের যাকাত ফরজ হওয়া সত্ত্বেও তা আদায় করেন না। ইসলামী শিক্ষা না থাকার কারণে তারা মনে করেন শুধুমাত্র পুরুষদের উপর যাকাত ফরজ। অথচ নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে নারীর উপরও যাকাত ফরজ হয়।

অনেক নারী ব্যবহার্য স্বর্ণের যাকাতের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। অথচ অধিকাংশ আলেমের মতে নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ থাকলে যাকাত দিতে হবে।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

“যে ব্যক্তি স্বর্ণ-রূপার মালিক হয় অথচ তার হক আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তা আগুনে উত্তপ্ত করে তার শরীরে দাগ দেওয়া হবে...” — সহীহ মুসলিম

যাকাত গরিব-মিসকিনের অধিকার। যাকাত না দিলে তাদের হক নষ্ট হয় এবং সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَفِیۡۤ اَمۡوَالِہِمۡ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالۡمَحۡرُوۡمِ

এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল।

—আয-যারিয়াত - **১৯**

যাকাত সম্পদকে পবিত্র ও বরকতময় করে। যাকাত আদায় না করলে সম্পদে অশান্তি ও অকল্যাণ দেখা দিতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِہِمۡ صَدَقَۃً تُطَہِّرُہُمۡ وَتُزَکِّیۡہِمۡ بِہَا وَصَلِّ عَلَیۡہِمۡ ؕ اِنَّ صَلٰوتَکَ سَکَنٌ لَّہُمۡ ؕ وَاللّٰہُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ

তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন।

—আত তাওবাহ্ - **১০৩**

যদি যাকাতের বিধান না জানেন, তাহলে সন্তানরাও ছোটবেলা থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের শিক্ষা পায় না। ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝেও দ্বীনি অজ্ঞতা থেকে যায়।

যাকাত আদায় না করা বড় গুনাহ। কুরআনে যাকাত জমা রেখে না দেওয়ার ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী এসেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

ۙوَالَّذِیۡنَ یَکۡنِزُوۡنَ الذَّہَبَ وَالۡفِضَّۃَ وَلَا یُنۡفِقُوۡنَہَا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ ۙ فَبَشِّرۡہُمۡ بِعَذَابٍ اَلِیۡمٍ

আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

—আত তাওবাহ্ - ৩৪

যদি কারও নিকট শুধু স্বর্ণ থাকে, রৌপ্য, টাকা পয়সা ও ব্যবসায়িক পন্য কিছুই না থাকে, তাহলে সাড়ে সাত তোলা(ভরি) বা তার বেশি স্বর্ণ থাকলে এক বছর অতিক্রম হওয়ার পর তার ওপর যাকাত ফরজ হয়।

যদি কারো নিকট শুধু রৌপ্য থাকে, স্বর্ণ, টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়িক পণ্য কিছুই না থাকে, তাহলে সাড়ে ৫২ তোলা(ভরি) রৌপ্য থাকলে এক বছর অতিক্রম হওয়ার পর তার ওপর যাকাত ফরজ হয়।

যদি কারো নিকট কিছু স্বর্ণ থাকে এবং তার সাথে কিছু রৌপ্য বা কিছু টাকা পয়সা বা কিছু ব্যবসায়িক পণ্য থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে স্বর্ণের সাড়ে সাত তোলা বা রৌপ্যের সাড়ে ৫২ তলা পরিমাণ দেখা হবে না ;বরং স্বর্ণ রৌপ্য এবং টাকা পয়সা ও ব্যবসায়ী পণ্য যা কিছু আছে সবকিছু মিলে যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্যের যেকোনো একটির মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে তার ওপর যাকাত ফরজ হবে।

বর্তমার অধিকাংশ নারীর কাছেই সাড়ে সাত ভরির কম পরিমান স্বর্ণের পাশাপাশি রুপা বা জমানো টাকা থাকে। এমতাবস্থায় অধিকাংশের ক্ষেত্রে সেগুলোর সম্মিলিত মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের সম পরিমান হয়ে যায় এবং তাদের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়। কিনতি দেখা যায় এ ব্যপারে অধিকাংশ নারী কোন ভ্রুক্ষেপ করে না এবং যাকাত আদায় করে না। এতে করে তার পরিবারে অন্যান্যদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের কোন পালন থাকে না। ফলে তার সন্তানদের মধ্যেও এমন গাফেলতি থেকে যায়।

- **সামর্থ্য থাকলে হজ করা:** হজ্ব একটি অবশ্যপালনীয় ইবাদত। হজ্জ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ, যা জীবনে অন্তত একবার হলেও পালন করতে হবে।

তবে হজ্ব এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে: মুসলিম হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া,স্বাধীন হওয়া,শারীরিকভাবে সুস্থ ও মানসিক ভারসাম্য থাকা, হজে যাওয়া-আসার যাবতীয় খরচ বহনের সামর্থ্য থাকা, হজ পালনের জন্য যাত্রাপথের নিরাপত্তা থাকা, মহিলার সঙ্গে মাহরাম থাকা।

উক্ত সকল শর্ত পূরন হয় তাহলে নারীর জন্য হজ করা ফরজ। কিন্তু অধিকাংশ নারী তার এই ইবাদত থেকেও মাহরুম থাকছে।

১০.৩) পর্দা ও শালীনতা

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। —আল আহ্যাব - ৫৯

পর্দা নারীর জন্য ফরজ বিধান এ বিধানকে অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্পষ্ট ভাবে নারীদেরকে পর্দায় থাকার ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন।

পর্দা পালন করা আল্লাহর হুকুম মান্য করা পর্দার খেলাফ করা মানে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা। পর্দার খেলাফি কখনোই কারো মঙ্গল বয়ে আনে নি, আনবেও না।

পরপুরুষের সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে বিরত থাকা নারীদের জন্য অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। মুখ ও হাত ব্যতিত মাথার চুল থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীর আবৃত করা নারীর জন্য ফরজ এ বিষয়ে সকল ইমাম,আলেম ও মুসলিম উম্মাহ একমত। নারোর সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য পরপুরুষের সামনে প্রকাশ না করাটাও কুরানের সুস্পষ্ট বিধান।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।—সুরা আন নূর - ৩১

১১) প্রয়োজনীয় মাসআলা বিষয়ে অজ্ঞতার কারনে অবক্ষয়ঃ

আমরা মুসলিম আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজ আমাদের দ্বীনকে কেন্দ্র করে। আমাদের ব্যক্তিগত থেকে পারিবারিক জীবনের প্রতিদিনের কাজের সাথে জরিত রয়েছে বিভিন্ন মাসআলা মাসায়িল। যেগুলো না জানার ফলে ব্যক্তি জীবনের ও পারিবারিক জীবনের অকল্পনীয় ক্ষতিসাধন হচ্ছে। যা নারীর দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কে বরবাদ করে দিচ্ছে।

১১.১) নামাজের মাসআলাঃ

কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপের একটি সহজ-সরল পদ্ধতি হল সে বিষয়টির আদেশ করা। নামাযের উপর গুরুত্বারোপের জন্য এ পদ্ধতিটি কুরআনে অনেক ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে নামাযের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

এবং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর।-সূরা বাকারা (২) : ৪৩

অন্যত্র বলেছেন-

وَجَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَ مَوْلٰىكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

এবং তোমরা আল্লাহর পথে সাধনা কর, যেমন সাধনা করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন (-কে আঁকড়ে ধর)। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, পূর্বেও এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা (অন্যান্য) মানুষের জন্য সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।-সূরা হজ্ব (২২) : ৭৮

নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কেয়ামতের দিন বান্দার কাছে সর্বপ্রথম নামাজের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। নামাজের হিসেব নেওয়া হবে। কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে না বান্দা দুনিয়াতে তোমার কয়টা বাড়ি ছিল।কয়টা গাড়ি ছিল? কতখানি জমি ছিল। কোন এলাকার নেতা ছিলা? কোন আসনের এমই ছিলা? এসব বিষয়ে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না।আল্লাহ তায়ালা আপনার আমার কাছে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটা রাখবেন তা হচ্ছে বান্দা নিয়মিত নামাজ পড়েছ কিনা? সঠিকভাবে নামাজ পড়েছ কিনা? হিসেব দাও। যদি সঠিকভাবে নামাজের হিসাব দিতে পারে তাহলে সে সফলকাম হয়ে যাবে। আর যদি হিসেবে গরমিল হয় তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে। সে ব্যর্থ হয়ে যাবে। (তিরমিজি, সহীহ হাদিস)

নামাজ ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলোর একটি। তাই নামাজ শুধু আদায় করলেই যথেষ্ট নয়, বরং সঠিকভাবে আদায় করার জন্য এর মাসআলা-মাসায়েল জানা অত্যন্ত জরুরি। নামাজের মাসআলা না জানলে অনেক সময় ফরজ, ওয়াজিব বা সুন্নাহ ভুল হয়ে যায়, ফলে নামাজ নষ্ট বা অপূর্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

নামাজের মাসআলা জানার গুরুত্ব

- ওযু, গোসল ও পবিত্রতার বিধান জানা
- নামাজের ভেতরে ও বাইরে ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাহ সম্পর্কে জানা
- কোন কাজ করলে নামাজ ভেঙে যায় তা জানা
- ভুল হলে সাহু সিজদা কিভাবে দিতে হয় তা জানা
- নারীদের বিশেষ মাসআলা (হায়েজ-নেফাস ইত্যাদি) জানা
- জামাতে নামাজ, মুসাফির নামাজ, অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ ইত্যাদি বিধান জানা

এসব না জানলে মানুষ অজান্তেই ভুল করতে পারে এবং দীর্ঘদিন ইবাদতে ত্রুটি থেকে যেতে পারে।

কুরআনের নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জানো।”

— ১৬:৪৩

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, দ্বীনের বিধান না জানলে তা শিখে নেওয়া ফরজ।

আরও বলেনঃ

“মুমিনদের জন্য নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা ফরজ করা হয়েছে।”
— ৪:১০৩
যেহেতু নামাজ ফরজ, তাই তা সহীহভাবে আদায় করার জ্ঞান অর্জন করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাদিসের আলোকে

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ
“তোমরা এমনভাবে নামাজ আদায় কর, যেভাবে আমাকে নামাজ আদায় করতে দেখ।”
এই হাদিস প্রমাণ করে যে, নামাজ সঠিকভাবে শিখে আদায় করতে হবে।
আরেক হাদিসে এসেছে—
“ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।”
নামাজের প্রয়োজনীয় মাসআলা সেই ফরজ ইলমের অন্তর্ভুক্ত।
নামাজের নিষিদ্ধ ও মাকরুহ সময়

তিন সময় সব ধরনের নামাজ পড়া নিষিদ্ধ।

১. সূর্যোদয়ের সময়।
২. দ্বিপ্রহরে, যখন সূর্য ঠিক মাথার ওপরে থাকে।
৩. সূর্যাস্তের সময় (তবে সেদিনের আসর নামাজ না পড়া হলে সূর্যাস্তের সময় পড়লেও আদায় হয়ে যাবে)। সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৮২৮

দুটি সময় কোনো নফল ও সুন্নাত নামাজ পড়া যায় না।

১. ফজরের নামাজের পর সূর্য উদয় হয়ে ইশরাক পর্যন্ত।
২. আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
তবে এই দুই সময়ে জানাজার নামাজ পড়া যায়।

নামাজের মাসআলা না জানার কিছু ক্ষতি

- নামাজ সহীহ না হওয়া
- দীর্ঘদিন ভুল ইবাদত করা
- গুনাহে জড়িয়ে পড়া
- আল্লাহর নিকট ইবাদত কবুল না হওয়ার আশঙ্কা
- পরিবার ও সন্তানদের ভুল শিক্ষা দেওয়া

১১.২) পবিত্রতার মাসআলা

পবিত্রতা তথা তাহারাত একজন মুসলিমের জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। কারণ, ইসলামে ইবাদত হিসেবে পরিগণিত বেশিরভাগ কাজের ক্ষেত্রেই এই তাহারাত জরুরি একটি শর্ত। এতোদূর না গিয়েও শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ সালাতেরই পূর্বশর্ত হলো তাহারাত। তাহারাত অর্জন ছাড়া আপনি সালাত আদায় করতে পারবেন না।

তাই পবিত্রতা বা তাহারাতের বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই ফরযে আইন।

পবিত্রতার মাসআলা জানার গুরুত্ব

ইসলামে পবিত্রতা (তাহারাত) ইবাদতের মূল ভিত্তি। বিশেষ করে নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, তাওয়াফ ইত্যাদি অনেক ইবাদত পবিত্রতা ছাড়া সহীহ হয় না। তাই ওযু, গোসল, নাপাকি ও পবিত্রতার মাসআলা জানা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

পবিত্রতা কেন গুরুত্বপূর্ণ

- পবিত্রতা ছাড়া নামাজ কবুল হয় না
- শরীর, কাপড় ও নামাজের স্থান পাক হওয়া জরুরি
- ফরজ গোসলের মাসআলা না জানলে দীর্ঘদিন অপবিত্র অবস্থায় থাকা হতে পারে
- নারীদের হায়েজ-নেফাস সংক্রান্ত মাসআলা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন
- অজ্ঞতার কারণে ইবাদত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে

কুরআনের আলোকে

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্রতা অর্জন করে তাদেরও ভালোবাসেন।”— ২:২২২

আরও বলেনঃ

“আর তোমার পোশাক পবিত্র রাখ।”— ৭৪:৪

হাদিসের আলোকে

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

“পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক।”

আরেক হাদিসে এসেছে—
"আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকেই পছন্দ করেন।"

গুরুত্বপূর্ণ পবিত্রতার মাসআলা

- ওযুর ফরজ, সুন্নাহ ও ভঙ্গের কারণ
- ফরজ গোসলের কারণ ও সঠিক পদ্ধতি
- কাপড় ও শরীর থেকে নাপাকি দূর করার নিয়ম
- হায়েজ ও নেফাসের বিধান
- পেশাব-পায়খানার আদব
- পানি না থাকলে বা ব্যবহার ক্ষতিকর হলে তায়াম্মুমের বিধান

পবিত্রতার মাসআলা না জানার ক্ষতি

- নামাজ ও ইবাদত সহীহ না হওয়া
- অপবিত্র অবস্থায় ইবাদত করা
- ফরজ গোসল ছেড়ে দেওয়ার গুনাহ
- পরিবারে ভুল মাসআলা প্রচলিত হওয়া
- দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা তৈরি হওয়া

পবিত্রতা ইসলামের সৌন্দর্য ও ইবাদতের চাবিকাঠি। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী পবিত্রতার মাসআলা শেখা, বিশেষ করে নারীদের জন্য হায়েজ-নেফাস ও গোসলের বিধান ভালোভাবে জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ নারী পবিত্রতার বিধান সম্পর্কে অবগত না থাকার কারনে জীবনের পুরোটা অথবা অনেকাংশ পবিত্রতা ছাড়াই অতিবাহিত করে ফেলে।

নারী নিজে পবিত্রতার বিধান না জানার ফলে সে তার সন্তানকে পবিত্রতার সঠিক তরবিয়াত দিতে পারে না, সন্তানও বালেগ হলে তাদের পবিত্রতার বিষয়ে সতর্ক করতে ব্যর্থ হয়। এভাবেই পারিবারিকভাবে অবক্ষয় সিলসিলা চলতে থাকে।

১১.৩) সফর সম্পর্কে মাসআলা

ইসলাম নারীকে মাহরাম ছাড়া দূরের কোনো সফরে বা ভ্রমণে যাওয়ার অনুমতি দেয় না। তা হোক দেশে কিংবা দেশের বাইরে। বরং নারীদের জন্য একাকী দূরের সফর

বা ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। এ জন্যই নারীদের ফরজ হজ আদায়ের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় একটি শর্ত বেশি দেওয়া হয়েছে।

যদি ৪৮ মাইল (৭৭ কিলোমিটার) বা তার বেশি দূরত্বে সফর হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষদের থেকে নিজের কোনো মাহরাম আত্মীয় ভাই, বাবা বা স্বামী সঙ্গে না থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো নারীর জন্য সফর করা জায়েজ নেই। তা হজের সফর হোক বা উচ্চশিক্ষার জন্য সফর হোক কিংবা দেশ ভ্রমণ হোক।

নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, 'যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান এনেছে তার জন্য সঙ্গে কোনো মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া তিন দিনের দূরত্বে পথের সফর করা বৈধ নয়।' (মুসলিম)

মাহরাম না থাকার কারণে সম্পদশালী নারীর জন্য নিজে গিয়ে হজের ফরজিয়ত বা আবশ্যকতা থাকে না। এ প্রসঙ্গে দুই প্রসিদ্ধ ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-

'নারীর হজ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো 'মাহরাম'। মাহরাম না থাকলে সম্পদ যতই থাকুক না কেন, নারীর ওপর হজ ফরজ হবে না।' (বাদায়িউস সানা)

ইসলামে সফরের সময় নামাজ সংক্ষিপ্ত করে পড়াকে "কসর" বলা হয়। এই বিধান নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। তবে নারীদের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় জানা জরুরি।

কসর নামাজ কী?

চার রাকাআত ফরজ নামাজকে দুই রাকাআত করে পড়াকে কসর বলে।

যেমনঃ

যোহর ৪ → ২ রাকাআত

আসর ৪ → ২ রাকাআত

এশা ৪ → ২ রাকাআত

আর—

ফজর ২ রাকাআতই থাকবে

মাগরিব ৩ রাকাআতই থাকবে

কখন নারী কসর করবে?

যদি কোনো নারী শরীয়তসম্মত সফরে বের হন এবং সফরের দূরত্ব প্রায় ৪৮ মাইল / ৭৮-৮০ কিমি বা তার বেশি হয়, তাহলে তিনি মুসাফির হবেন এবং কসর করবেন।

কতদিন অবস্থান করলে কসর করবে?

যদি কোনো স্থানে ১৫ দিনের কম থাকার নিয়ত থাকে → কসর করবে।

১৫ দিন বা তার বেশি থাকার নিয়ত করলে → পূর্ণ নামাজ পড়বে।

নারীর সফরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

ক. মাহরাম ছাড়া সফর

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

"কোনো নারী যেন মাহরাম ছাড়া সফর না করে।"

তাই নিরাপদ ও শরীয়তসম্মত সফরে মাহরামের বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে।

খ. পর্দা রক্ষা করা

সফরে নারীর জন্য পর্দা, লজ্জাশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ. জামাতে না পেলেও কসর হবে

নারী যদি একা নামাজ পড়েন, তবুও মুসাফির হলে কসর করবেন।

কসর করা কি বাধ্যতামূলক?

অনেক আলেমের মতে মুসাফিরের জন্য কসর করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, আবার হানাফি মাযহাবে এটি ওয়াজিবের কাছাকাছি গুরুত্ব বহন করে। তাই সফরে কসর আদায় করা উচিত।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"তোমরা যখন জমিনে সফর কর, তখন নামাজ সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না..."

কিন্তু অধিকাংশ নারীর ইসলামী শিক্ষা না থাকার দরুন সফরের এ বিধান সম্পর্কে সে অবগত নয়। যার ফলে অবাধে তারা সফর করে বেরায়, নারীর জন্য এ বিধান তাকে সুরক্ষিত রাখার জন্যই। এ বিধান না জেনে পালন না করার কারনে বর্তমানে অনেক রকমে বিপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। কসরের বিধান সম্পর্কে না জানার কারনে কসর পালন করতে পারে না। এবং নারীর থেকেই তার পরিবারের অন্যরাও এ বিষয় থেকে অবগত হয় না।

১২) বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা না থাকার কারনে অবক্ষয়ঃ

পবিত্র কুরআন একটি চিরন্তন, শাশ্বত, মহাগ্রন্থ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। এটি মহাসত্যের সন্ধানদাতা, সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক ইলাহী কিতাব। এটি পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য জ্ঞান ও হেদায়াত লাভের উৎসমূল।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা কুরআনকে আবশ্যক করে নাও। কেননা এটি বিবেকের খোরাক, প্রজ্ঞার আলোকমালা, জ্ঞানের প্রস্রবন, আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাধুনিক।

কুরআন (القرآن) শব্দের অর্থ পঠিত, তেলাওয়াতকৃত। যা সবকিছুকে শামিল করে। আর কুরআনকে ‘কুরআন’ এজন্যই বলা হয় যে, তাতে শুরু-শেষ, আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, হালাল-হারাম, প্রতিশ্রুতি-ধমক, শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, উপদেশ, দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুর ইঙ্গিত রয়েছে।

বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা যরূরী। কুরআন তেলাওয়াতের সময় মাখরাজ সমূহ সঠিকভাবে উচ্চারণ না করলে বা তাজবীদের নিয়ম সমূহ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ না করলে অনেক সময় আয়াতের মর্ম পরিবর্তন হয়ে যায়। যাতে পাপ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব ধীরে-সুস্থে ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা যরূরী।

আল্লাহ বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً- ‘আর কুরআন তেলাওয়াত কর ধীরে ধীরে, সৌন্দর্যমন্ডিত পন্থায়’ *(মুযযাম্মিল ৭৩/৪)*।

তিনি আরও বলেন, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً- ‘আর আমরা তোমার উপর পর্যায়ক্রমে সুন্দরভাবে কুরআন নাযিল করেছি’ *(ফুরক্বান ২৫/৩২)*।

কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম। দ্বীন ও শরীয়তের মূল উৎস। আসমানী শিক্ষা ও হেদায়েতের প্রধান স্তম্ভ। আমাদের সবার কর্তব্য, প্রতিদিন অল্প অল্প করে হলেও কুরআন তিলাওয়াত করা এবং এর শিক্ষা ও হেদায়েত দ্বারা জীবনকে আলোকিত করা।

১২.১) কুরআন যদি বিশুদ্ধ না হয় তাহলে সালাত বিশুদ্ধ হবে না

সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করা ফরজ। সুতরাং কুরআন যদি বিশুদ্ধ না হয় তাহলে সালাত বিশুদ্ধ হবে না।

নামাজ ভঙ্গের কারণ ১৯টি। তন্মধ্যে অন্যতম একটি হলো- নামাজে সূরা-কেরাত অশুদ্ধভাবে পড়া।

এর দ্বারা নামাজ ভেঙে যায়। এ কারণে সূরা ফাতেহা এবং কমপক্ষে ৪টি সূরা অথবা ছোট ছোট **১২**টি আয়াত এবং নামাজ শুরুর তাকবির আল্লাহু আকবার থেকে শুরু করে নামাজ শেষের আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহতুল্লাহ পর্যন্ত এবং সহিহ-শুদ্ধভাবে কোরআনে কারিম শিক্ষা করা প্রত্যেক ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য ফরজ। অনেকে নামাজ যথারীতি আদায় করলেও সূরা-কেরাত সহিহ-শুদ্ধ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন।

যখন একজন নারী ঠিকভাবে কুরআন পড়তে পারেন না, তখন ধীরে ধীরে কুরআনের প্রতি ভয়, সংকোচ বা অনীহা তৈরি হয়। ফলে—

- নিয়মিত তিলাওয়াত বন্ধ হয়ে যায়
- রমজান ছাড়া কুরআন খোলা হয় না
- সন্তানদের সামনেও কুরআনের পরিবেশ তৈরি হয় না
- মোবাইল, নাটক বা দুনিয়াবি ব্যস্ততা কুরআনের স্থান দখল করে নেয়

১২.২)আমল ও ইবাদতে দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়া

কুরআনের সাথে সম্পর্ক দুর্বল হলে ঈমানি শক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ কুরআন মানুষের হৃদয়কে জীবিত রাখে। আল্লাহ বলেন—

“নিশ্চয় এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে যা সবচেয়ে সরল ও সঠিক।” — সূরা আল-ইসরা: ৯

যে নারী কুরআন তিলাওয়াতে গাফেল, তার মাঝে ধীরে ধীরে নামাজে অমনোযোগ, গুনাহের ভয় কমে যাওয়া এবং ইবাদতে অলসতা দেখা দিতে পারে।

১২.৩)সন্তানদের কুরআন শিক্ষায় অবহেলা তৈরি হওয়া

মা হলো সন্তানের প্রথম মাদরাসা। একজন মা যদি শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে না পারেন, তাহলে অনেক সময় সন্তানরাও সহীহ কুরআন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

ফলে সন্তানদের মাঝে দেখা যায়—

- কুরআনের প্রতি অনাগ্রহ
- ভুল তিলাওয়াত
- ইসলামী পরিবেশের অভাব
- মোবাইল ও বিনোদনের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি

১২.৪) ঘরে রহমত ও বরকত কমে যাওয়া

যে ঘরে কুরআনের তিলাওয়াত হয়, সে ঘরে রহমত ও প্রশান্তি নাযিল হয়। আর কুরআন থেকে দূরে থাকা ঘর ধীরে ধীরে অশান্ত হয়ে পড়ে।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না। নিশ্চয় যে ঘরে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয়, শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়।” — সহীহ মুসলিম।

১২.৫) দ্বীনি দাওয়াহ ও সমাজ গঠনে দুর্বলতা

যে নারী নিজেই সহীহভাবে কুরআন পড়তে পারেন না, তিনি অন্যদের শেখাতেও সংকোচ বোধ করেন। ফলে—

- পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ দুর্বল হয়
- সন্তানদের ইসলামিক তরবিয়াত ক্ষতিগ্রস্ত হয়
- সমাজে কুরআন শিক্ষিত নারী কমে যায়

১৩) হালাল-হারাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও তার ভয়াবহ পরিণতি

ইসলামে হালাল ও হারামের জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলিম নারী যদি হালাল-হারাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না রাখেন, তাহলে অজান্তেই অনেক গুনাহ, অন্যায় ও পারিবারিক অবক্ষয়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে পারেন। কারণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—খাদ্য, পোশাক, উপার্জন, সম্পর্ক, কথা-বার্তা, সাজসজ্জা ও লেনদেন—ইসলাম হালাল ও হারামের সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

১৩.১) অজান্তেই গুনাহে জড়িয়ে পড়া

হালাল-হারাম না জানার কারণে অনেক নারী এমন কাজ করেন যা ইসলামে নিষিদ্ধ। যেমন—

- বেপর্দা ও অনৈসলামিক সাজসজ্জা
- গীবত, পরনিন্দা ও মিথ্যা বলা
- সুদভিত্তিক লেনদেনে সহযোগিতা
- হারাম উপার্জনে সন্তুষ্ট থাকা
- গান-বাজনা ও অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়া
- কুসংস্কার ও শিরকী কাজে জড়িয়ে যাওয়া

হালাল হারাম সম্পর্কে শিখা না থাকার ফলে নারী তার স্বামীর আয় সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপ করে না তা হালাল নাকি হারাম।

এগুলো ধীরে ধীরে হৃদয়কে কঠিন করে দেয় এবং গুনাহকে স্বাভাবিক মনে হতে শুরু করে।

১৩.২) ইবাদতের বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়া

হারাম খাদ্য, হারাম উপার্জন বা হারাম কাজে জড়িয়ে থাকলে ইবাদতের প্রভাব কমে যায়। রাসূল ﷺ বলেছেন—

“নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র, তিনি শুধু পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন।” — সহীহ মুসলিম

হারাম উপার্জনে গড়া পরিবারে অনেক সময় দোয়া কবুলে বাধা আসে, ইবাদতে প্রশান্তি থাকে না এবং সংসারে অশান্তি বৃদ্ধি পায়।

১৩.৩) পারিবারিক অশান্তি ও সম্পর্কের অবনতি

হালাল-হারামের জ্ঞান না থাকলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে নানা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন—

- স্বামীর হক আদায়ে অবহেলা
- শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে অসদাচরণ
- অহংকার ও অবাধ্যতা
- সন্তানদের ইসলামিক পরিবেশ না দেওয়া
- অপচয় ও বিলাসিতায় জড়িয়ে পড়া
- ফলে সংসারে শান্তি ও ভালোবাসা কমে যায়।

১৩.৪) সন্তানদের ভুল পথে বেড়ে ওঠা

মা যদি হালাল-হারাম সম্পর্কে সচেতন না হন, তাহলে সন্তানদের মাঝেও দ্বীনি মূল্যবোধ গড়ে ওঠে না। যেমন—

- হালাল-হারামের পার্থক্য না শেখা
- অশ্লীলতা ও হারাম বিনোদনে আসক্ত হওয়া
- নামাজ ও কুরআন থেকে দূরে থাকা
- মিথ্যা ও প্রতারণাকে স্বাভাবিক মনে করা
- একজন মায়ের অজ্ঞতা পুরো প্রজন্মকে প্রভাবিত করতে পারে।

আল্লাহ আআলা বলেন,

“হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র আছে তা থেকে আহার করো...” — সূরা আল-বাকারা: ১৬

হালাল-হারাম সম্পর্কে অজ্ঞতা শুধু ব্যক্তিগত গুনাহের কারণ নয়; এটি পরিবার, সন্তান ও সমাজের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। একজন ইসলামিক জ্ঞানসম্পন্ন নারী নিজের জীবন, পরিবার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। তাই প্রতিটি মুসলিম নারীর উচিত হালাল-হারামের জ্ঞান অর্জন করা এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

১৪) ইসলামিক শিক্ষার অভাবে সোশাল মিডিয়ার যুগে সন্তান পালনের সমস্যা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ

বর্তমান সোশাল মিডিয়ার যুগে সন্তানদের ঈমান, চরিত্র ও মানসিকতা রক্ষা করা অভিভাবকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু ইসলামিক শিক্ষা ও দ্বীনি সচেতনতার অভাবে অনেক মা-বাবা সন্তানদের সঠিকভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হন। ফলে সন্তান ধীরে ধীরে দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়, অশ্লীলতা, গেম, হারাম সম্পর্ক, মিথ্যা, বেপর্দা সংস্কৃতি ও নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।"— ৬৬:৬

অনেক অভিভাবক জানেন না সন্তান কী দেখছে, কার সাথে কথা বলছে, কী শিখছে। ফলে সন্তান সহজেই হারাম ও বিভ্রান্তিকর কনটেন্টে জড়িয়ে পড়ে।

সোশাল মিডিয়ায় বেপর্দা সংস্কৃতি, নাচ-গান, ফিতনা স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ইসলামিক শিক্ষা না থাকলে মা-বাবা সন্তানকে হায়া ও পর্দার গুরুত্ব শেখাতে ব্যর্থ হন।

দ্বীনি জ্ঞান না থাকলে অনেক পরিবারে সন্তানকে ছোট বয়সেই অবাধ মোবাইল দেওয়া হয়, কিন্তু তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। এতে নামাজ, কুরআন শিক্ষা ও পড়াশোনার ক্ষতি হয়।

যখন ঘরে কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, সুন্নাহ ও ইসলামী পরিবেশ থাকে না, তখন সন্তান সোশাল মিডিয়াকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে।

ইসলামিক সচেতনতা না থাকলে মা-বাবা সন্তানের বন্ধু, অনলাইন চ্যাট, সম্পর্ক বা মানসিক পরিবর্তনের দিকে গুরুত্ব দেন না। ফলে সন্তান হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে যেতে পারে।

শুধু দুনিয়াবি শিক্ষা দিয়ে দ্বীন ছাড়া বড় করলে সন্তান ধীরে ধীরে নামাজ, কুরআন ও ইসলামী আদর্শ থেকে দূরে চলে যায়।

১৫) নারীর ইসলামি শিক্ষার অভাবে সময়ের প্রোডাক্টিভিটির অবক্ষয়

ইসলাম মানুষের জীবনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ, দায়িত্বশীল ও সময়-সচেতন হতে শিক্ষা দেয়। একজন নারী যখন ইসলামি শিক্ষা থেকে দূরে থাকে, তখন অনেক সময় তার দৈনন্দিন জীবন উদ্দেশ্যহীনতা, অলসতা, অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট এবং আমল ও দায়িত্বে গাফেলতির দিকে চলে যায়। ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ—সব ক্ষেত্রেই প্রোডাক্টিভিটির অবক্ষয় দেখা দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“সময়ের কসম! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে...”

— ১০৩:১-৩

১৫.১) অপ্রয়োজনীয় সোশাল মিডিয়া ও বিনোদনে অতিরিক্ত সময় ব্যয়

ইসলামি সচেতনতা না থাকলে অনেকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল, ভিডিও, নাটক বা গীবতপূর্ণ কনটেন্টে সময় ব্যয় করেন। ফলে ইবাদত, পরিবার ও আত্মউন্নয়নের সময় নষ্ট হয়।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ “দুইটি নিয়ামত আছে, যাতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত— সুস্থতা ও অবসর সময়।”

১৫.২) ইবাদত ও দ্বীনি জ্ঞান অর্জনে গাফেলতি

যে সময় কুরআন শিক্ষা, দোয়া, যিকির বা সন্তানদের দ্বীনি তরবিয়াতে ব্যয় হওয়ার কথা, তা অনেক সময় দুনিয়াবি ও অনর্থক কাজে নষ্ট হয়ে যায়।

১৫.৩) পরিবার পরিচালনায় অগোছালোতা

ইসলাম সময়ানুবর্তিতা ও দায়িত্বশীলতা শেখায়। দ্বীনি জ্ঞানের অভাবে সংসার, সন্তান, খাবার, শিক্ষা ও পারিবারিক দায়িত্বে অনিয়ম দেখা দেয়।

সময়ের প্রডাক্টিভিটি সম্পর্কে অজ্ঞ নারী সময়ের বরকত হাসিলও করত পারে না। সময় অনুযায়ী পরিবারে সদস্যদের প্রয়োজন পুরোনে ব্যর্থ হয়।

দ্বীনি জ্ঞানের অভাবে সংসারের এমন অনেক বিষয় আছে যা নিয়ে অবহেলা করে দিন পার করে। সময়ের মূল্যায়ন করতে পারলে স্বামী সন্তানের জন্য সময় মত খাবার ব্যবস্থা করতে না পারা, তাদের দৈনিক রুটিনে অনিয়মের কারনে সংসার, স্বামী,সন্তান

সকলের জীবনের মধ্যে নিয়মের কোন শৃঙ্খলা বজায় থাকে না। এতে করে তারাও ভবিষ্যতে সময়কে মুল্যায়ন করতে শেখে না এবং পারে না।।

১৫.৪) অনর্থক বিষয় ও কথায় সময় নষ্ট

অবসর সময়কে ইবাদত বা উপকারী কাজে ব্যবহার না করে অনেক সময় আড্ডা, ঝগড়া, গীবত ও অন্যের সমালোচনায় নষ্ট করা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না।"— ৪৯:১

১৫.৫) সন্তানদের সময় ও তরবিয়তের প্রতি অবহেলা

মায়ের সময় ব্যবস্থাপনা দুর্বল হলে সন্তানদের পড়াশোনা, ইসলামী শিক্ষা, চরিত্র গঠন ও মানসিক বিকাশে এবং সন্তানের ভবিষতের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

১৫.৬) লক্ষ্যহীন ও উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন

ইসলাম মানুষকে প্রতিটি কাজের হিসাবদিহিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু ইসলামি জ্ঞান না থাকলে সময়ের মূল্য উপলব্ধি কমে যায়।

রাসূল ﷺ বলেছন

"কিয়ামতের দিন বান্দার পা নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে তার জীবন কীসে ব্যয় করেছে— সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

নারীর ইসলামি শিক্ষার অভাবের কারন

নারীর ইসলামি শিক্ষার অভাব আজ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে নানামুখী অবক্ষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ একজন নারীই একটি পরিবারের মূল ভিত্তি, সন্তানদের প্রথম শিক্ষিকা এবং দ্বীনি পরিবেশ গঠনের অন্যতম মাধ্যম। যখন একজন নারী কুরআন-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান থেকে দূরে থাকে, তখন তার প্রভাব পরিবার, সন্তান ও সমাজের উপরও পড়ে। তাই এই অবক্ষয়ের পেছনে কী কী কারণ রয়েছে এবং তার প্রতিকার কি যার মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান সম্ভব তা জানা অত্যন্ত জরুরি। সামনে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

১) দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" এ হাদীসে কুরআনের 'ইলম শিক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। আর এ শিক্ষা পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের জন্য সমভাবে প্রয়োজন। প্রখ্যাত জ্ঞানপ্রবর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বেহেশতী জেওর নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ "এলাকার মুসলিম মহিলাদেরকে একত্র করে দীনি শিক্ষা দেয়া একান্ত দরকার।" শুধু নামায রোযার আহকাম, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও সামান্য তাসবীহ-তাহলীল জানলেই ইসলামী জ্ঞানার্জন হলো না, বরং ইসলামী আকাইদ, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের বিধি-বিধানের 'ইলম অর্জন করা এবং অপর মুসলিমকে শরীয়তের অনুসরণে সংশোধন করা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই জরুরী। দীনের শিক্ষা ছাড়া বিধি-বিধানের সংস্কার সম্ভব নয়।

কিন্তু বর্তমানে মানুষ শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা, রমজানের রোজা রাখা, তাসবিহ পাঠ, আমলি সুরা পড়া এগুলোকেই দ্বীনের গন্ডি মনে করে। এর বাইরে দ্বীন শিক্ষার আরও যে সাগর রয়েছে তা সম্পর্কে অবগত নয়। দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার কারনে নিজেরাই নিজেদেরকে দ্বীনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে।

পারিবারিকভাবে এই অজ্ঞতা বেশি লক্ষ করা যায়। পরিবারে বাবা মা যারা অভিভাবক আছেন যারা নিজেরা দ্বীন শিক্ষা অর্জন করে নি। এবং এর ফলে তাদের নিজের সন্তানের দ্বীন শিক্ষা সম্পর্কে কোন বোধ কাজ করে না বা কম। তারা মনে করে নামাজ

পড়া ও কোন রকম কুরআন পড়তে পারাটাই অনেক। এই ধারনার কারনে তারা সন্তানের দ্বীন শিক্ষার প্রতি কোন চিন্তা ভাবনা করে না।

২)ছোটবেলা থেকে কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষা না পাওয়া

শিশুকালকে বলা হয় কাদামটির বয়স। এ বয়সে শিশুকে এভাবে আকৃতি দেওয়া হয় সে তেমনভাবেই গড়ে উঠে। ছোটবেলা থেকেই কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষা না পাওয়ার ফলে একজন নারী দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। নামাজ, রোজা, পর্দা, হালাল-হারাম, আখলাক ও পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত ও গাফেলতি দেখা দেয়। শিশু বয়সে ঈমান, আদব-আখলাক ও ইসলামী মূল্যবোধের শিক্ষা না পেলে পরবর্তীতে দুনিয়াবী পরিবেশ, সোশাল মিডিয়া ও কুসংস্কারের প্রভাব সহজেই তার চরিত্র ও চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। ফলে পরিবার, দাম্পত্য জীবন ও সন্তান প্রতিপালনেও ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ইসলাম ধর্মে কুরআনের তাৎপর্য অপরিসীম। কুরআন আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে নির্দেশিত করে , তাই শিশু বয়স থেকেই কুররআন শেখা অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন শিক্ষার পাশাপশি ছোট থেকেই সুন্নাহ পালনে অভ্যস্ত করতে না পারলে বড় হয়ে তা আর পালন করা হয়ে উঠে না। ছোট বয়সে তাদের অন্তরে যা ঢালা হবে তারা তাই গ্রহন করবে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম পরিবার এ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না এবং তাদের ছোট শিশুকে দুনিয়াবি বিষয় তো শিক্ষা দেয় কিন্তু ইসলামি শিক্ষার কথা ভুলে যায়।

৩) অভিভাবকদের অসেচতনতা ও দুনিয়াবি শিক্ষাকেই একমাত্র সফলতা মনে করা

অভিভাবকদের অসচেতনতার কারনে পরিবার থেকে সমাজ এখন প্রায় সব স্থানেই দ্বীনের শিক্ষার চেয়ে দুনিয়াবি শিক্ষাকে আসল সফলতা মনে করা হয়। কারন দুনিয়াবি শিক্ষা অর্জন করলে বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে ভালো চাকরি ভালো ক্যারিয়ার গড়া সম্ভব। ইসলামিক শিক্ষা মানে শুধু কুরআন পড়তে জানা ও নামাজ পড়া এর মাধ্যমেই অধিকাংশ মানুষ জীবন পার করে দিচ্ছে। মেয়ে পড়াশুনা করলে ভালো চাকরি করবে। পড়াশুনা করে চাকরি না করলে যেনো মাথাই কাশ ভেংগে পড়বে। বিশেষ করে বর্তমান যুগের পিতামাতা তার কন্যা সন্তানের ক্যারিয়ার নিয়ে যতটা চিন্তায় থাকেন

ততটা চিন্তা সন্তানের আখিরাত নিয়ে করে না। দুনিয়াতে আরাম আয়েশ ভোগ বিলাস তাদের জন্য সব।

অধিকাংশ পরিবারে অন্যের ছেলে মেয়ের পড়াশুনা, রেজাল্ট এসবের সাথে যেনো একপ্রকার প্রতিযোগিতা করে। কার মেয়ে কোথায় চাকরি করে, কার মেয়ে কোথায় চান্স পেলো, কার মেয়ে ভালো ক্যারিয়ার করলো এসব নিয়েই যেনো তাদের মাথা ব্যথা। আর এই মাথা ব্যথা চাপায় তার সন্তানের উপর। যার ফলে মেয়েরা নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে দুনিয়ার ক্যারিয়ারকেই বেছে নেয়। দ্বীনি চিন্তা করার তো সুযোগই পায় না দুনিয়াবি সফলতার প্রতিযোগিতায়।

অনেক মেয়ে পড়াশুনা করে চাকরি করতে না চাইলে পরিবারের চাপে, লোকজনের কথার কারনে ক্যারিয়ারের পিছনে এমনভাবে ছুটে যে তাদের বিয়ের বয়সটাও পার হয়ে যায়। পরবর্তীতে তাদের বিয়ে সহজ হয় না। কিন্তু একজন নারীর জীবনের আসল উদ্দেশ্য শিক্ষা অর্জন করে তা নিজের পরিবার গঠনে প্রেয়াগ করা।

মহান আল্লাহর রীতি হল, তিনি এ পৃথিবীর নেতৃত্ব ও পরিচালনার ভার তাদের হাতেই তুলে দেন যারা এটিকে সুন্দরভাবে পরিচর্যা ও পরিচালনা করতে পারবে। আর পৃথিবীকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য দুনিয়াবি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা জরুরি।

সুতরাং বিশ্বকে দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব প্রদান ও পরিচালনার জন্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, গণিত, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, সাংবাদিকতা, অর্থনীতি, কৃষি, নির্মাণ, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, নভোপদার্থবিদ্যা, সৌরপদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানী ও দক্ষ মানুষের প্রয়োজন। এসব বিদ্যায় যদি মুসলিমরা অগ্রগামী না হয় তাহলে তাদেরকে অমুসলিমদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে আর অন্যের প্রতি মূখাপেক্ষী থেকে কখনোই বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব নয়। ইতিহাস সাক্ষী, একসময় আমাদের পূর্বসূরিরা ইসলামি জ্ঞানের পাশাপাশি পার্থিব জ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চা ও নানা আবিষ্কারের মাধ্যমে পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

৪) পরিবারে ইসলামী পরিবেশ ও চর্চার অভাব

নারীর ইসলামি শিক্ষার অভাবের একটি মূল কারন হলো পরিবারে ইসলামি পরিবেশ ও চর্চার অভাব। ওয়াক্তমত নামাজ না পড়া, ঘরের দ্বীন শিক্ষা ও তালিমের ব্যবস্থা না রাখা, পরিবারে নারীদের ব্যপর্দাভাবে চলাফেরা এসব দেখে কখনোই সন্তান ইসলামি

পরিবেশের স্বাদ পায় না। পরিবারের পিতা-মাতা, যারা অভিভাবক আছেন তাদের মাধ্যমে ইসলামি পরিবেশ বজায় না রাখা হয় এর নেতিবাচক প্রভাবের কারনে নারী ইসলামি শিক্ষার উপর বহাল থাকতে পারে না কিংবা কখনো এর অভাব অনুভব করতে পারে না।

এছাড়া দুনিয়াবি সকল শিক্ষাকে প্রাধান্যতা ও অধিকাংশ সময় দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা ও সন্তানকে ব্যস্ত করার কারনে তার জন্য ইসলামি পরিবেশ তৈরি হয় না এবং এর চর্চা থেকেও অনেক দূরে থাকে।

৫) পূর্ববর্তীদের ভুল ধারনা লালন করা

পূর্বপুরুষদের ভুল ধারণা, কুসংস্কার ও সমাজের প্রচলিত রীতিনীতিকে যাচাই ছাড়া অনুসরণ করার কারণেও অনেক নারী কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সঠিক ইসলামি শিক্ষা থেকে দূরে থাকে। দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে শুধু সমাজে প্রচলিত প্রথাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়। ফলে অনেক সময় বিদআত, কুসংস্কার, হারাম কাজ কিংবা ভুল আকীদা-আমলকে ধর্মের অংশ মনে করে পালন করা হয়। অথচ ইসলাম শিক্ষা দেয়, যে কোনো কথা বা কাজকে কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর আলোকে যাচাই করতে।

"মেয়েদের এত শিক্ষা দিয়ে কী হবে" — এমন সংকীর্ণ ধারণাও নারীদের ইসলামি ও উপকারী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটি বড় কারণ।

৬) সোশাল মিডিয়া ও বিনোদনে অতিরিক্ত আসক্তি

সোশাল মিডিয়া, মোবাইল ও বিভিন্ন বিনোদনে অতিরিক্ত আসক্তির কারণেও অনেক নারী ইসলামি শিক্ষা ও ইবাদত থেকে গাফেল হয়ে পড়ে। অবসর সময় কুরআন তিলাওয়াত, দ্বীনি জ্ঞান অর্জন বা পরিবারকে সময় দেওয়ার পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় ভিডিও, নাটক, গান কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যয় হতে থাকে। এর ফলে সময়ের বরকত নষ্ট হয়, হৃদয়ে গাফেলতি সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে ইবাদতের আগ্রহ কমে যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় নারীর অন্যান্য কাজ করেও সোশাল মিডিয়ার খপ্পরে ঘন্টার পর ঘন্টা স্ক্রোলিং করতে পার হয়ে যায় কিন্তু দ্বীন শিক্ষা, কুরআন শিক্ষা, বা কুরআন নিয়ে বসার সময় আর তাদের হয়ে উঠে না। এতে করে এর খারাপ প্রভাব সন্তানদের উপর পরে তারাও কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না। ঘরের বড়দের কাছ থেকেই ছোটরা শিক্ষা গ্রহন করব। তাদের চালচলন, আচরণ, কাজ-কর্ম সকল কিছুই ছোট বয়স থেকেই অনুসরণ করে। তাই এই বয়সে যদি ঘরের বড়দেরকে সোশাল মিডিয়া, মোবাইল, টিভি ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখে দেখে বড় হয় তাহলে তাদের মধ্যেও এর আসক্তি চলে আসে।

৭)আধুনিক প্রযুক্তির সহজলভ্যতায় পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব

বর্তমানে এমন ঘর খুব কমই আছে-যে ঘরে ইলেট্রনিক সামগ্রী নেই। এই সামগ্রীগুলো যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভালো। বিশেষ করে ফিল্ম দেখার যন্ত্রগুলো তো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর এবং ধ্বংসাত্মক। বর্তমানে এই সামগ্রীগুলো মুসলমানদের

প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। যার ফলে ফিল্ম বিষয়টি ব্যাপক প্রসারিত হয়ে গেছে। বলা যায়, বর্তমানে এসব নিয়ন্ত্রণে আনা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিভিন্ন সিনেমার মাধ্যমে কুফুরী নির্দশন প্রদর্শন করা। যেমন: ক্রুশ বুদ্ধমূর্তি, বিভিন্ন মন্দির, গির্জার ছবি ইত্যাদি প্রর্দশন করা। এছাড়া কুফুরী ধর্ম প্রচারণামূলক সিনেমাগুলোতে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি সম্মান প্রর্দশন এবং এতে দীক্ষিত হবার বিষয়কে ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়া তো আছেই।

যারা টিভি সিরিয়াল দেখে তাদের পরিবারের দায়িত্ব পালনের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায় ,ইসলামিক বিষয়ে অনিহা চলে আসে । তারা পরিবারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি যত্নশীল থাকে না; বরং মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

সিনেমাতে অবাধ মেলামেশা বারবার দেখার কারণে নারীর রূপ-লাবণ্য অন্যের কাছে প্রকাশ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। নার্রীর দূরে কোথাও সফরে গেলে তাদের মর্যাদাহানি হয় কিনা এ ব্যাপারে সে একেবারে অজ্ঞ।

কারো কারো মধ্যে ইসলামের কোনো কোনো নির্দশনের প্রতি অল্প অল্প করে ঘৃণ জন্মাতে থাকে।

যারা এসবে আসক্ত, তারা রমযানেও এসব দেখা জারি রাখে। ফলে এসব হারাম জিনিস দেখার কারণে তাদের রমযানের সওয়াব কমে যায়। আবার কারো কারো পুরো রমযানটাই শেষ হয়ে যায়।

এসব মুভি ইসলামি বিধানসহ শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহকামের ওপর অনবরত আঘাত করে।

আমাদের জীবনে মোবাইলের, টিভির ব্যবহার অনেক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এই মোবাইলের ও টিভির কারণে কত মানুষের ঘরে ভেঙ্গেছে! অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা যে কত ঘরে বাসা বেঁধেছে। এসব কত ঘরে যে অপমান আর লাঞ্ছনা টেনে এনেছে এর কোনো ইয়ত্তা আছে কি?! মোবাইলের ব্যবহার সহজ হওয়ার কারণে বিপদের আশঙ্কাটাও বেশি।

মোবাইল ও টিভি মানুষের মূল্যবান সময় কেড়ে নেয়। একেবারে তুচ্ছ ও মূল্যহীন কথা নিয়ে চলে বিস্তর আলোচনা। যার কারণে মানুষের অন্তর শক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর যিকির হতে অন্তর গাফেল হয়ে যায়। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে এই ধরনের প্রভাবটা বেশি দেখা যায়। কারণ মহিলারা যদি কথা বলতে না পারে, তবে তাদের প্রাণবায়ু যেন বেরিয়ে যায়-এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়।

৮)নারীর ইসলামি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের অভাব

ইসলামি শিক্ষার প্রচারই হলো এর প্রসারের মূল মাধ্যম। যখন সমাজে দ্বীনি জ্ঞান প্রচার কমে যায়, তখন মানুষ ধীরে ধীরে ইসলামি শিক্ষা থেকে দূরে সরে পড়ে। বিশেষ করে নারীদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষা, তালিম, দাওয়াহ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অভাব থাকলে ইসলামি শিক্ষার প্রসারও বাধাগ্রস্ত হয়।

বর্তমান সমাজে নারীদের মাঝে ইসলামি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের অভাব একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক পরিবারে মেয়েদের দ্বীনি শিক্ষাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না; বরং শুধু দুনিয়াবি শিক্ষাকেই সফলতার মাপকাঠি মনে করা হয়।

যথাযথভাবে নারীর ইসলামি শিক্ষাকে পরিবার ও সমাজের সামনে উপস্থাপন করতে না পারা এর প্রচারের অভাবে নারীর ইসলামি শিক্ষা এই অধপতন। বর্তমান যুগে নারীর দুনিয়াবি শিক্ষা নিয়ে যে পরিমান প্রচার ও প্রসার হয় ইসলামি শিক্ষার ক্ষেত্রে তা অনেক কম। যে কারনে এই বিষয় সম্পর্কে কেউ অবগত থাকে না।

৯) সংসার ও দুনিয়াবি ব্যস্ততার দোহাই

অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় সারা দুনিয়ার সব কাজ সম্ভব হলেও ইসলামিক শিক্ষা, দ্বীন চর্চার বিষয় নিয়ে এতোটাই গাফেল যে তারা দুনিয়াবি নানা ব্যস্ততার অজুহাত দেখায়। তাদের কাছে যেনো দ্বীন শিক্ষা একটি পাহাড় সমান বোঝা হয়ে যায়। নারীর ওপর তার সংসারের দায়িত্ব অবশ্যই পালনীয় কিন্তু এ সকল দায়িত্বের দোহাই দিয়ে দ্বীন শিক্ষার মত একটি ফরজ ইবাদতকে অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই।

দিনের পর দিন পার হয় কিন্তু শেল্ফে তুলে রাখা কুরআন ধরে দেখার সময় হয়ে উঠে না। এর কারন নারীর দুনিয়াবি ব্যস্ততা। দুনিয়া আখিরাতের শশ্যক্ষেত্র। এখানে থেকে জীবিকা নির্বাহ করে এই দুনিয়া থেকেই আমাদেরকে আখিরাতের ফসল নিয়ে যেতে হবে এই চিন্তা ভাবনা তার অন্তরে উকি দেয় না। কুরআন যেনো ঘরের একটি সাজানো বস্তুর ন্যায়। সময় চলে যায় কিন্তু ফরজ ও সুন্নাহ নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা হয় না। ঘন্টার পর ঘন্টা দুনিয়াবি চিন্তায় বিভোর থাকে এবং এগুলোর পিছনেই তার সময় চলে যায়।

১০) নারীবাদি প্রপাকান্ডা

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন মিডিয়া, সোশাল প্ল্যাটফর্ম ও পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রভাবে এমন একটি ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, ইসলামি শিক্ষা গ্রহণ করলে নারী পিছিয়ে পড়বে

বা তার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হবে। ফলে অনেক নারী দ্বীনি শিক্ষাকে গুরুত্বহীন মনে করছে।

নারীবাদী প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে পরিবার, পর্দা, স্বামীর আনুগত্য, মাতৃত্ব ও নারীর ইসলামী দায়িত্বগুলোকে অনেক সময় "বাধা" বা "অধিকারহীনতা" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এর ফলে নারীরা কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবনব্যবস্থা থেকে দূরে সরে গিয়ে ইসলামি শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে পড়ে।

এছাড়া "শুধু দুনিয়াবি সফলতাই প্রকৃত সফলতা" — এই ধারণাও ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে। যার কারণে অনেকেই দ্বীনি ইলমকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে, অথচ একজন মুসলিম নারীর জন্য আকীদা, ইবাদত, পর্দা, হালাল-হারাম ও পারিবারিক হক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি।

ফলে নারীবাদী চিন্তাধারার অন্ধ অনুসরণ পরিবারে অশান্তি, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, দায়িত্ববোধের অভাব এবং ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

১১) দ্বীন শিক্ষা শুধু আলেমদের জন্য

"ইসলামি শিক্ষা শুধু আলেম ও হুজুরদের জন্য" — এই ভুল ধারণাটিও নারীর ইসলামি শিক্ষার অভাবের একটি বড় কারণ।

অনেকেই মনে করে কুরআন-হাদিস, ফিকহ বা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন শুধু মাদরাসার আলেমদের কাজ; সাধারণ নারী বা গৃহিণীদের জন্য এসব জানার প্রয়োজন নেই। অথচ একজন মুসলিম নারীর দৈনন্দিন জীবন— নামাজ, পবিত্রতা, পর্দা, রোজা, যাকাত, সন্তান প্রতিপালন, স্বামী-স্ত্রীর হক, হালাল-হারাম ইত্যাদি সঠিকভাবে পালন করতে ইসলামি জ্ঞান অপরিহার্য।

এই ভুল চিন্তার কারণে অনেক নারী ফরজ বিধান ও প্রয়োজনীয় মাসআলা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। ফলে ইবাদতে ভুল, পারিবারিক দায়িত্বে অবহেলা এবং অনেক সময় অজান্তেই গুনাহে জড়িয়ে পড়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ
"প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরজ।"
— , হাদিস: ২২৪

এখানে নারী-পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। তাই ইসলামি শিক্ষা কেবল আলেমদের জন্য নয়; বরং প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য।

১২) নেককার ও আলেমদের সোহবত থেকে দূরে থাকা

সূরা ফুরকানে আল্লাহ বলেছেন,

وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا۲۷ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا۲۸ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا

'জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, আফসোস! আমি যদি রাসূলের সঙ্গে পথ ধরতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিচ্যুত করেছিল! শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগ করেই থাকে।' -সূরা ফুরকান ২৭-২৯

পরিবারে অভিভাবকদের নেককার ও আলেমদের সহবতের অভাবে তারা নিজেরা ইসলামিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে না এবং ঘরের নারীদের ব্যপারেও উদাসীন। নারীদের যেহেতু বাইরে যত্রতত্র চলাফেরা না করা উত্তম সেক্ষেত্রে ঘরের পুরুষ অভিভাবকদের মধ্যেও এ বিষয়ে কোন মাথা ব্যথা থাকে না।

বাবা যদি তার সন্তানের দ্বীনের বিষয়ে ফিকির না করে তাহলে তার ঘরের কন্যা সন্তান ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে। আবার অনেকে শুধু ছোটবেলা হুজুরের কাছে বা কোন মক্তবে কুরআন শিক্ষা লাভ করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে , এতেই তার ধারনা তার সন্তান ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু ইসলামী শিক্ষার পরিসর যে কতটা ব্যপক এ সম্পর্কে বাড়ির পুরুষের ধারনা নেই।

পুরুষ মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেবের সহবতে থাকার সুযোগ পায়, কোন মাসআলা বা প্রশ্ন জানার থাকলে সেখান থেকে জানতে পারে। কিন্তু নারী ঘরে অবস্থান করার কারনে তার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মাসআলা, তার প্রশ্ন নিয়ে কখনো চিন্তা ভাবনা করা হয় না বা এ ব্যপারে কারো মনে ভাবনা জাগে না। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষ অনেক ধার্মিক আমল করে সব বুঝে কিন্তু কিভাবে নিজ পরিবারে ইসলামিক দাওয়াহ দিতে হয় ইসলামিক পরিবেশ তৈরি করতে হয় সে সম্পর্কে অজ্ঞ এবং কখনো এ বিষয় নিয়ে গভির চিন্তা করে না।

১৩) বিয়ের পর শিক্ষা অর্জনে বাধা

বিয়ের পর মেয়েদের ইসলামি শিক্ষা অর্জনের প্রতি তেমন আগ্রহ লক্ষ করা যায় না। পিতামাতার সাথে থাকা অবস্থায় তাদের ইসলামি শিক্ষার অবক্ষয়ের ধারা যেনো বয়ে বেড়ায়। বিয়ে হলে আর কিছু প্রয়োজন হয় না। সংসার, স্বামী, বাচ্চা এর সীমার মধ্যেই যেনো জীবন পার হয়ে যায়। কিন্তু সংসার জীবনেও যে ইসলামি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম তা সম্পর্কে অবগত নয়।

অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় ইচ্ছা থাকা সত্যেও পারিবারিক ভাবে নানা ব্যস্ততার কারনে দ্বীন শিক্ষার কথা মাথায় নেওয়ারও সুযোগ হয় না। এ বিষয় নিয়ে স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য সহায়তা পাওয়া যায় না।

এমন অনেক স্বামী আছে যে তার ইসলামি জ্ঞানের অজ্ঞতার কারনে দ্বীনি কাজ একদমই পছন্দ করেন না। তাদের চিন্তা ভাবনা ইসলামের নামে যেনো জঙ্গিবাদী শিক্ষা দেওয়া হয়। নারীদের এতো শেখা বা জানার কোন প্রয়োজন নেই। এতো ইসলামি শিক্ষা দিয়ে কি হবে। ইসলামিক শিক্ষা মানে শুধু নামাজ, বোরখা, কুরআনকেই সীমানা করে নিয়েছে। যার কারনে নারী চাইলেও কোন দ্বীনি সহবতে থাকার সুযোগ পায় না, নিজের জীবনে ইসলামি শিক্ষার প্রয়োগ করতে পারে না। পরবর্তীতে তার সন্তানকেও সে ইসলামি শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়।

১৪) ইসলামি বই, দারস ও দ্বীনি মজলিস থেকে দূরে থাকা

ইসলামি বই, দারস ও দ্বীনি মজলিস থেকে দূরে থাকার কারণেও নারীদের মাঝে ইসলামি শিক্ষার ঘাটতি সৃষ্টি হয়। যখন একজন মানুষ কুরআন-হাদিসভিত্তিক আলোচনা, তালিম ও নসীহত থেকে দূরে থাকে, তখন ধীরে ধীরে দ্বীনি জ্ঞান, ঈমানি সচেতনতা ও আমলের আগ্রহ কমে যেতে থাকে। ফলে অনেকেই হালাল-হারাম, পর্দা, ইবাদত ও পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সঠিকভাবে জানতে পারে না।

বর্তমানে অনেক মানুষ অবসর সময় ইসলামি বই পড়া বা দ্বীনি মাহফিল শোনার পরিবর্তে সোশাল মিডিয়া ও বিনোদনে ব্যয় করছে। এর ফলে অন্তরে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা কমে যায় এবং দুনিয়ামুখী চিন্তা বৃদ্ধি পায়।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"

১৫) দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উপযুক্ত পরিবেশের অভাব

দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উপযুক্ত পরিবেশের অভাবও নারীদের ইসলামি শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অনেক এলাকায় নারীদের জন্য নিরাপদ ও পর্দাপূর্ণ ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা, যোগ্য শিক্ষিকা কিংবা নিয়মিত তালিমের সুযোগ পর্যাপ্ত নেই। ফলে অনেক নারী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করতে পারেন না।

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যাঙের ছাতার মত মক্তব-মাদ্রাসা, ইসলামিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও এমন সকল প্রতিষ্ঠান থেকে মেয়েরা দ্বীন, আখলাক, ইমান, আকিদা, ফিকহি জ্ঞান অন্তরে ধারন করতে পারেনা এবং বাস্তব জীবনেও এর প্রয়োগ তারা করতে পারে না। ইসলামিক শিক্ষা যেনো মসজিদ,মক্তব, মাদ্রাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইসলামিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ তারা বজায় রাখতে পারে না। যার কারনে শিক্ষার মান উন্নয়ন হয় না এবং এর প্রভাব একজন মেয়ের বাস্তব জীবনে লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ মাদ্রাসার ছাত্রীদের দেখা যায় শুধু মাদ্রাসায় যাওয়া আসার সময় আপাদমস্তক ঢেকে চলে। কিন্তু এর বাইরে অন্য সময় বেপর্দা চলাফেরা। এর কারন হচ্ছে শিক্ষার অভাব। কারন প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের ফরজ বিধান সম্পর্কে অবগত করতে ব্যর্থ, তারা শিক্ষার পরবেশ বজায় রাখা, শিক্ষার্থীদের জীবনযাপনের তরিকা শেখাতে ব্যর্থ। যেখানে একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে দ্বীনের সকল বিষয় শিক্ষা দেওইয়াই মূল উদ্দেশ্য হওইয়া দরকার যেভাবে নবিজী তার সাহাবিদের মাঝে ইসলামকে প্রচার করেছেন, পরবর্তীতে সাহাবি, তাবেয়ীনদের মাধ্যমে দ্বীন ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। এমন চেষ্টা এবং পরিবেশ বর্তমান ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেখা যায় না।

এছাড়াও পরিবার ও সমাজে দ্বীনি পরিবেশ না থাকলে ইসলামি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে যায়। যখন ঘরে কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামি আলোচনা, আমল ও দ্বীনি চর্চার পরিবেশ থাকে না, তখন নতুন প্রজন্মও দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। অপরদিকে বর্তমান সময়ে অনেক মানুষ দুনিয়াবি শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেও দ্বীনি শিক্ষাকে ততটা গুরুত্ব দেয় না। ফলে নারীদের ইসলামি জ্ঞান অর্জনের পথ আরও সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ
“হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।”

তাই নারীদের জন্য সহীহ আকীদাভিত্তিক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অনলাইন ও অফলাইন তালিম, এবং পরিবারে ইসলামি পরিবেশ গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন।

১৬) দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের প্রতি অনীহা ও অলসতা

ইসলামি দ্বীন শিক্ষা অর্জনের প্রতি প্রবল অনীহাও অলসতার কারনে নারীরা ইসলামি শিক্ষা অর্জন করতে পারে না। দুনিয়াবি প্রয়োজনে ডিগ্রী অর্জন করতে জীবনের ২৫ বছর অতিবাহিত করে দেয়। কিন্তু তারা ইসলামিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অশিক্ষিত থেকে যায় এটা যেনো মনে পরে না। জীবিনের এতো সময়ে দুনিয়ার পড়াশুনার ক্ষেত্রে যে সময় ব্যয় করে তার দশভাগও ইসলামিক শিক্ষার পিছনে ব্যয় করে না।

অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিভিন্ন উপন্যাস, গল্প, গোয়েন্দা বই, নাটক ইত্যাদি পড়ে তারা সময় ব্যয় করে। কিন্তু ইসলামি বই, কুরআন, তাফসীর, সিরাহ এসবের নিকটেও তারা যায় না। দ্বীন শিক্ষার প্রতি তাদের চরম পরিমানের অলসতা এবং অনিহা কাজ করে। যতটা আগ্রহ দুনিয়াবি বিষয়ে ততটা অনীহা ইসলামিক শিক্ষায়।

১৭) আদর্শ হিসেবে নারী সাহাবাদের অনুসরণ না করা

ইসলামী জীবন গঠনে এবং সঠিক তরবিয়তের ক্ষেত্রে নারী সাহাবী বা **সাহাবিয়াদের (রা.)** আদর্শ অনুসরণ না করা বর্তমান যুগের মুসলিম নারীদের জন্য একটি মস্ত বড় ভুল এবং আত্মিক ক্ষতির কারণ। বর্তমান সমাজ ও সোশ্যাল মিডিয়া নারীদের সামনে এমন কিছু কৃত্রিম বা সেক্যুলার 'রোল মডেল' উপস্থাপন করে, যা বাহ্যিক চাকচিক্য দিলেও অন্তরের শান্তি ও পরকালের মুক্তি এনে দিতে পারে না।

ইসলাম নারীদের যে প্রকৃত সম্মান ও অধিকার দিয়েছে, তার জীবন্ত উদাহরণ হলেন নারী সাহাবীরা। তারা একাধারে ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, বীর যোদ্ধা এবং মা-স্ত্রী হিসেবে সফল ছিলেন।

তাদের আদর্শ না জানলে আধুনিক বস্তুবাদী বা উগ্র পশ্চিমা ঘরানার নারী স্বাধীনতার ফাঁদে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে, যা নারীকে সম্মানের নামে মূলত পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও হাদীস বর্ণনাকারী। বড় বড় পুরুষ সাহাবীরাও তাঁর কাছ থেকে মাসআলা শিখেছেন। আবার হযরত ফাতিমা (রা.) কিংবা খাদিজা (রা.)-এর ইবাদত ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ছিল অতুলনীয়।

তাঁদের জীবনকে অনুসরণ না করলে নারীদের মধ্যে দ্বীন শেখার আগ্রহ কমে যায় এবং ইবাদতকে কেবল একটি প্রথা বা বোঝা মনে হতে পারে।

আজকের যুগে অনেকেই হিজাব বা পর্দার বিধানকে আধুনিকতার পরিপন্থী মনে করেন। অথচ নারী সাহাবীরা যখন পর্দার আয়াত নাযিল হয়েছিল, তখন এক মুহূর্তও দেরি না করে নিজেদের চাদর বা কাপড়ের অংশ কেটে ওড়না বানিয়ে মাথা ও শরীর ঢেকে নিয়েছিলেন।

তাঁদের এই স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্যের গল্পগুলো জানা না থাকলে, আধুনিক ফ্যাশন ও ফেতনার যুগে পর্দা ধরে রাখা নারীদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে এবং তারা হীনম্মন্যতায় ভোগেন।

সাহাবিয়াদের মূল অগ্রাধিকার ছিল তাঁদের পরিবার, সন্তান গঠন এবং স্বামীকে দ্বীনের কাজে সহযোগিতা করা। তাঁরা এমন সন্তান তৈরি করেছিলেন যারা পরবর্তীতে বিশ্ব জয় করেছিলেন।

ঘরে নিয়মিত নারী সাহাবীদের জীবনীর ওপর লেখা নির্ভরযোগ্য বই (যেমন: *হায়াতুস সাহাবাহ* বা *মহীয়সী নারী সাহাবীদের জীবনী*) পড়ার অভ্যাস করা। নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য আপনারা Bangla Hadith সাইটটির গ্রন্থাবলী সেকশন থেকেও সাহাবীদের জীবনভিত্তিক বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন।

সোশ্যাল মিডিয়ার তারকাদের জীবনের কৃত্রিম আলো বাদ দিয়ে, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত নারীদের জীবনের প্রকৃত আলোকে নিজের জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা।

১৮) আলেম সমাজের সচেতনতা ও আখলাকের অভাব

ইসলামে আলেম সমাজকে "আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণের ওয়ারিশ" বা নবীদের উত্তরসূরি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সমাজ সংস্কার, সঠিক দ্বীনি দিকনির্দেশনা এবং নৈতিকতার প্রসারে তাদের ভূমিকা অনন্য। তবে বর্তমান যুগে আলেম সমাজের একটি অংশের মধ্যে সচেতনতা এবং আখলাকের (উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা) অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা সাধারণ মুসলমানদের দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা সমাজে এক অপরের উপর কাদা ছুরাছুরিতে এতই ব্যস্ত যে তারা ভুলে যায় আলেমদেরকে নবিজীর ওয়ারিস বলা হয়েছে। অধিকাংশই নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা সমাজ গঠনের কারিগর হিসেবে বিশেষ

ভুমিকা পালন করে থাকে। তাদের কথা কাজে, আচার, ব্যবহারে দ্বীনের সৌন্দর্য থাকার কথা সেখানে যেনো তাদের আচরন নিয়েই মানুষ সন্দিহান হয়ে পরে। এবং এমন অনেক আলেম, হাফেজ আছেন যাদের অজ্ঞতার কারনে একজন সত্যিকারের দ্বীনদার আলেমকে মানুষ প্রশ্নবিদ্ধ করে। কিছু মানুষের জন্য গোটা আলেম সমাজকে বাকা চোখে দেখা হয়। যার কারনে নারীর ইসলামি শিক্ষার প্রতি অভিভাবকগন গুরুত্ব প্রদান করে না।

প্রতিকার

ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে কারনে পারিবারিক অবক্ষয় ও এর কারন অত্যন্ত ব্যপক। যার মধ্যে অধিকাংশ আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সমস্যার কিছু প্রতিকার নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১) শৈশব থেকে সঠিক তরবিয়াতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান

শিক্ষা-দীক্ষা ও তারবিয়াত করার সময় হচ্ছে শিশুকাল। কোনো শিশু যে পরিবেশ, মানসিকতা ও বিশ্বাসের উপর বেড়ে ওঠবে, সে তার উপরই যুবক হবে; স্থায়ী হবে। অতএব, সন্তানাদির ব্যাপারে আল্লাহ-কে ভয় করা উচিত; শিশুকাল থেকেই তাদের তারবিয়াত করা উচিত। তারা এমন বয়স ও স্তরে পৌঁছার পূর্বেই তারবিয়াত করা উচিত, যেখানে পৌঁছে গেলে আমাদের তারবিয়াত, উপদেশ ও দিকনির্দেশনা তারা গ্রহণ করবে না।

কারোই আল্লাহ-র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বরং তাদের উচিত- আপন পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদিকে সব সময় নসীহত-উপদেশ করতে থাকা এবং তাদের জন্য সর্বদাই আল্লাহ-র দরবারে দোয়া-প্রার্থনা করা। পাশাপাশি উপদেশদানের পন্থা ও পদ্ধতিতে ভিন্নতা ও বৈচিত্র আনা। কখনও সরাসরি কথা বলে; কখনও উপদেশমূলক ক্যাসেটের মাধ্যমে; কখনও পত্রের সাহায্যে- এভাবে বিভিন্ন পন্থায় উপদেশ দিবেন। কখনও বা কোনো নেককার দাঈয়া মহিলাকে দাওয়াত করে ঘরে নিয়ে আসা- তাদেরকে বোঝানোর জন্য; উপদেশদানের জন্য। এভাবে একের পর এক পন্থা ও পদ্ধতি পরিবর্তন করে করে হেদায়েতের চেষ্টা করেই যাবে। হতে পারে কোনো এক সময় আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দিয়ে দিবেন; তাদের অবস্থা ভালো করে দিবেন, কিংবা তাদের জন্য তাদের তাকদীরে লিখিত কোনো ফায়সালা কার্যকর করে দিবেন।

২) উপযুক্ত ইসলামি শিক্ষার জন্য মাদ্রাসায় দাখিল করানো এবং তদারকি বজায় রাখা

নারীর সঠিক ইসলামিক শিক্ষার জন্য তাকে মাদ্রাসায় দাখিল (ভর্তি) করানো একটি চমৎকার উদ্যোগ। তবে কেবল মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেওয়াই অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ করে দেয় না, বরং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল ও সুরক্ষার জন্য নিয়মিত তদারকি (Monitoring) বজায় রাখা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মাদ্রাসায় ভর্তি করানোর আগে কিছু মৌলিক বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া জরুরি:

- **সঠিক আকীদা ও সিলেবাস যাচাই:** মাদ্রাসাটি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর ওপর পরিচালিত কি না এবং তাদের শিক্ষা সিলেবাসে উগ্রপন্থা বা মনগড়া কোনো মতবাদের স্থান আছে কি না, তা অভিজ্ঞ আলেমদের মাধ্যমে আগেভাগে জেনে নিতে হবে।
- **পর্দা ও নিরাপদ পরিবেশ:** ছাত্রীদের মাদ্রাসায় যাতায়াত এবং অবস্থানকালীন সময়ে শরীয়তসম্মত পর্দা ও সর্বোচ্চ নিরাপত্তার পরিবেশ রয়েছে কি না, তা যাচাই করা আবশ্যক।
- **প্রাতিষ্ঠানিক ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়:** দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বর্তমান যুগে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষা (যেমন: ভাষা, গণিত বা প্রাথমিক তথ্যপ্রযুক্তি) সেখানে শেখানো হয় কি না, তা দেখে নেওয়া ভালো।

মাদ্রাসায় ভর্তির পর একজন অভিভাবকের করণীয় বিষয়গুলো নিচে দেওয়া হলো:

শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসায় যা শিখছে, তা কেবল মুখস্থ করছে নাকি বাস্তব জীবনেও আমল করছে, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

- নিয়মিত মাদ্রাসার শিক্ষিকাদের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং মেয়ের পরীক্ষার ফলাফল ও ক্লাসের মনোযোগ কেমন, তা জেনে নেওয়া।
- ঘরে ফেরার পর সে নিয়মিত সালাত, পর্দা ও অন্যান্য ফরজ ইবাদতগুলো সঠিকভাবে পালন করছে কি না, তা খেয়াল করা।

অনেক সময় ভুল সঙ্গ বা অনভিজ্ঞ শিক্ষকের কারণে শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছু নেতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে।

- মেয়ে কোনো বিষয়ে অতিরিক্ত উগ্রতা দেখাচ্ছে কি না, কিংবা কোনো বিভ্রান্তিকর বই বা চিন্তার প্রতি ঝুঁকছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করা।

- যদি কোনো মাসআলা বা হাদীস নিয়ে সংশয় তৈরি হয়, তবে ঘরে বসে Bangla Hadith ওয়েবসাইটের মতো নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত দ্বীনি প্ল্যাটফর্ম থেকে মূল টেক্সট বা তাফসীর দেখে তাকে পরম মমতায় সত্যটা বুঝিয়ে বলা।

মানুষের চরিত্র গঠনে সঙ্গের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের ওপর পরিচালিত হয়।

- মাদ্রাসায় আপনার মেয়ের কাছের বান্ধবী কারা, তাদের পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড এবং স্বভাব-চরিত্র কেমন, সে বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরি।

- যদি মেয়ে ডে-স্কলার বা অনাবাসিক হয়, তবে তার মাদ্রাসায় যাওয়া-আসার মাধ্যমটি যেন নিরাপদ ও পর্দাপূণ হয়, তা নিশ্চিত করা।
- আর যদি আবাসিক (হোস্টেল) হয়, তবে আকস্মিক বা নিয়মিত বিরতিতে হোস্টেল পরিদর্শনে যাওয়া এবং সেখানকার থাকা-খাওয়ার মান ও দ্বীনি পরিবেশের খোঁজ নেওয়া।

৩) পরিবারে পিতা, স্বামী অভিভাবকদের সচেতনতা

অভিভাবিক হিসেবে একজন পুরুষকে অবশ্যই জবাবদিহিতা করতে হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে। তার স্ত্রী এবং কন্যা সন্তানের ব্যপারে আরও বেশি কঠোর দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়। কারন স্ত্রী ও কন্যা সন্তানকে ইসলামিক শিক্ষা ও পর্দার পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন না করে সেক্ষেত্রে দাইয়্যুস হিসেবে তাকে আখ্যায়িত হবে ।

ঐ ব্যক্তিকে "দাইয়্যুস" (دَيُّوثٌ) বলে - যে তার স্ত্রী'কে ও পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে বেপর্দা, অশ্লীল বেহায়াপনা কাজ ও ব্যভিচারের সুযোগ দেয় বা সুযোগ করে দেয় এবং সকল শরীয়াহ বিরোধী কাজকে মেনে নেয়। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি পর্দা মেনে বাবার বাড়ি যায় তবে স্বামী দাইয়ুস নয় যদিও তার অনুমতি না দেয়। এখানে অনুমতি ছাড়া অন্যত্র যাওয়া দাইয়্যুস দাইয়্যুসি নয়।

যে ব্যক্তি তার স্ত্রী, বোন ও পরিবারের নারীদের অবাধ চলাফেরা, অশালীন জীবনযাপন ও পাপপূর্ণ জীবনাচার মেনে নেয় এবং তাদের এসব গর্হিত কাজ করা থেকে বাধা দেয়

না, তাকে ইসলামের পরিভাষায় দাইয়ুস বলা হয়। দাইয়ুস ব্যক্তি হতে পারে স্বামী, পিতা কিংবা ভাই।

ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তা‘আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। সর্বদা মদ্যপায়ী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়্যুস যে পাপচারী কাজে পরিবারকে বাধা দেয় না।

(আহমাদ ও নাসায়ী) [1]

[1] হাসানঃ নাসায়ী ২৫৬৩, আহমাদ ৫৩৭২, সহীহ আল জামি‘ ৩০৫২, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৬৬।

পরিবারে অভিভাবক হিসেবে বাবা, স্বামী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের সচেতনতা একজন নারীর জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। অভিভাবক হিসেবে তারা যদি নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে, সন্তানকে ছোট থেকেই ইসলামিক শিক্ষা ও পরিবেশে অভ্যস্ত করে। নিজ স্ত্রীর হক সম্পর্কে সচেতন থেকে তাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে তাহলে নিজ ঘরের নারীরাই উত্তম নারীর চরিত্র পালন করবে।

ঘরে ইসলামিক পরিবেশ ,পরিপূর্ণ পর্দার পরিবেশ বজায় রাখা, বাসায় পরপুরষ এলে ঘরের নারীদের পর্দার বিষয়ে খেয়াল রাখা। সপ্তাহে নিজে পরিবারে নিয়ে দ্বীনি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা।

৪) পারিবারিক সহায়তা (বিয়ের আগে এবং পরে)

নারীর ইসলামিক শিক্ষা অর্জনের পথকে সহজ, নিরাপদ ও ফলপ্রসূ করতে পারিবারিক সহায়তার ভূমিকা অপরিসীম। ইসলাম জ্ঞান অর্জনকে প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ করেছে, আর এই দায়িত্বটি বিয়ের আগে এবং পরে—উভয় অবস্থাতেই পরিবারের পুরুষ ও অভিভাবকদের ওপর ন্যস্ত থাকে।

বিয়ের আগে এবং পরে একজন নারীর ইসলামিক শিক্ষায় পরিবার যেভাবে ভূমিকা রাখতে পারে, তা নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

বিয়ের আগে: পিতা ও ভাইয়ের ভূমিকা (অভিভাবকত্ব)

বিয়ের আগে মেয়ের ইসলামিক শিক্ষার মূল দায়িত্ব থাকে তার পিতা, ভাই বা পরিবারের পুরুষ অভিভাবকদের ওপর।

- **উপযুক্ত দ্বীনি পরিবেশ তৈরি:** ঘরের পরিবেশকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে শৈশব থেকেই দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। পরিবারে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, মাসআলা-মাসায়েল ও সাহাবীদের জীবনী আলোচনার আবহ রাখা প্রয়োজন।
- **সহীহ উৎস ও মাদ্রাসায় দাখিল:** মেয়েকে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যমে (যেমন: মাদ্রাসা বা অনলাইন বিশ্বস্ত কোর্স) ভর্তি করানোর সময় সঠিক আকীদা যাচাই করা পিতার দায়িত্ব। ভুল বা উগ্র মতবাদ থেকে রক্ষা করতে পড়ালেখার তদারকি করা জরুরি। সঠিক তথ্যের জন্য ঘরে বসে Bangla Hadith-এর মতো নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইটের সাহায্য নিয়ে পাঠ্যবই বা হাদীস যাচাই করা যেতে পারে।
- **পর্দা ও যাতায়াতে সহযোগিতা:** দ্বীনি শিক্ষার জন্য ঘরের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে তার জন্য নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা করা এবং শরীয়তসম্মত হিজাব বা পর্দার পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- **উদ্বুদ্ধকরণ ও পুরস্কার:** পড়াশোনায় ভালো করলে তাকে বাহবা দেওয়া বা ইসলামিক বই উপহার দিয়ে উৎসাহিত করা।

বিয়ের পরে: স্বামীর ভূমিকা ও দায়িত্ব

বিয়ের পর নারীর অভিভাবকত্বের পরিবর্তন ঘটে এবং এই পবিত্র দায়িত্বটি আসে স্বামীর ওপর। কুরআনে আল্লাহ তাআলা পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন নিজেদের এবং তাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে (সূরা আত-তাহরীম: ৬)।

- **শেখার সুযোগ ও সময় দেওয়া:** বিয়ের পর সংসারের হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও স্ত্রীর জন্য দ্বীন শেখার আলাদা সময় বের করে দেওয়া স্বামীর দায়িত্ব। ঘরের কাজের চাপ কিছুটা কমিয়ে তাকে পড়াশোনা বা ক্লাস করার সুযোগ দিতে হবে।
- **যৌথ তালীম বা পড়ালেখা:** স্বামী-স্ত্রী মিলে প্রতিদিন ঘরে অন্তত ১০-১৫ মিনিট দ্বীনি বই, তাফসীর বা হাদীস পড়ার অভ্যাস করতে পারেন। এতে পারস্পরিক ভালোবাসা যেমন বাড়ে, তেমনি ঘরের বরকতও বৃদ্ধি পায়।

- **আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতা:** স্ত্রী যদি কোনো অনলাইন বা অফলাইন মাদ্রাসায় কোর্স করতে চান, তবে তার কোর্স ফি, বই খাতা কিনে দেওয়া এবং মানসিক সাহস জোগানো স্বামীর অন্যতম দায়িত্ব।
- **নম্র আচরণ ও সংশোধনের মানসিকতা:** স্ত্রীর কোনো বিষয়ে ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব থাকলে তাকে কটূক্তি বা ধমক না দিয়ে পরম মমতায় বুঝিয়ে বলা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে দ্বীনি বিষয়ে অত্যন্ত কোমল আচরণ করতেন।

৫) দাওয়াত ও তালিম মজলিসে অংশ নেওয়া উৎসাহ প্রদান

ইসলামের আলোয় আলোকিত জীবন গঠনে নারীদের ইসলামিক শিক্ষা ও তালিম মজলিসে অংশ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি তাদের দ্বীনি জ্ঞান অর্জন, আত্মশুদ্ধি এবং সন্তানদের সঠিক আদর্শে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

পরিবারের পুরুষ সদস্যরা (স্বামী, বাবা, ভাই) নারীদের তালিম মজলিসে যাওয়ার জন্য সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে পারেন এবং তাদের যাতায়াতে সহায়তা করতে পারেন।

নারীদের জন্য আয়োজিত তালিম বা দ্বীনি মজলিসগুলো পর্দা মেনে, মনোরম ও আরামদায়ক পরিবেশে হওয়া উচিত, যাতে তারা সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

ইসলামে ইলম (জ্ঞান) অর্জনের গুরুত্ব এবং জ্ঞানের আলোয় আলোকিত নারীদের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা। হযরত আয়েশা (রা.) সহ অনেক সাহাবি নারী কীভাবে দ্বীনি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রেখেছিলেন, তা তুলে ধরা।

৬) আখিরাত নিয়ে ফিকির করা

নারীর আখিরাত নিয়ে ফিকির একজন মুমিন নারীর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি। দুনিয়ার সৌন্দর্য, ব্যস্ততা ও দায়িত্বের মাঝেও একজন ঈমানদার নারী সবসময় চিন্তা করেন—কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এবং আখিরাতে সফল হওয়া যায়।

ইসলামে পুরুষকে পরিবারের অভিভাবক বানানোর মূল উদ্দেশ্যই হলো, তিনি নিজে যেভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চান, ঠিক তেমনি তাঁর অধীনস্থ নারীদেরও (মা, স্ত্রী, কন্যা, বোন) জান্নাতের পথে পরিচালিত করবেন।

আখিরাতের মুক্তির প্রথম এবং প্রধান শর্ত হলো সঠিক ঈমান ও নিষ্কলুষ আকীদা।

- নারীদের অন্তরে যেন শিরক (আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা) বা বিদআতের মতো মারাত্মক গুনাহ প্রবেশ করতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রাখা।
- তাদের এই বিশ্বাস দৃঢ় করানো যে, দুনিয়ার এই জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাতের জীবনই চিরস্থায়ী।

নারীরা ঘরের কাজের ব্যস্ততার কারণে অনেক সময় দীর্ঘ সময় নিয়ে নফল ইবাদত করতে পারেন না। কিন্তু ইসলামে এমন অনেক সহজ আমল রয়েছে যা অল্প সময়ে অনেক বেশি সওয়াব এনে দেয়।

- **যিকির ও তাসবীহ:** ঘরের কাজ করার সময় (যেমন: রান্না বা ঘর গোছানোর সময়) মুখে মুখে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, কিংবা আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ার অভ্যাস করানো।
- **সদকা করার অভ্যাস:** নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ বা স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে অল্প অল্প করে নিয়মিত দান-সদকা করার মাধ্যমে আখিরাতের পুঁজি ভারী করতে উদ্বুদ্ধ করা।

নারীদের আখিরাত ধ্বংসকারী কিছু বিশেষ সামাজিক ব্যাধি থেকে তাদের সতর্ক রাখতে হবে:

- **গীবত ও চোগলখোরী:** হাদীস অনুযায়ী, পরনিন্দা বা গীবত মানুষের নেক আমলকে সেভাবে পুড়িয়ে দেয়, যেভাবে আগুন শুকনা কাঠকে পুড়িয়ে দেয়। নারীদের আড্ডায় বা মজলিসে যেন এই গুনাহ না হয়, সে বিষয়ে সচেতন করা।
- **বেপর্দা ও লোকদেখানো মানসিকতা (রিয়া):** সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি প্রকাশ বা বাইরে যাওয়ার সময় পর্দার বিধান লঙ্ঘন করা থেকে বিরত রাখা, কারণ এগুলো আখিরাতের জবাবদিহিতাকে কঠিন করে তোলে।

ঘরে নিয়মিত আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ সংক্রান্ত আলোচনা করা উচিত।

- পরিবারে প্রতিদিন অন্তত ১০-১৫ মিনিট হাদীস বা তাফসীর পড়ার ব্যবস্থা করা। কোনো হাদীসের সত্যতা বা মাসআলা যাচাই করতে আপনারা Bangla Hadith ওয়েবসাইটের সাহায্য নিতে পারেন, যা ঘরে বসেই সহীহ জ্ঞান অর্জনের একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

- পরকালের পুরস্কারের আলোচনা নারীদের ইবাদতে বেশি আগ্রহী করে তোলে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ
“আর আখিরাতই তোমার জন্য দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম।”
__সূরা আদ-দুহাঃ ৪

৭) কুরআন ও দ্বীনি জরুরি বিষয় শিক্ষা

ইসলাম নারী শিক্ষার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে, যা কোরআন হাদিসের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং আপন পরিবার—পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা—তাহরীম,আয়াত—৬)

উক্ত আয়াতে কারীমায় মহান রাব্বুল আলামীন— ‘বান্দা নিজেকে এবং সাথে সাথে পরিবার—পরিজন’ (তথা—মা—বোন, স্ত্রী—সন্তানদের)কেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যে তাগিদ দিযেছেন। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত—বন্দেগী করতে হবে, আর আল্লাহর বন্দেগী করতে হলে অবশ্যই বান্দেগীর জন্য ইলমে দ্বীনের শিক্ষা অপরিহার্য। স্পষ্টতই নারীর দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম ।

এমনিভাবে শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, হাদিসে আছে—
একবার নবীজী সা. আমার কাছে আসলেন, আর আমি তখন হাফসা (রা.)এর নিকটে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাকে যেভাবে লিপিবিদ্যা শিখিয়েছো সেভাবে খুঁজলি—পাচড়ার চিকিৎসা পদ্ধতিও কেন শিখিয়ে দিচ্ছো না? (আবু দাউদ—৩৮৮৭)
ইসলামে নারীর কুরআন ও দ্বীনি জরুরি বিষয় শিক্ষা করা প্রতিটি মুসলিম নর ও নারীর জন্য ফরজ। একজন নারী যেন নিজ পরিবার, ইবাদত-বন্দেগি ও ব্যবহারিক জীবন সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন, তার জন্য মৌলিক বিষয়াদির জ্ঞান অর্জন করা একান্ত অপরিহার্য।
জরুরি দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রসমূহ:

- কুরআন শিক্ষা: সহিহ ও শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শেখা এবং অর্থ ও তাফসীর বোঝার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা।

- আকিদা ও বিশ্বাস: আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, রিসালাত, পরকাল এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলিতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।
- হাদিস ও সুন্নাহ: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ ও আদর্শ সম্পর্কে ধারণা নেওয়া এবং দৈনন্দিন জীবনে তা প্রয়োগ করা।
- ইবাদতের মাসায়েল: পবিত্রতা (হায়েজ-নেফাস সম্পর্কিত বিধান), অজু, গোসল, নামাজ, রোজা এবং নারীদের জন্য প্রযোজ্য জাকাত ও হজের নিয়মকানুন বিস্তারিত জানা।

৮) নারী সাহাবাদের জীবন সম্পর্কে জানা এবং অনুসরণ করা

ইসলামের ইতিহাসে নারী সাহাবিরা (সাহাবিয়া) ঈমান, ত্যাগ, জ্ঞানচর্চা ও সমাজ সংস্কারে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আদর্শ জীবন গঠন করা প্রতিটি মুসলিম নারীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

স্মরণীয় কয়েকজন নারী সাহাবি ও তাঁদের আদর্শ

- হযরত খাদিজা (রা.): ইসলামের প্রথম মুমিন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁর অঢেল সম্পদ দিয়ে তিনি ইসলাম প্রচার ও অসহায়দের সাহায্য করেন।
- হযরত সুমাইয়া (রা.): ইসলামের প্রথম শহীদ। তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগ যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সত্যের পথে অবিচল থাকার শিক্ষা দেয়।
- হযরত ফাতেমা (রা.): রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় কন্যা। তাঁর ধৈর্য, অল্পে তুষ্টি এবং পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ সকল নারীর জন্য অনুকরণীয়।
- হযরত আয়েশা (রা.): জ্ঞানচর্চা, হাদিস বর্ণনা এবং ফতোয়া প্রদানে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।
- হযরত উম্মে সালমা (রা.): অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার জন্য পরিচিত। তিনি ৩৭৮টিরও বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন।
- হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.): হিজরতের সময় গুহায় খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'যাতুন নিতাকাইন' (দুই কোমরবন্ধনীযুক্ত) উপাধিতে ভূষিত হন।

তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণের উপায়

- জ্ঞান অর্জন: নারী সাহাবিরা শুধু গৃহস্থালি নয়, ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাদের মতো নারীদের ইসলামি জ্ঞান ও পার্থিব শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

- ধৈর্য ও ত্যাগ: যেকোনো সংকটে হযরত সুমাইয়া (রা.)-এর মতো আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা এবং দ্বীনের পথে অবিচল থাকা।
- দানশীলতা: অভাবী মানুষের সাহায্যে হযরত খাদিজা (রা.)-এর উদারতা অনুসরণ করা।
- বিনয় ও পর্দা: হায়া বা শালীনতা বজায় রেখে সাহাবিদের মতো সমাজ ও পরিবার পরিচালনায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখা।

৯) ফরজ আদায়ে বাধ্য ও অভ্যস্ত করা

ইসলামে পরিবারের নারীদের (স্ত্রী, কন্যা, বোন) দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ এবং বিশেষ করে ফরজ ইবাদতগুলো পালনে অভ্যস্ত ও দায়বদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। তবে এই 'বাধ্য করা' বা 'অভ্যস্ত করার' প্রক্রিয়াটি হতে হবে অত্যন্ত প্রজ্ঞা, কৌশল এবং ভালোবাসার মাধ্যমে, কোনো প্রকার জোর-জুলুম বা কঠোরতার মাধ্যমে নয়।

পরিবারের সদস্যদের কোনো ভালো কাজে অভ্যস্ত করার প্রথম শর্ত হলো নিজেকে সেই কাজে নিয়োজিত করা। পুরুষ নিজে যদি সময়মতো সালাত আদায় করেন এবং দ্বীনি ফরজগুলো মেনে চলেন, তবে পরিবারের নারীদের জন্য তা অনুসরণ করা সহজ হয়। মুখে আদেশ করার চেয়ে নিজের আমল দেখে শেখানো অনেক বেশি কার্যকর।

কন্য সন্তানদের ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকেই ফরজ আমলের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, যেন প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হওয়ার পর তা তাদের জন্য বোঝা মনে না হয়। হাদীসে এসেছে:

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের আদেশ দাও, আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে (তখনও সালাত না পড়লে) তাদের শাসন করো..." (সুনানে আবু দাউদ)

শাসন করার অর্থ এই নয় যে তাদের গায়ে হাত তুলতে হবে, বরং এর উদ্দেশ্য হলো কাজের গুরুত্ব বোঝাতে হালকা কঠোরতা বা সুযোগ-সুবিধা সাময়িক বন্ধ করার মতো কৌশল অবলম্বন করা।

স্ত্রীর ক্ষেত্রে জোর-জুলুম বা মারধর করে কোনো ইবাদত আদায় করানো ইসলামের শিক্ষা নয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

"আর তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং নিজেও তার ওপর অবিচল থাকো।" (সূরা ত্বহা, আয়াত: ১৩২)

এখানে আদেশ দেওয়ার অর্থ হলো বারবার তাগিদ দেওয়া, সুন্দর ভাষায় মনে করিয়ে দেওয়া এবং জান্নাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

মানুষ যখন কোনো কাজের গুরুত্ব নিজে থেকে অনুধাবন করতে পারে, তখন সে নিজ দায়িত্বেই তা করে।

- ঘরের নারীদের নিয়ে প্রতিদিন বা সপ্তাহে অন্তত একদিন নির্দিষ্ট সময়ে কুরআন-হাদীস বা নির্ভরযোগ্য দ্বীনি বইয়ের তালীম করা যেতে পারে। Bangla Hadith-এর মতো বিশ্বস্ত মাধ্যম থেকে ফরজ ইবাদত না ছাড়ার ভয়াবহতা এবং তা আদায়ের ফজিলতগুলো তাদের পড়ে শোনানো যেতে পারে।
- যখন তাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা ও পরকালের জবাবদিহিতার অনুভূতি আসবে, তখন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ফরজ আদায়ে যত্নবান হবেন।

১০) ইবাদত ও ধার্মিক জীবনের তরবিয়াত প্রদান

পরিবারের নারীদের কেবল বাহ্যিকভাবে ইবাদতে বাধ্য করাই শেষ কথা নয়, বরং তাদের ভেতর থেকে একটি খাঁটি **ধার্মিক জীবনের তরবিয়াত (মানসিক ও আধ্যাত্মিক গঠন)** প্রদান করা পুরুষ তথা পরিবারের অভিভাবকের অন্যতম বড় দায়িত্ব। তরবিয়াত হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যা একজন মানুষকে ভেতর থেকে আল্লাহর অনুগত হতে সাহায্য করে।

সঠিক জ্ঞান ছাড়া খাঁটি ধার্মিক হওয়া সম্ভব নয়। নারীদের আকীদা, পবিত্রতা (তাহারাত) এবং দৈনন্দিন ইবাদতের নিয়মগুলো শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

- **পারিবারিক তালীম:** ঘরে নিয়মিত দ্বীনি বই, কুরআন ও হাদীসের পঠন বা তালীমের ব্যবস্থা করা।
- **সহীহ উৎসের ব্যবহার:** কোনো মাসআলা বা আমল শেখার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য উৎস ব্যবহার করতে হবে। যেমন—পবিত্র কুরআন, তাফসীর এবং সহীহ হাদীসের সঠিক তথ্য যাচাই করতে আপনারা Bangla Hadith ওয়েবসাইটের সাহায্য নিতে পারেন।

ইবাদতের পেছনের 'হিকমত' ও মহত্ব বোঝানো

শুধু "এই কাজটি করো" বা "ঐটি করো না" এভাবে আদেশ না দিয়ে, ইবাদতটির আসল উদ্দেশ্য ও সৌন্দর্য তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

- আল্লাহকে কেন ভালোবাসবো, কেন তাঁকে ভয় পাবো এবং ইসলামের প্রতিটি বিধান (যেমন: পর্দা, নামাজ, হিজাব) কীভাবে একজন নারীর মর্যাদা ও সুরক্ষাকে নিশ্চিত করে—তা পরম মমতায় বুঝিয়ে বলা। যখন অন্তরে আল্লাহর মহব্বত চলে আসবে, তখন ধার্মিক জীবন যাপন করা তাদের জন্য সহজ ও আনন্দদায়ক হবে।

আত্মশুদ্ধি ও আখলাকের (চরিত্র) উন্নয়ন

ধার্মিকতা কেবল কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নাম নয়, বরং আচার-আচরণ ও চরিত্রের শুদ্ধিও এর অংশ।

- ঘরের নারীদের গীবত (পরনিন্দা), অহংকার, হিংসা এবং লোকদেখানো আমল (রিয়া) থেকে দূরে থাকার তরবিয়াত দেওয়া।
- তাদের সাথে নিজের আচরণও নরম রাখা, কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, *"তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।"* (সুনানে তিরমিজি)। পরিবারের প্রধানের ভালো আচরণ দেখে নারীরাও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে উদ্বুদ্ধ হন।

দ্বীনি পরিবেশ তৈরি ও ভালো সঙ্গ নিশ্চিত করা

মানুষের মন চারপাশের পরিবেশ দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। তাই ঘরে এবং বাইরে একটি দ্বীনি পরিবেশ বজায় রাখা জরুরি।

- **মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ:** ঘরে টেলিভিশন বা ইন্টারনেটে অশ্লীল ও অনৈসলামিক কন্টেন্টের চর্চা বন্ধ করে সুস্থ দ্বীনি বিনোদন ও ইসলামিক লেকচার শোনার অভ্যাস করা।
- **সৎ সঙ্গ:** ঘরের নারীরা যেন ভালো, দ্বীনদার ও শালীন বান্ধবীদের সাথে মেলামেশা করে—সেদিকে খেয়াল রাখা। অসৎ বা দ্বীনবিমুখ সঙ্গ মানুষের ভেতরের ধর্মীয় অনুভুতিকে নষ্ট করে দেয়।

সবর (ধৈর্য) ও দোয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া

তরবিয়াত একদিনে বা এক সপ্তাহে সফল হয় না, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া।

- কোনো ভুল বা খামতি দেখলে সাথে সাথে কঠোর না হয়ে ধৈর্য ধরতে হবে এবং বারবার বোঝাতে হবে।
- সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, তাদের হেদায়েত ও দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে দোয়া করা। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো তরবিয়াতই পূর্ণতা পায় না।

ধার্মিক জীবনের তরবিয়াত দেওয়ার মূল চাবিকাঠি হলো—**"প্রজ্ঞা (হিকমাহ), উত্তম আচরণ এবং ভালোবাসার মাধ্যমে দ্বীনকে তাদের সামনে সহজ ও সুন্দর হিসেবে উপস্থাপন করা।"**

১১) উপকারি ও কল্যানকর ইলম অর্জন করা

জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান বিকাশের পৃষ্ঠপোষকতা মুসলিমদের জন্য অবশ্য করণীয় বা ফরয। নারী পুরুষ ভেদে ইসলামের শিক্ষা (জ্ঞান অর্জন) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘ইলম তলব করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর নারী) জন্য ফরয।’’

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা নারী পুরুষ সকল বিশ্বাসীকে লক্ষ্য করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তিনি শুধু জ্ঞানার্জনের তাকীদই দেননি, জ্ঞানার্জনের মর্যাদার বিষয়টিও আল্-কুরআনে একাধিকবার ব্যবহার করেছেন,

﴿ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖ﴾

‘‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।’’ (সূরা মুজাদালাহ্ : ১১)

জ্ঞানের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, ‘‘যে ব্যক্তি ইলম তলব করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করেছে আল্লাহ তা‘আলা তার দ্বারা তাকে বেহেশতের পথ সমূহের একটি পথে পৌঁছে দেন।’’

ইমাম মহিউদ্দীন আন্-নববী, কিতাবুল ইলম্, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

নর নারী উভয়েরই বিদ্যা শিক্ষার অধিকার অবশ্যই আছে। আত্মিক উৎকর্ষ সাধন যা মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য এবং এর সাথে সঙ্গতি রেখেই জাগতিক উন্নতি ও কল্যাণ অর্জনের জন্য সে বিদ্যা ও জ্ঞান আদি নর নারীকে দেওয়া হয়েছিল। তার ওপর ভিত্তি করে চিন্তা, গবেষণা ও অনুশীলনের দ্বারা উত্তম জ্ঞান বুদ্ধিকে উত্তম কাজে লাগানোর স্বত্বাধিকার উভয়েরই আছে। বিদ্যা ও জ্ঞান অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, এমনকি

এটা ছাড়া মানুষ স্বীয় দ্বীনও সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। তাই উত্তম দ্বীনী বিদ্যা ও জ্ঞানের বিষয় যদি সুদূর কোনো দেশেও থাকে, তবে সেখানে গিয়ে হলেও তা অর্জন করার তাকীদ রয়েছে।[9] আর দ্বীনের ইলম যারা হাসিল করেনি তাদের আমলও সঠিক হয় না।

মহিলাদের প্রাথমিক শিক্ষাগার ও প্রশিক্ষণ স্থান হলো গৃহ। তাই পিতামাতা যাতে কন্যাদেরকে এবং স্বামী যাতে স্ত্রীকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শেখায় এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, ইসলাম সেদিকে তাদের দৃষ্টি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছেঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا ﴾ [التحريم :٦]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।” আল্-কুরআন, সূরা আত্-তাহরীম : ৬।

এ আয়াতের অর্থ আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এভাবে করেছেনঃ

علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم

“তোমরা নিজেরা শেখ এবং পরিবারবর্গকে শেখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং তাদের আদব শিক্ষা দাও এবং এসব কাজে অভ্যস্ত করে তোল।”[12]

১২) কুরআন নিয়ে গবেষণা করা

কুরআন মানব জীবনের সংবিধান। এটা স্রেফ ধর্মীয় গ্রন্থ নয়। এটা মানুষের জীবনবোধের কথা বলে। আখেরাত ও দুনিয়াবী জীবনের সার্বিক কল্যাণের বার্তা তুলে ধরে। এই কিতাব মুমিন বান্দার হৃদয়ে সৃষ্টি করে ঈমানের বুনিয়াদ। এলাহী দ্যোতনায় তার জীবনকে করে তোলে সুরভিত ও সুসজ্জিত। অন্তরজগৎকে তাক্বওয়ার বারিধারায় সিক্ত করে দু’চোখ ছাপিয়ে প্রশান্তির বান ডেকে আনে। কুরআনের ছোঁয়ায় বান্দার জীবন আখেরাতমুখী হয়ে ওঠে এবং পৃথিবীতে আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করাই হয় তার একমাত্র লক্ষ্য। তবে শুধু তেলাওয়াত করে কুরআনের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়; বরং যারা ঈমানী চেতনায় কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, জীবনকে কুরআনের রঙে রঙিয়ে তোলার চেষ্টা করে, কেবল তারাই কুরআনের মাধ্যমে উপকৃত হ’তে পারে। এজন্য মহান আল্লাহ কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، ‘তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ? *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*। তিনি বলেন, أَفَلَمْ

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ، 'তবে কি তারা এই বাণী অনুধাবন করে না? নাকি তাদের কাছে কোন (নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি) এসেছে, যা তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছে আসেনি?' *(মু'মিনূন ২৩/৬৮)*।

আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, 'তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, তবে তো তারা দেখতে পেত- কুরআনের এক অংশ অপর অংশকে সত্যায়ন করছে। আর জানতে পারত- এতে কি নছীহত, উপদেশ, আদেশ ও নিষেধ রয়েছে। সৃষ্টিকূলের কেউ কুরআনের উপর কর্তৃত্ব করতে সক্ষম নয়'। নবাব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করার জন্য এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ওয়াজিব।

সুতরাং কুরআন তেলাওয়াত এবং শ্রবণের সময় গভীর মনোযোগী হ'তে হবে। তাহ'লে কুরআন থেকে আলো গ্রহণ করা সম্ভব হবে, আল্লাহর কালাম নিয়ে ভাবনার সাগরে ডুব দেওয়া যাবে এবং চিন্তার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হবে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'মানুষ যদি জানতো অনুধাবন করে কুরআন তেলাওয়াতের মাঝে কত কল্যাণ নিহিত আছে, তাহ'লে তারা সব কাজ ফেলে রেখে কুরআন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। যখন সে চিন্তা-ভাবনা করে তেলাওয়াত করবে, তখন একটা আয়াত অতিক্রম না করতেই সে তার অন্তরের রোগমুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। একই আয়াত বারবার তেলাওয়াত করবে। হয়ত আয়াতটি একশ' বার পড়বে। সারা রাত ধরে পড়বে। সুতরাং অনুধাবন না করে ও না বুঝে কুরআন খতম করার চেয়ে চিন্তা-ভাবনা করে বুঝে বুঝে একটি আয়াত তেলাওয়াত করা অধিকতর উত্তম। এটাই হবে তার হৃদয়ের জন্য অধিক উপকারী এবং ঈমান প্রাপ্তি ও কুরআনের স্বাদ আস্বাদনে অধিকতর উপযোগী'। কুরআনের মাধ্যমে প্রভাবিত ও আলোকিত হওয়ার জন্য নিয়মিত কুরআন অনুধাবন করা যরূরী।

১৩) নারীর সর্ববিষয়ে খোজ-খবর রাখা

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর সার্বিক তত্ত্বাবধান, নিরাপত্তা এবং তার খোঁজখবর রাখার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে পুরুষকে পরিবারের অভিভাবক ও দায়িত্বশীল করা হয়েছে, যার অন্যতম প্রধান কাজ হলো পরিবারের নারীদের (মা, স্ত্রী, কন্যা, বোন) খোঁজখবর রাখা এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করা।

পরিবারের নারীদের দ্বীনদারী, নিরাপত্তা এবং ভালো-মন্দের খোঁজ রাখা পুরুষের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

"তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন দায়িত্বশীল (রাঈ) এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে... এবং একজন পুরুষ তার পরিবারের লোকদের ওপর দায়িত্বশীল, তাকে তার অধীনস্থদের (খোঁজখবর ও দায়িত্ব) সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামী নীতি অনুযায়ী, একজন নারী যখন বিশেষ প্রয়োজনে (যেমন: শিক্ষা, চিকিৎসা বা বৈধ কোনো প্রয়োজনে) ঘরের বাইরে যান, তখন তার অভিভাবকের দায়িত্ব হলো তার নিরাপত্তা ও যাতায়াতের বিষয়ে খোঁজখবর রাখা।

- নারী যদি এমন কোনো দূরত্বে ভ্রমণ করেন যাকে 'সফর' বলা হয়, তবে তার নিরাপত্তার জন্য সাথে একজন 'মাহরাম' (যাদের সাথে বিয়ে হারাম, যেমন: পিতা, ভাই, স্বামী, পুত্র) থাকা আবশ্যক।
- ঘরের বাইরে গেলেও একজন নারী যেন ইসলামী শালীনতা ও পর্দার বিধান বজায় রাখতে পারেন, সে বিষয়ে অভিভাবককে সচেতন ও সহযোগিতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

খোঁজখবর রাখার অর্থ এই নয় যে নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হবে বা সন্দেহের বশে গোয়েন্দাগিরি (তাজাসসুস) করা হবে।

ইসলামে একে অপরকে সন্দেহ করা এবং গোয়েন্দাগিরি করা নিষিদ্ধ করেছে (সূরা আল-হুজুরাত: ১২)।

পারিবারিক জীবন হতে হবে পারস্পরিক পরামর্শ ও সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের মতামতের মূল্যায়ন করতেন। তাই খোঁজখবর রাখার মূল ভিত্তি হতে হবে **ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ**, কোনো প্রকার জোর-জুলুম বা অবিশ্বাস নয়।

১৪) ক্ষতিকর সকল বিষয় থেকে সতর্ক থাকা

নারীর ইসলামিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন কিছু ক্ষতিকর ও বিভ্রান্তিকর বিষয় রয়েছে, যা থেকে সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। ইসলাম জ্ঞান অর্জনকে প্রত্যেক মুসলিমের (পুরুষ ও নারী) জন্য ফরজ বা আবশ্যক করেছে। তবে এই শিক্ষা যেন সঠিক ও নিরাপদ উপায়ে হয়, সে জন্য কিছু বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

অনেক সময় দেখা যায়, নারীদের বিভিন্ন ধর্মীয় মজলিস বা সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপে এমন কিছু কথা বা কিচ্ছা-কাহিনী শোনানো হয় যার কোনো সহীহ ভিত্তি নেই। বিশেষ

করে নারীদের সাজগোজ, ঘরের কাজ বা সওয়াব সংক্রান্ত অনেক কাল্পনিক ও দুর্বল বর্ণনা প্রচলিত আছে।

- **সতর্কতা:** যেকোনো আমল বা বিশ্বাস গ্রহণের আগে নিশ্চিত হতে হবে যে তা পবিত্র কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না। নির্ভরযোগ্য আলেমদের লেখা বই বা Bangla Hadith-এর মতো নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত ইসলামিক সোর্স থেকে যাচাই করে নিতে হবে।

বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটে বা বিভিন্ন গোপন সার্কেলে ইসলামের ভুল ও উগ্র ব্যাখ্যা দিয়ে নারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়। ইসলামকে একটি কঠোর ও ভীতিকর ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করে সমাজ বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করার মানসিকতা তৈরি করা হতে পারে।

- **সতর্কতা:** ইসলাম মধ্যপন্থার ধর্ম। কোনো উগ্র বা চরমপন্থী চিন্তাভাবনা যা পরিবার ও সমাজের সাথে হিংস্রতা বা অযৌক্তিক দূরত্ব তৈরি করে, তা থেকে পুরোপুরি দূরে থাকতে হবে।

ইসলামিক শিক্ষার নামে যদি এমন কোনো পরিবেশ তৈরি হয় যেখানে শরীয়তের পর্দার বিধান লঙ্ঘিত হয়, তবে তা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে।

- **সতর্কতা:** দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের জন্য শিক্ষালয় বা মজলিস নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সেখানে পর্দার সঠিক পরিবেশ থাকে। পুরুষ উস্তাদের কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্দার অন্তরাল (যেমন: স্ক্রিন বা হিজাব) বজায় রাখা আবশ্যক।

অনেক আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা নারীবাদী (Feminist) আন্দোলনের আড়ালে ইসলামের পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোকে হীন করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। এর ফলে অনেক নারী নিজের অজান্তেই ইসলামের মৌলিক বিধানের (যেমন: উত্তরাধিকার, পর্দা, বৈবাহিক নিয়ম) প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন।

- **সতর্কতা:** ইসলামের যেকোনো বিধানের পেছনে আল্লাহর হিকমত ও ন্যায়বিচার রয়েছে—এই বিশ্বাস দৃঢ় রাখতে হবে। পশ্চিমা ধ্যানধারণার সাথে ইসলামের তুলনা না করে, ইসলামের নিজস্ব সৌন্দর্য ও নারীর মর্যাদাকে অনুধাবন করতে হবে।

নারীর দ্বীনি শিক্ষার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো নির্ভরযোগ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য সালাফে সালেহীনদের অনুসৃত বইপত্র পড়া এবং সঠিক আকীদার নির্ভরযোগ্য আলেম ও নারী শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে ইলম অর্জন করা।

১৫)প্রযুক্তির সদব্যবহার

মোবাইল, টেলিফোন ইত্যাদি বিজ্ঞানের উপকারী আবিষ্কার। বর্তমান যুগের একটি অতীব প্রয়োজনীয় জিনিস। এটি মানুষের সময় বাঁচায়। অধিক সফরের কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দেয়। একইভাবে সবদিকের খোঁজ-খবর সংগ্রহ করা যায়। কাউকে ফযরের নামাযে জাগিয়ে দেওয়া, আলেমদের কাছে শরঈ মাসআলা বা ফতওয়া জিজ্ঞেস করা, তাদের সাথে যোগাযোগ করে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করা, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখা, মুসলমানদের নসিহত করার মতো প্রভৃতি ভালো কাজ খুব সহজে মোবাইলের মাধ্যমে সম্পাদন করা যায়।

নারীর ইসলামিক শিক্ষা এবং সার্বিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে **প্রযুক্তির সদব্যবহার** অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি মাধ্যম হতে পারে। ইন্টারনেট, স্মার্টফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়াকে যদি সঠিক নিয়মে এবং সচেতনভাবে ব্যবহার করা যায়, তবে ঘরে বসেই দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য ইন্টারনেটে হাজারো সোর্স রয়েছে। তবে বিভ্রান্তি এড়াতে কেবল নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করতে হবে।

- **কুরআন ও হাদীস চর্চা:** ঘরে বসেই সহীহ হাদীস ও তাফসীর পড়ার জন্য Bangla Hadith-এর মতো বিশ্বস্ত ওয়েবসাইট বা অ্যাপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে কোনো তথ্য বা হাদীস জাল কি না, তা সহজেই যাচাই করা সম্ভব।
- **ইসলামিক লাইব্রেরি:** নির্ভরযোগ্য প্রকাশনীর ই-বুক বা পিডিএফ (PDF) সংগ্রহ করে স্মার্টফোনেই ইসলামিক বইয়ের একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি গড়ে তোলা যায়।

যেসব নারীর পক্ষে ঘরের বাইরে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করা কঠিন বা পর্দা বজায় রাখা দুষ্কর, তাদের জন্য অনলাইন শিক্ষা একটি চমৎকার সুযোগ।

- দেশ-বিদেশের নির্ভরযোগ্য আলেম ও নারী শিক্ষিকাদের দ্বারা পরিচালিত অনলাইন কোর্স, জুমে (Zoom) সরাসরি ক্লাস বা নির্ভরযোগ্য ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ঘরে বসেই আকীদা, ফিকহ, তাজবিদ এবং আরবী ভাষা শেখা সম্ভব।

সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি) যেমন ফেতনার কারণ হতে পারে, তেমনি একে দ্বীন প্রচার ও শেখার কাজেও লাগানো যায়।

- **সঠিক বক্তা নির্বাচন:** যেসব আলেম বা স্কলার কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক আলো ছড়ান এবং উগ্রপন্থা থেকে দূরে থাকেন, কেবল তাদের পেজ বা চ্যানেল ফলো করা।
- **দ্বীন প্রচার:** নারীরা ঘরে বসেই অন্যান্য নারীদের মাঝে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান পৌঁছে দিতে নিজস্ব গ্রুপ, পেজ বা ব্লগ তৈরি করতে পারেন।

প্রযুক্তির অপব্যবহার বা কুপ্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচাতে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি:

- **অ্যালগরিদম নিয়ন্ত্রণ:** ফেসবুক বা ইউটিউবে অপ্রয়োজনীয়, অশ্লীল বা বিভ্রান্তিকর কোনো কন্টেন্ট সামনে এলে তা 'Not Interested' বা 'Block' করে দেওয়া। এতে করে প্রযুক্তির অ্যালগরিদম আপনাকে কেবল ভালো কন্টেন্টই সাজেস্ট করবে।
- **সময় নির্ধারণ:** স্ক্রিন টাইম (Screen Time) ট্র্যাকারের সাহায্যে সারাদিনে কতটুকু সময় প্রযুক্তি ব্যবহারে ব্যয় হচ্ছে তা নিয়ন্ত্রণ করা, যেন ইবাদত ও পারিবারিক দায়িত্বে অবহেলা না হয়।

নারীদের সুরক্ষার জন্য প্রযুক্তির নিরাপত্তা জানা অত্যন্ত জরুরি।

- নিজের ব্যক্তিগত ছবি, তথ্য বা পাসওয়ার্ড অনলাইনে শেয়ার করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- অপরিচিত বা সন্দেহজনক কোনো গ্রুপ, ফেক আইডি অথবা হ্যাকিং লিংকে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যা সম্মানহানি বা ফেতনার কারণ হতে পারে।

নারীর ইসলামী শিক্ষার অভাব, পারিবারিক অবক্ষয়, এর কারণ এবং প্রতিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর আমরা একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। একটি আদর্শ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা যে কতটা অনস্বীকার্য, তা এই আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

একটি পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম একক, আর নারী হলেন সেই পরিবারের মূল চালিকাশক্তি বা কেন্দ্রবিন্দু। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের সেই বিখ্যাত উক্তি— *"আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি সভ্য জাতি দেব"*—ইসলামী দৃষ্টিকোণ

থেকে আরও বেশি অর্থবহ এবং গভীর। ইসলামে নারীর শিক্ষাকে কেবল জাগতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করা হয়নি, বরং পরকালীন মুক্তি ও নৈতিক জীবন গঠনের জন্য ইসলামী শিক্ষা বা দ্বীনি ইলম অর্জনকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বর্তমান যুগে পারিবারিক ভাঙন, নৈতিক অবক্ষয়, সন্তান-সন্ততির উগ্রতা এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অশান্তির মূল কারণ হলো—পরিবারে সঠিক ইসলামী মূল্যবোধের অনুপস্থিতি। নারী যখন দ্বীনি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন, তখন তিনি নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন না। ফলে পশ্চিমা অপসংস্কৃতি, সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব এবং বস্তুবাদী চিন্তা সহজেই পরিবারে প্রবেশ করে শান্তি ও বরকত নষ্ট করে দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, একজন দ্বীনদার ও ইসলামী শিক্ষায় দীক্ষিত নারী কেবল একজন আদর্শ স্ত্রী বা কন্যা নন, বরং তিনি হলেন পরবর্তী প্রজন্মের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষক (উস্তাদ)। তাঁর কোল থেকেই তৈরি হয় ভবিষ্যতের সৎ, নিষ্ঠাবান ও দেশপ্রেমিক নাগরিক। তাই পারিবারিক অবক্ষয় রোধ করে একটি শান্তিময়, নৈতিক ও জান্নাতী পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে নারীর ইসলামী শিক্ষার প্রসারে রাষ্ট্র, সমাজ এবং বিশেষ করে পরিবারের পুরুষদের সর্বোচ্চ সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতিটি পরিবারকে দ্বীনের আলোয় আলোকিত করার এবং নারীদের সঠিক তরবিয়াত প্রদানের তাওফীক দান করুন। আমীন।